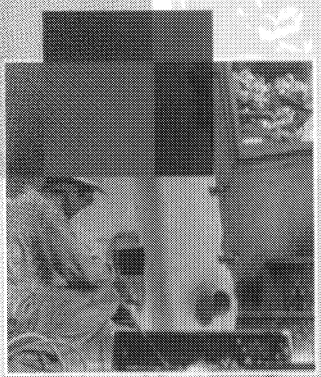

আন্তর্জাতিক
শ্রম সংস্থা
ঢাকা

জাহাজভাঙ্গার কাজে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য

এশীয় দেশসমূহ ও তুরস্কের জন্য নির্দেশাবলী (গাইডলাইনস)

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা

সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রসার এবং ফলশ্রুতিতে সার্বজনীন এবং স্থায়ী শান্তিতে অবদান রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯১৯ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের অধিভূক্ত সকল এজেন্সী সমূহের মধ্যে আইএলও ত্রিপক্ষীয় গঠনতন্ত্র একটি অনন্য ব্যবস্থা; সরকার পক্ষ, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে আইএলও পরিচালনা পর্ষদ গভর্নিং বডি গঠিত। এই তিনটি পক্ষ আইএলও-র আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত আঞ্চলিক এবং অন্যান্য আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে থাকে এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার বিশ্বসভায় সামাজিক এবং শ্রম সংক্রান্ত বিষয়বস্তু আলোচনার উদ্দেশ্যে বৎসরে একবার মিলিত হয়।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আজ অবধি আইএলওএর আরো অনেক কাজের মধ্যে সংগঠনের স্বাধীনতা, কর্মসংস্থান, সামাজিক নীতি, কাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সামাজিক নিরাপত্তা, শিল্পসম্পর্ক এবং শ্রম প্রশাসন বিষয়ে আন্তর্জাতিক কনভেনশন এবং সুপারিশমালা প্রণয়ন উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত বিধি বিধান যা ব্যাপক প্রশংসা শ্রদ্ধা অর্জন করেছে, সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীতব্য।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বিশ্বব্যাপী এর অফিস এবং পৃথিবীর ৪০টি দেশে অবস্থিত মাল্টি ডিসিপ্লিনারী টিমের মাধ্যমে তার সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে বিশেষত পরামর্শ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে থাকে। আইএলও বিভিন্ন ভাবে এই সহায়তা দিয়ে থাকে, যথাঃ শ্রম অধিকার এবং শিল্প সম্পর্ক বিষয়ে উপদেশ প্রদান, কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র ব্যবসার উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পরামর্শ, কর্মক্ষেত্রে (কাজের জায়গায়) নিরাপত্তা এবং কাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, শ্রম পরিসংখ্যান সংকলন ও তা বিতরণ এবং শ্রমিকের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা।

আইএলও প্রকাশনা সমূহ

আন্তর্জাতিক শ্রম অফিস হলো সংস্থার সচিবালয়, গবেষণা পর্ষদ এবং প্রকাশনা সংস্থা। প্রকাশনা বিষয়ক ব্যুরো সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রধান ধারাসমূহের ওপর শিক্ষামূলক উপকরণ প্রস্তুত এবং বিতরণ করে। এই অফিস, বিশ্বব্যাপী শ্রমের উপর প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়ের উপর নীতিমালা প্রকাশ করে। এ ছাড়া রেফারেন্স গ্রন্থ, প্রযুক্তিগত বা কর্মকৌশল সংক্রান্ত নির্দেশিকা, গবেষণা নির্ভর গ্রন্থ এবং প্রতিবেদন, বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিধিমালা এবং প্রশিক্ষণ ও শ্রমিকের শিক্ষা দান বিষয়ক নির্দেশিকা প্রকাশ করে থাকে। এছাড়াও এই অফিস ইংরেজী, ফরাসী এবং স্প্যানিশ ভাষায় আন্তর্জাতিক শ্রম পর্যালোচনা প্রস্তুত করে এবং এতে মৌলিক গবেষণার ফলাফল, নতুন বিষয় সমূহের নানা দিকের ওপর আলোচনা এবং গ্রন্থ পর্যালোচনা প্রকাশিত হয়।

নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করে আইএলও এর প্রকাশনাসমূহ এবং অন্যান্য সুবিধাদি নিরাপদভাবে অনলাইনে ক্রয় করা যাবে। www.ilo.org/publns, এবং বিনামূল্যে নতুন প্রকাশনা সমূহের ক্যাটালগ ও তালিকা সংগ্রহ করা যাবে।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ আইএলও প্রকাশনা, আন্তর্জাতিক শ্রম অফিস, সিএইচ-১২১১, জেনেভা ২২, সুইজারল্যান্ড। ফ্যাক্স ঃ (৪১ ২২) ৭৯৯ ৬৯৩৮, ই-মেইল ঃ pubvente@ilo.org আমাদের web address, www.ilo.org সকলকে পরিদর্শনের অনুরোধ করা গেল।

দ্রঃ এ নির্দেশাবলী (গাইডলাইনস) আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বা আইএলও-র Safety and health in shipbreaking: Guidelines for Asian Countries and Turkey -এর বাংলা অনুবাদ। নির্দেশাবলীর বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে কোন অসংগতি বা অসামঞ্জস্যতার ক্ষেত্রে ইংরেজি পাঠ প্রাধান্য পাবে।

জাহাজভাঙ্গার কাজে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য

এশীয় দেশসমূহ ও তুরস্কের জন্য নির্দেশাবলী (গাইডলাইনস)

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা

জাহাজভাঙ্গার কাজে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য

এশীয় দেশসমূহ ও তুরস্কের জন্য নির্দেশাবলী (গাইডলাইনস)

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ঢাকা

গ্রন্থস্বত্ব © আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ২০০৪

প্রথম প্রকাশ ২০০৪

বাংলা অনুবাদ প্রকাশ ২০০৫

ইউনিভার্সাল কপিরাইট কনভেনশনের ২নং প্রোটোকল অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শ্রম অফিসের প্রকাশনা গ্রন্থস্বত্ব ভোগ করে। তা সত্ত্বেও, উৎস উল্লেখ করার শর্তে বিনা অনুমতিতে এর সংক্ষিপ্ত অংশবিশেষ পুনর্মুদ্রণ করা যেতে পারে। পুনর্মুদ্রণ বা অনুবাদের অধিকারের জন্য পাবলিকেশন ব্যুরো (রাইটস এন্ড পারমিশনস), ইন্টারন্যাশনাল লেবার অফিস, সিএইচ-১২১১, জেনেভা ২২, সুইজারল্যান্ড, এই বরাবরে আবেদন করতে হবে। আন্তর্জাতিক শ্রম দপ্তর এ রকম আবেদনকে স্বাগত জানায়।

যুক্তরাজ্যে কপিরাইট লাইসেন্সিং, ৯০ টোটেনহ্যাম কোর্ট রোড, লন্ডন, W1T4LP [Fax : (+44) (0) 2076315500; email: cla@cla.co.uk.] এর সাথে, যুক্তরাষ্ট্রে কপিরাইট ক্লিয়ারেন্স সেন্টার, ২২২ রোজউড ড্রাইভ, ডেনভারস, এমএ ০১৯২৩ [Fax: (+) (978) 7504470; email: infor@copyright.com.] -এর সাথে, অথবা অন্যান্য দেশে এসোসিয়েটেড রিপ্রডাকশন রাইটস অর্গানাইজেশন-এর সাথে নিবন্ধিত লাইব্রেরী, ইন্সটিটিউশন ও অন্যান্য ব্যবহারকারীরা তাদেরকে প্রদত্ত ফটোকপি করার লাইসেন্স অনুযায়ী ফটোকপি করতে পারবে।

আইএলও

সেফটি এন্ড হেলথ ইন শিপব্রেকিং গাইডলাইনস ফর এশিয়ান কান্ট্রিজ এন্ড টার্কি

জেনেভা, ইন্টারন্যাশনাল লেবার অফিস ২০০৪

গাইড: অকুপেশনাল সেফটি, অকুপেশনাল হেলথ, শিপ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েষ্ট, ওয়েস্ট রিসাইক্লিং

এশিয়া, টার্কি। ১৩.০৪.০২

ISBN 92-2-115289-8 (English print version)

ISBN 92-2-115671-0 (English web version)

ISBN 92-2-816558-8 (Bangla print version)

ISBN (Bangla web version)

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার প্রকাশনাসমূহে যে সকল শব্দপঞ্জি ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো, যা জাতিসংঘের চলতি শব্দপঞ্জি ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো, যা জাতিসংঘের চলতি শব্দপঞ্জির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, এবং সেগুলোতে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু দ্বারা কোন দেশ, এলাকা বা অঞ্চলের বা তার কর্তৃপক্ষের আইনগত মর্যাদা, অথবা এর সীমানা, সম্পর্কে আন্তর্জাতিক শ্রম অফিসের কোন মতামত প্রকাশ বোঝায় না।

স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ, গবেষণা ও অন্যান্য রচনায় প্রকাশিত মতামতের দায়িত্ব কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট লেখকগণের উপরই বর্তায় এবং আন্তর্জাতিক শ্রম অফিস কর্তৃক তা প্রকাশ করার অর্থ এই নয় যে এই অফিস তা অনুমোদন করে।

প্রকাশনায় কোন প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক পণ্য ও প্রক্রিয়ার উল্লেখ থাকলে সেগুলোর প্রতি, আন্তর্জাতিক শ্রম অফিসের অনুমোদন বোঝায় না, এবং কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক পণ্য বা প্রক্রিয়ার অনুল্লেখ সেগুলোর প্রতি শ্রম অফিসের অনুমোদন না থাকার ইঙ্গিত বহন করে না।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার প্রকাশনাসমূহ প্রতিষ্ঠিত পুস্তক বিক্রেতা অথবা বিভিন্ন দেশে অবস্থিত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার স্থানীয় কার্যালয়সমূহের মাধ্যমে, অথবা সরাসরি ILO Publications, International Labour Office, CH-1211, Geneva 22, Switzerland থেকে সংগ্রহ করা যায়। উল্লিখিত ঠিকানা অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে pubvente@ilo.org থেকে ক্যাটালগ বা নতুন প্রকাশনাসমূহের তালিকা বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

পরিদর্শন করুন আমাদের website: www.ilo.org/publns

সেইফ এন্ড এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলী শিপ রিসাইক্লিং প্রজেক্ট (বিজিডি/০৩/০০৫) কর্তৃক বাংলায় অনুবাদকৃত এবং প্রকাশিত।

উপক্রমণিকা

বাংলাদেশে জাহাজভাঙ্গা শিল্প সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু হলেও এ শিল্পের জন্য আজ অবধি কোন সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন বা নীতিমালা প্রণীত হয়নি যদিও এ খাত থেকে সরকার প্রচুর রাজস্ব আয় করে থাকে। অনেকটা বিক্ষিপ্ত এবং অগোছালোভাবেই এতদিন পর্যন্ত এ শিল্প বিকশিত হয়ে বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছে সংশ্লিষ্ট ইয়ার্ড মালিক এবং বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার্স এ্যাসোসিয়েশন এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়।

সরকার দেশের জাহাজভাঙ্গা শিল্পের গুরুত্ব বিবেচনা করেই এ শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রথমবারের মত জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচীর (UNDP) আর্থিক সহায়তায় এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) ঢাকা অফিস ও গণপ্রাজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের "কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর" (GOB) এর মাধ্যমে "Safe and Environment Friendly Ship Recycling Project" (SAFEREC), BGD/03/005 শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), জেনেভা এর উদ্যোগে "Safety and health in shipbreaking : Guidelines for Asian countries and Turkey" আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় অনুবাদ এবং প্রকাশ করা হয়েছে।

বাংলায় গাইডলাইনটি প্রকাশের পেছনে SAFEREC প্রকল্পের যে সকল ব্যক্তিবর্গের অক্লান্ত ও নিরলস পরিশ্রম রয়েছে তাদের মধ্যে দু'জন ন্যাশনাল ট্রেনিং অফিসার প্রকৌশলী আবু সাঈদ মোঃ কামরুজ্জামান, এবং ডা. ত্রিদিব ঘোষ এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাছাড়া SAFEREC প্রকল্পের চীফ টেকনিক্যাল এডভাইজার মি. গার্মট ফেরিঙ্গা'র নিকটও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এ বিষয়ে সর্বদা সহযোগিতা প্রদান করার জন্য।

বাংলাদেশের জাহাজভাঙ্গা শিল্পের সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক বিকাশে এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পর্যায়ে পৌছানোর লক্ষ্যে একটি বাস্তবসম্মত জাতীয় গাইডলাইন এবং নীতিমালা প্রণয়নে এটি বিশেষভাবে সহায়ক হবে বলে আশা করি। পরিশেষে এ গাইডলাইনটির বাংলা অনুবাদের জন্য আইএলও ঢাকা অফিসের নিকটও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

চট্টগ্রাম
জুলাই ২০০৫

(প্রকৌশলী ফরিদ আহাম্মদ)
জাতীয় প্রকল্প পরিচালক
SAFEREC প্রকল্প, (BGD/03/005)

ভূমিকা

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বা আইএলও-র এ নির্দেশাবলী (গাইডলাইনস) সংস্থাটির "ডিসেন্ট ওয়ার্ক এজেন্ডা"র কাঠামোর আওতায় জাহাজভাঙ্গা শিল্পে নিরাপদ কাজ নিশ্চিত করার জন্য সহায়তা প্রদানে এ জাতীয় প্রথম নির্দেশাবলী (গাইডলাইনস)। এ উদ্দেশ্যে নির্দেশাবলী (গাইডলাইনস) জাহাজভাঙ্গাকে একটি মূলত অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজ থেকে একটি আনুষ্ঠানিক সংগঠিত অর্থনৈতিক কাজে রূপান্তরিত করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে।

জাহাজভাঙ্গা শিল্পে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য এবং কাজের পরিস্থিতিতে ক্রমবর্ধমান উন্নতি সাধনকল্পে এ সংক্রান্ত আইএলও-র মান, আচরণবিধি ও অন্যান্য গাইডলাইনসমূহের প্রাসঙ্গিক বিধানাবলী এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক সংস্থার দলিলসমূহের বিধানাবলী বাস্তবায়নে জাহাজভাঙ্গা শিল্পের মালিক ও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে একইভাবে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এ নির্দেশাবলী (গাইডলাইনস) প্রণীত হয়েছে। জাহাজভাঙ্গার কাজে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের দায়িত্ব যাদের তারা সকলে এ নির্দেশাবলীতে (গাইডলাইনস) সন্নিবেশিত উপযোগী সুপারিশসমূহ অনুসরণ করবেন। এ নির্দেশাবলী (গাইডলাইনস) আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক নয়; এগুলো জাতীয় আইন, প্রবিধান বা গৃহীত মানের বিকল্পও নয়। যেখানে প্রাসঙ্গিক বিধান, কার্যকর জাতীয় ব্যবস্থা, কার্যপ্রণালী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত প্রবিধান নেই সেখানে যারা এগুলো প্রণয়নের কাজে নিয়োজিত হবেন এ নির্দেশাবলী (গাইডলাইনস) তাদের নির্দেশনা প্রদান করে।

দু হাজার তিন সালের ৭ থেকে ১৪ অক্টোবর থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত *'এশিয়ার কয়েকটি নির্বাচিত দেশ ও তুরস্কের জন্য জাহাজভাঙ্গার কাজে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আন্তঃআঞ্চলিক ত্রিপক্ষীয় বিশেষজ্ঞ সভা'*য় সর্বসম্মতিক্রমে এ নির্দেশাবলী (গাইডলাইনস) গৃহীত হয়। সকল অংশগ্রহণকারীর মধ্যে সহযোগিতার চেতনা এক সেট সার্বিক ও কার্যকর নির্দেশাবলী (গাইডলাইনস) প্রণয়নে ঐকমত্য সৃষ্টির পথ সুগম করে। ব্যাপকভাবে অনুসরণ করা হলে এ নির্দেশাবলী (গাইডলাইনস) দ্বারা জাহাজভাঙ্গা শিল্পে নিয়োজিত সকলেই উপকৃত

হবেন। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার গভর্নিং বডি ২৮৯তম অধিবেশনে (মার্চ ২০০৪) এ নির্দেশাবলীর (গাইডলাইনস) প্রকাশনা অনুমোদন করে।

এ নির্দেশাবলীর (গাইডলাইনস) বাস্তব ব্যবহার বহুলাংশে নির্ভর করবে স্থানীয় পরিস্থিতি, আর্থিক সম্পদের প্রাপ্যতা, [জাহাজভাঙ্গা] কর্মকান্ডের আকার ও কারিগরি সম্ভাবনার উপর। নির্দেশাবলীর (গাইডলাইনস) বাস্তবায়ন উৎসাহিতকরণে কারিগরি সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী পর্যায়ে সহায়ক উপকরণ প্রণয়নের ফলে নির্দেশাবলীভুক্ত (গাইডলাইনস) বিধানাবলীর শর্তসমূহ পূরণে সুনির্দিষ্ট কারিগরি কাজসমূহ (technical tasks) সম্পাদন সম্ভব হবে। নির্দেশাবলীতে (গাইডলাইনস) আইএলও-র *Guidelines on occupational safety and health management systems, ILO-OSH 2001 (পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কিত গাইডলাইনস, আইএলও-ওএসএইচ ২০০১)* থেকে উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আশা করা যায়, উপযুক্ত জাতীয় কর্তৃপক্ষ ও জাহাজভাঙ্গার স্থাপনাসমূহ সেসব উপাদানকে কার্যকর উপায় হিসাবে ব্যবহার করে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অব্যাহত উন্নতি সাধনে সক্ষম হবে।

এ নির্দেশাবলী (গাইডলাইনস) অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলের সাথে সমন্বিত করে জারি করা হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে International Maritime Organisation (IMO) [আন্তর্জাতিক সমুদ্র বিষয়ক সংস্থা (আইএমও)]-এর দলিলসমূহ, Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal (আন্তঃসীমান্ত বিপজ্জনক বর্জ্য স্থানান্তর ও নিষ্কাশন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বাসেল কনভেনশন), The Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (London Convention, 1972, and Protocol, 1996) [বর্জ্য ও অন্যান্য বস্তু নিষ্কাশন জনিত সমুদ্রদূষণ প্রতিরোধ কনভেনশন (লন্ডন কনভেনশন, ১৯৭২, এবং প্রোটোকল, ১৯৯৬)] এবং International Chamber of Shipping (ICS) Industry Code of Practice on Ship Recycling [আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচল চেম্বার (আইসিএস) প্রণীত জাহাজ পুনঃপক্রিয়াজাতকরণ শিল্প আচরণবিধি]।

সভায় অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিবৃন্দ

বাংলাদেশ, চীন, ভারত, পাকিস্তান ও তুরস্ক থেকে ত্রিপক্ষীয় প্রতিনিধিগণ এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। এসব দেশ থেকে গভর্নিং বডিভুক্ত সরকার পক্ষের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে নিযুক্ত পাঁচ জন, নিয়োগকর্তা গ্রুপের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে নিযুক্ত পাঁচ জন এবং শ্রমিক গ্রুপের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে নিযুক্ত পাঁচ জন বিশেষজ্ঞ এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। প্রধান প্রধান জাহাজ-মালিক দেশ থেকে কারিগরি বিশেষজ্ঞ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ থেকে পর্যবেক্ষকগণও এই সভায় যোগদান করেন।

অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

চেয়ারপারসন

ক্যাপ্টেন মইন আহমদ, ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ হাইকমিশন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য।

সরকার পক্ষ মনোনীত বিশেষজ্ঞবৃন্দ

মি. ফরিদ আহামেদ, কারখানা পরিদর্শক (প্রকৌশল), কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা (বাংলাদেশ)

মিস. চেন ফিইং, ডেপুটি ডাইরেক্টর, স্টেট এডমিনিস্ট্রেশন অব ওয়ার্ক সেফটি, মিনিস্ট্রি অব লেবার এন্ড সোশ্যাল সিকিউরিটি, বেইজিং (চীন)

মি. ডি.বি. দেব, ডেপুটি ডাইরেক্টর-জেনারেল, ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব ফ্যাক্টরী এডভাইস সার্ভিস এন্ড লেবার ইন্সটিটিউটস, মিনিস্ট্রি অব লেবার, নতুন দিল্লী (ভারত)

মি. আবদুল ওয়াহিদ বালুচ, ডাইরেক্টরেট অব লেবার ওয়েলফেয়ার, গভর্নমেন্ট অব বেলুচিস্তান, কোয়েটা (পাকিস্তান)

মি. এরহান বাতুর, চীফ লেবার ইন্সপেক্টর, মিনিস্ট্রি অব লেবার এন্ড সোশ্যাল সিকিউরিটি, আঙ্কারা (তুরস্ক)

নিয়োগকর্তা পক্ষ মনোনীত বিশেষজ্ঞবৃন্দ

মি. জিয়াং জেসি, ভাইস প্রেসিডেন্ট, চায়না ন্যাশনাল শিপ স্ক্র্যাপিং এসোসিয়েশন, বেইজিং (চীন)

টেকনিক্যাল এডভাইজার: মি.হুয়াং ঝাওলি, সেক্রেটারী-জেনারেল, চায়না ন্যাশনাল শিপ স্ক্র্যাপিং এসোসেয়িশন (সিএনএসএ), বেইজিং (চীন)

মি. এম.ওয়াই. রেড্ডি, সেক্রেটারী, অল ইন্ডিয়া শিপার্স কাউন্সিল, নতুন দিল্লী (ভারত)

মি. ইউ.আর ওসামানী, ডাইরেক্টর, সিংগার পাকিস্তান লিঃ, করাচি (পাকিস্তান)

মি. ওকতায় সুনাতা, ডাইরেক্টর, সেমাস এ.এস. জেমিসোকুম, আলিয়াগা-ইজমীর (তুরস্ক)

শ্রমিক পক্ষ মনোনীত বিশেষজ্ঞবৃন্দ

মি. নজরুল ইসলাম খান, সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিকদল-বিজেএসডি, ঢাকা (বাংলাদেশ)

মি. লী শাওচেন, ডিভিশন চীফ, ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি, পোস্টাল এন্ড টেলিকমিউনিকেশনস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন অব চায়না, বেইজিং (চীন)

মি. বিদ্যাধর ভি. রানে, প্রেসিডেন্ট, স্টীল মেটাল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া, মহারাষ্ট্র রাজ্য, মুম্বাই (ভারত)

মি. মুসা খান, অর্গানাইজিং সেক্রেটারী, পাকিস্তান ন্যাশনাল ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস (পিএনএফটিইউ), করাচি (পাকিস্তান)

মি. কামহার পেকিজিত, বিশেষজ্ঞ, শিপবিল্ডিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, কাশিমপাশা - ইস্তাম্বুল (তুরস্ক)

আন্তর্জাতিক সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ

মি. ইব্রাহীম শাফী, প্রোগ্রাম অফিসার (টেকনিক্যাল), সেক্রেটারিয়েট অব বাসেল কনভেনশন/ইউএনইপি, জেনেভা (সুইজারল্যান্ড)

মি. ডুচাং ডু, মেরিন এনভায়রনমেন্ট ডিভিমন, ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন, লন্ডন (যুক্তরাজ্য)

মি. পি. অরুনাসালাম, রিজিওনাল রিপ্রেজেন্টেটিভ, ইন্টারন্যাশনাল মেটাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন (আইএমএফ), সাউথ-ইস্ট এশিয়া এন্ড প্যাসিফিক অফিস, পেটালিংজাভা (মালয়েশিয়া)

রিসোর্স পারসন্‌স

মি. আগে বিয়রন এন্ডারসন, ডেট নর্স্ক ভেরিটাস (ডিএনভি), অসলো (নরওয়ে)

মি. কার্ল হলগ্রেন, এরিয়া ডাইরেক্টর, পোর্টল্যান্ড এরিয়া অফিস, অকুপেশনাল সেফটি এন্ড হেলথ এডমিনিস্ট্রেশন, ডিপার্টমেন্ট অব লেবার, ওরিগন (যুক্তরাষ্ট্র)

মি. কিম চি জুন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, পল পল ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিঃ, পুসান (কোরিয়া প্রজাতন্ত্র)

ড. ইউর্গেন সার্বিটজার, এডভাইজার (সাবেক আইএলও কর্মকর্তা), ড্রেসডেন (জার্মানী)

মি. ডেভিড স্পার্কস, মেরিটাইম কনসালট্যান্ট, থিঁওরী (ফ্রান্স)

মি. পল টপিং, এনভায়রনমেন্ট কানাডা, মেরিন এনভায়রনমেন্ট ডিভিশন, হাল, কুইবেক (কানাডা)

আইএলও সচিবালয়

ড. জুক্কা টাকালা, ডাইরেক্টর, ইনফোকাস প্রোগ্রাম অন সেফটি এন্ড হেলথ অ্যাট ওয়ার্ক এন্ড এনভায়রনমেন্ট (সেফ ওয়ার্ক), জেনেভা

মি. নরম্যান জেনিংস, সিনিয়র টেকনিক্যাল স্পেশালিস্ট, সেকেটারাল এক্টিভিটিজ ডিপার্টমেন্ট, জেনেভা

ড. ইগর ফেদোটভ, সিনিয়র স্পেশালিস্ট অন অকুপেশনাল সেফটি এন্ড হেলথ, ইনফোকাস প্রোগ্রাম অন সেফটি এন্ড হেলথ অ্যাট ওয়ার্ক এন্ড দ্য এনভায়রনমেন্ট, জেনেভা

মি. পল বেইলী, সিনিয়র টেকনিক্যাল স্পেশালিস্ট, সেকেটারাল এক্টিভিটিজ ডিপার্টমেন্ট, (সেফ ওয়ার্ক), জেনেভা

মিস. ইনগ্রিড ক্রিস্টেনসেন, সিনিয়র স্পেশালিস্ট অন অকুপেশনাল সেফটি এন্ড হেলথ, নতুন দিল্লী

ড. সুইয়োওশি কাওয়াকামি, স্পেশালিস্ট অন অকুপেশনাল সেফটি এন্ড হেলথ, ব্যাংকক।

পরিভাষা

এ নির্দেশাবলীতে (গাইডলাইনস) নিম্নবর্ণিত শব্দ বা শব্দগুচ্ছসমূহ এতদ্বারা প্রদত্ত অর্থ বহন করবে:

সক্রিয় পরিবীক্ষণ (active monitoring) : যে চলমান কার্যক্রম দ্বারা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, বিপদ ও ঝুঁকি প্রতিরোধমূলক ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাসমূহ, এবং পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের নিয়মকানুন, নির্ধারিত মানদন্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

নিরীক্ষা (audit) : নির্ধারিত মানদন্ড কতটা অনুসরণ করা হচ্ছে তা নিরূপণের জন্য প্রমাণ (evidence) সংগ্রহ এবং তা বস্তুনিষ্ঠভাবে মূল্যায়ন করার পদ্ধতিগত, স্বাধীন ও নথিভুক্তকৃত প্রক্রিয়া। নিরীক্ষা পরিচালিত হতে হবে [জাহাজভাঙ্গা] স্থাপনার অভ্যন্তরীণ বা বহিস্থ উপযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা, নিরীক্ষাধীন কাজের সাথে যাদের কোন সম্পর্ক নেই।

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (competent authority): কোন মন্ত্রী, সরকারি ডিপার্টমেন্ট বা অন্য সরকারি কর্তৃপক্ষ, যাদের আইনের শক্তি সম্বলিত প্রবিধান, আদেশ বা নির্দেশ জারি করার ক্ষমতা রয়েছে। জাতীয় আইন বা প্রবিধানের অধীনে, সুনির্দিষ্ট কর্মকান্ডের দায়িত্ব প্রদান করে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত করা যেতে পারে, যেমন জাহাজভাঙ্গা শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য জাতীয় নীতি ও কার্যপ্রণালী বাস্তবায়ন করার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ।

উপযুক্ত ব্যক্তি (competent person): উত্তম নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে সুনির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার জন্য যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং যথেষ্ট জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এ ধরনের ব্যক্তি মনোনীত করার জন্য যথোপযুক্ত মানদন্ড নির্ধারণ এবং তাদের জন্য কর্তব্য নিরূপণ করতে পারেন।

অব্যাহত উন্নতি (continual improvement): সার্বিক ওএসএইচ পারফমেন্সের উন্নতিকল্পে ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধনের পুনরাবৃত্তিমূলক প্রক্রিয়া।

ঠিকাদার (contractor): কোন নিয়োগকর্তাকে তার স্থাপনায় সম্মত স্পেসিফিকেশন ও শর্তাবলী অনুযায়ী সেবা প্রদানকারী কোন ব্যক্তি বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। এই নীতিমালার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য, ঠিকাদারদের মধ্যে উপ-ঠিকাদার (subcontractor) ও শ্রমিক সরবরাহকারী এজেন্টও অন্তর্ভুক্ত।

নিয়োগকর্তা (employer): কোন কায়িক বা আইনী ব্যক্তি (physical or legal person) যিনি এক বা একাধিক শ্রমিক নিয়োগ করেন।

স্থাপনা (facility): সেই অবস্থান যেখানে কোন সৈকতে, সৈকতস্থ পাটাতনে, ড্রাইডকে বা বিচ্ছিন্নকরণ স্লিপে (slip), ইনকরপোরেটেড হোক বা না হোক, সরকারি হোক বা ব্যক্তি মালিকানাধীন হোক, নিজস্ব দায়িত্ব-কর্তব্য ও প্রশাসন আছে এমন কোন কোম্পানি, অপারেশন, ফার্ম, আন্ডারটেকিং, এস্টাবলিশমেন্ট, এন্টারপ্রাইজ, ইনস্টিটিউশন বা এসোসিয়েশন জাহাজ বিচ্ছিন্ন বা ভেঙ্গে টুকরা করার কাজ পরিচালনা করে।

জেনারেল অ্যারেঞ্জমেন্ট (জিএ) প্ল্যান [General Arrangement (GA) Plan]: জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জাহাজে ও জাহাজের মালিকের কাছে সরবরাহকৃত নকশা যাতে ডেক, অগ্নি-নির্বাপক সরঞ্জাম, কার্গো-হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতির অবস্থান, জাহাজের খোল, ট্যাংকের অবস্থান, হাইড্রোস্ট্যাটিক তথ্য, থাকার জায়গা, ইত্যাদির সামগ্রিক বিন্যাস দেখানো হয়েছে।

গ্রীন পাসপোর্ট (green passport): জাহাজের জন্য গ্রীন পাসপোর্টের ধারণা উদ্ভাবন করেছে আইএমও। মানব-স্বাস্থ্য বা পরিবেশের জন্য সম্ভাব্য বিপজ্জনক যেসব উপকরণ জাহাজ নির্মাণে ব্যবহার করা হবে সেগুলোর ইনভেন্টরি সম্বলিত এই দলিল জাহাজের পুরো কর্মজীবন ধরে তার সাথে থাকবে। নির্মাণ পর্যায়ে শিপইয়ার্ড কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এবং পরে জাহাজের ক্রেতার কাছে হস্তান্তরিত এই দলিলের ফরম্যাটকে এমন হতে হবে যাতে পরবর্তী সময়ে জাহাজের উপকরণে বা যন্ত্রপাতিতে কোন পরিবর্তন ঘটানো হলে তা যেন তাতে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়। জাহাজের আনুক্রমিক (successive) মালিকদেরকে গ্রীন পাসপোর্টের নির্ভুলতা বজায় রাখতে এবং এতে জাহাজের নকশা ও উপকরণে আনীত সকল প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন লিপিবদ্ধ করতে হবে, এবং সর্বশেষ মালিক এটিকে জাহাজের সাথে জাহাজভাঙ্গা স্থাপনায় ডেলিভারী দেবেন। আগে থেকে বিদ্যমান কোন জাহাজের বর্তমান মালিক সেই জাহাজের জন্য গ্রীন পাসপোর্ট তৈরি করবেন।

বিপদ (hazard) : মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি সাধন করার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা।

বিপদ নিরূপণ (hazard assessment): পদ্ধতিগতভাবে বিপদ মূল্যায়ন।

বিপজ্জনক পারিপার্শ্বিক উপাদান (hazardous ambient factor): কর্মস্থলে থাকা যে কোন উপাদান যা কোন কোন পরিস্থিতিতে বা সকল স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে শ্রমকিদের বা অন্যদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।

ILO-OSH 2001 (আইএলও-ওএসএইচ ২০০১): আইএলও-র Guidelines on occupational safety and health management systems (Geneva, 2001) [পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কিত গাইডলাইনস (জেনেভা, ২০০১)]

অনিরাপদ ঘটনা (incident): কাজের ফলে বা কাজ করাকালে ঘটিত কোন অনিরাপদ ঘটনা যাতে কেউ শারীরিকভাবে জখম হয়নি।

শ্রম পরিদর্শন বিভাগ (labour inspectorate): কাজের পরিস্থিতি এবং কাজে নিয়োজিত থাকাকালে শ্রমিকদের সুরক্ষা সম্পর্কিত আইনগত বিধানাবলীর প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় আইন ও প্রবিধান অনুসারে গঠিত সংস্থা।

শ্রমিক সরবরাহকারী এজেন্ট (labour supply agent): শ্রমিক সরবরাহকারী বা যোগানদাতা।

London Convention, 1972, and Protocol, 1996 (লন্ডন কনভেনশন, ১৯৭২, এবং প্রোটোকল, ১৯৯৬): Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972 (বর্জ্য ও অন্যান্য বস্তু নিষ্কাশন জনিত সমুদ্রদূষণ প্রতিরোধ কনভেনশন, ১৯৭২).

পেশাগত স্বাস্থ্যসেবা (occupational health services): যেসব সেবা মূলত প্রতিরোধমূলক কার্যাবলীর দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং যেগুলো স্থাপনার নিয়োগকর্তা, শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধিদেরকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে পরামর্শ প্রদানের দায়িত্ব পালন করে :

(ক) নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কাজের পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখার শর্তাবলী, যা কাজের প্রেক্ষাপটে সর্বোত্তম শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে;

(খ) শ্রমিকদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যগত অবস্থার আলোকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ অভিযোজন (adaptation)।

পেশাগত স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ (occupational health surveillance): শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ দেখুন।

ওএসএইচ (OSH): পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য।

ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (OSH management system): ওএসএইচ নীতি ও উদ্দেশ্যাবলী নির্ধারণ, এবং সেসব উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও পারস্পরিকভাবে ক্রিয়াশীল উপাদান সমষ্টি।

প্রতিক্রিয়ামূলক পরিবীক্ষণ (reactive monitoring): প্রতিক্রিয়ামূলক পরিবীক্ষণ দ্বারা বিপদ ও ঝুঁকি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ব্যর্থতা, যা শারীরিক ক্ষতি, স্বাস্থ্যহানি ও রোগব্যাধি ও অনিরাপদ ঘটনা ঘটার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় তা চিহ্নিতকরণ ও চিহ্নিত ব্যর্থতা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করা হয়।

ঝুঁকি (risk): ঝুঁকি হল বিপজ্জনক ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা এবং বিপজ্জনক ঘটনার ফলে মানুষের জখম বা স্বাস্থ্যের ক্ষতির তীব্রতা, এ দুয়ের মিলিত অবস্থা।

ঝুঁকি নিরূপণ (risk assessment): কর্মস্থলে বিপদ থেকে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি উদ্ভূত ঝুঁকি মূল্যায়নের প্রক্রিয়া।

নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কমিটি (safety and health committee): জাতীয় আইন, প্রবিধান ও রেওয়াজ অনুসারে, স্থাপনা পর্যায়ে শ্রমিক ও নিয়োগকর্তা ও তাদের স্ব স্ব প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত ও দায়িত্ব পালনকারী কমিটি।

সুপারভাইজার (supervisor): জাহাজভাঙ্গা কাজের সাইটের দৈনন্দিন পরিকল্পনা, সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি।

কাজের পরিবেশ নিরীক্ষণ (surveillance of the working environment): এটি একটি ব্যাপক-অর্থবোধক (generic) শব্দসমষ্টি। কাজের পরিবেশ নিরীক্ষণের মধ্যে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে এমন পরিবেশগত উপাদান চিহ্নিতকরণ ও মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত। এর আওতায় রয়েছে স্যানিটারী ও পেশাগত স্বাস্থ্যবিধি পালন পরিস্থিতি, শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের প্রতি ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে কর্ম-সংগঠনের মধ্যকার এমন উপাদান, সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, বিপজ্জনক ঘটকের (agent)

সাথে শ্রমিকদের সংস্পর্শ এবং সেগুলো দূর ও হ্রাস করার উদ্দেশ্য প্রণীত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসমূহের মূল্যায়ন। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে, কাজের পরিবেশ নিরীক্ষণে কাজের পরিবেশ ও দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয় (ergonomics), দুর্ঘটনা ও রোগব্যাধি প্রতিরোধ, কর্মস্থলে পেশাগত স্বাস্থ্যবিধি পালন, কর্ম-সংগঠন ও কর্মস্থলের মনো-সামাজিক উপাদানে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করা হতে পারে, তবে তা এসবেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।

শ্রমিক (worker) : যে ব্যক্তি নিয়োগকর্তার জন্য কাজ করে, তা স্থায়ী বা অস্থায়ী যেভাবেই হোক।

শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ (workers' health surveillance): এটি একটি ব্যাপক-অর্থবোধক (generic) শব্দসমষ্টি। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের যে কোন অস্বাভাবিকতা খুঁজে বের ও চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে তাদের স্বাস্থ্য মূল্যায়ন করার কার্যপ্রণালী ও অনুসন্ধান শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কর্মস্থলে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বাস্থ্য এবং বিপদের সংস্পর্শে আসা কর্মরত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যের সুরক্ষা ও উন্নতির জন্য নিরীক্ষণের ফলাফল ব্যবহার করতে হবে। স্বাস্থ্য মূল্যায়ন পদ্ধতির মধ্যে ডাক্তারি পরীক্ষা, জৈব (biological) পরিবীক্ষণ, রেডিওলজিকাল পরীক্ষা, প্রশ্নমালা পূরণ, বা স্বাস্থ্যনথি পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, তবে তা এসবেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।

শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধি (workers and their representatives): এ নির্দেশাবলীর (গাইডলাইনস) যেখানে যেখানে শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধিদের কথা বলা হয়েছে, সেখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিনিধি বর্তমান থাকলে শ্রমিকদের যথাযথ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উপায় হিসাবে তাদের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে সকল শ্রমিক ও সকল প্রতিনিধিকে সম্পৃক্ত করা যথোচিত হতে পারে।

শ্রমিক প্রতিনিধি (workers' representative) : The Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135) [শ্রমিক প্রতিনিধি কনভেনশন, ১৯৭১ (নং ১৩৫)] মোতাবেক, জাতীয় আইন বা রেওয়াজ অনুযায়ী যে ব্যক্তিকে শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, তিনি হতে পারেন:

(ক) শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিনিধি, অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়ন বা অনুরূপ ইউনিয়নের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক মনোনীত বা নির্বাচিত; অথবা

(খ) নির্বাচিত প্রতিনিধি, অর্থাৎ সেই সব প্রতিনিধি যারা জাতীয় আইন বা প্রবিধান বা যৌথ চুক্তির বিধান অনুসারে প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের দ্বারা অবাধে নির্বাচিত হয়েছেন এবং যাদের কার্যাবলীর মধ্যে সেই সব কর্মকান্ড অন্তর্ভুক্ত নেই যেগুলো সংশ্লিষ্ট দেশে ট্রেড ইউনিয়নের একান্ত অধিকার (exclusive prerogative) হিসাবে স্বীকৃত।

কর্মস্থল (workplace): কোন ভৌত এলাকা (physical area) যেখানে নিয়োগকর্তার নির্দেশে শ্রমিকদেরকে তাদের কাজ সম্পন্ন করার জন্য উপস্থিত থাকতে হয়, বা যেতে হয়।

কাজ-সংশ্লিষ্ট জখম (work-related injury): পেশাগত দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যু বা যে কোন শারীরিক জখম ।

কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক ক্ষতি, স্বাস্থ্যহানি ও রোগব্যাধি (work-related injuries, ill health and diseases) : কর্মস্থলে রাসায়নিক, জৈব, ভৌত, কর্ম-সংগঠন সংশ্লিষ্ট ও মনো-সামাজিক উপাদানের সংস্পর্শের দরুন স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব।

সূচি

ভূমিকা v

সভায় অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিবৃন্দ vii

পরিভাষা x

১. সাধারণ বিধানাবলী ১

১.১ উদ্দেশ্য ১

১.২ প্রয়োগ ১

২. জাহাজভাঙ্গা শিল্পের বৈশিষ্ট্য ৩

২.১. জাহাজভাঙ্গার কাজ ৩

২.২. জাহাজভাঙ্গার কাজ টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখে ৩

২.৩ জাহাজভাঙ্গা শিল্পের সমস্যাবলী ৪

২.৪. পেশাগত বিপদ ৭

পর্ব ১ জাতীয় কাঠামো

৩. সাধারণ দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার এবং আইন কাঠামো ১৩

৩.১. উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৩

৩.২. আইন কাঠামো ১৬

৩.৩. শ্রম পরিদর্শন বিভাগের কর্তব্য ১৭

৩.৪. নিয়োগকর্তার সাধারণ দায়িত্ব ১৮

৩.৫ শ্রমিকের সাধারণ কর্তব্য ২০

৩.৬ শ্রমিকের অধিকার ২১

৩.৭. সরবরাহকারী, প্রস্তুতকারক ও নকশাকারীদের সাধারণ দায়িত্ব ২৩

৩.৮. ঠিকাদারদের সাধারণ দায়িত্ব ও অধিকার ২৪

৩.৯. সহযোগিতা ২৫

৪. পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ২৭

৪.১. সূচনা ২৭

৪.২. পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নীতি ২৭

৪.৩. প্রাথমিক পর্যালোচনা ২৮
৪.৪. বিপদ চিহ্নিতকরণ ও ঝুঁকি নিরূপণ এবং প্রতিরোধমূলক ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা ২৯
৪.৫. পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ৩০
৪.৬. জরুরি পরিস্থিতি প্রস্তুতি ৩১

৫. কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক ক্ষতি ও রোগব্যাধি, স্বাস্থ্যহানি ও অনিরাপদ ঘটনা রিপোর্টকরণ, লিপিবদ্ধকরণ ও প্রজ্ঞাপন ৩২
৫.১. সাধারণ বিধানাবলী ৩২
৫.২. স্থাপনা পর্যায়ে রিপোর্টকরণ ৩৫
৫.৩. স্থাপনা পর্যায়ে লিপিবদ্ধকরণ ৩৫
৫.৪. কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক ক্ষতির প্রজ্ঞাপন ৩৬
৫.৫. পেশাগত রোগব্যাধির প্রজ্ঞাপন ৩৭

৬. পেশাগত স্বাস্থ্যসেবা ৩৮

পর্ব ২. নিরাপদ জাহাজভাঙ্গা পরিচালনা

৭. পরিচালনার পরিকল্পনা প্রণয়ন ৪৩
৭.১. সাধারণ শর্তাবলী ৪৩
৭.২. নিরাপদ জাহাজভাঙ্গা পরিকল্পনা ও শিডিউল ৪৬
৭.৩. বিপদ চিহ্নিতকরণ ও ঝুঁকি নিরূপণ ৬৫
৭.৪. ঝুঁকি নিরূপণ পর্যালোচনা ৭০
৭.৫. বিপদ ও ঝুঁকি মোকাবিলা- প্রতিরোধমূলক ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা ৭২

৮. সাধারণ প্রতিরোধমূলক ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা ৭৪
৮.১. সাধারণ বিধানাবলী ৭৪
৮.২. প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের উপায় ৭৪
৮.৩. অগ্নিকান্ড বা অন্যান্য বিপদের ক্ষেত্রে জরুরি নিষ্ক্রমণের উপায় ৭৫
৮.৪. সড়কপথ, মাল খালাসের ঘাট, ইয়ার্ড ও অন্যান্য স্থান ৭৫
৮.৫. হাউসকিপিং ৭৬
৮.৬. মাচা ও মই ৭৬
৮.৭. মানুষ ও বস্তুর পতন প্রতিরোধে পূর্ব-সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ৭৭
৮.৮. অগ্নি-প্রতিরোধ ও অগ্নি-নির্বাপণ ৭৮
৮.৯. বিপজ্জনক বায়ুমন্ডল ও আবদ্ধ স্থান ৮১

৮.১০.চিহ্ন, বিজ্ঞপ্তি ও রং সংকেত (colour codes) ৮২
৮.১১.অননুমোদিত প্রবেশ প্রতিরোধ ৮৩

৯. বিপজ্জনক পদার্থ ব্যবস্থাপনা ৮৪
৯.১. সাধারণ বিধানাবলী ৮৪
৯.২. ঝুঁকি নিরূপণ ৮৫
৯.৩. কর্মস্থলে রাসায়নিক বিপদ পরিবীক্ষণ ৮৮
৯.৪. নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ৯২
৯.৫. কেমিক্যাল সেফটি ডাটা শীট ৯৩
৯.৬. স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ ৯৪

১০. ভৌত বিপদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ৯৬
১০.১. সাধারণ বিধানাবলী ৯৬
১০.২. উচ্চশব্দ ৯৬
১০.৩. কম্পন ৯৮
১০.৪. আলোকরশ্মি বিকিরণ ৯৯
১০.৫. উচ্চতাপ জনিত চাপ ও আর্দ্র অবস্থা ৯৯
১০.৬. আলোর ব্যবস্থা ১০০
১০.৭. বিদ্যুৎ ১০১

১১. জৈব বিপদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ১০২

১২. কাজের পরিবেশ ও দক্ষতা উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট (ergonomic) এবং মনো-সামাজিক বিপদ ১০৩

১৩. হাতিয়ার, কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত নিরাপত্তা শর্তাবলী ১০৪
১৩.১. সাধারণ শর্তাবলী ১০৪
১৩.২. হস্ত-ব্যবহৃত হাতিয়ার ১০৫
১৩.৩. বিদ্যুৎচালিত হাতিয়ার ১০৬
১৩.৪. ফ্রেম-কাটিং ও অন্যান্য হট ওয়ার্ক ১০৬
১৩.৫. গ্যাস সিলিন্ডার ১০৮
১৩.৬. বিদ্যুৎ জেনারেটর ১০৮
১৩.৭. উত্তোলন যন্ত্র ও গিয়ার ১০৯
১৩.৮. উত্তোলন রজ্জু ১১২
১৩.৯. পরিবহন ব্যবস্থা ১১২

১৪. সামর্থ্য ও প্রশিক্ষণ **১১৩**
১৪.১. সাধারণ ১১৩
১৪.২. ব্যবস্থাপক ও সুপারভাইজারের যোগ্যতা ১১৫
১৪.৩. শ্রমিকের যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা যাচাই ১১৬
১৪.৪. ঠিকাদার ও অন্যান্য তৃতীয় পক্ষের যোগ্যতা ১১৭

১৫. ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ও সুরক্ষা পোশাক **১১৮**
১৫.১. সাধারণ বিধানাবলী ১১৮
১৫.২. মাথার সুরক্ষা ১২০
১৫.৩. মুখমন্ডল ও চোখের সুরক্ষা ১২০
১৫.৪. হাত ও পায়ের সুরক্ষা ১২১
১৫.৫. শ্বাস-প্রশ্বাস সুরক্ষা সরঞ্জাম ১২২
১৫.৬. শ্রবণ সুরক্ষা ১২২
১৫.৭. তেজস্ক্রিয় দূষণ সুরক্ষা সরঞ্জাম ১২৩
১৫ ৮. পতন থেকে সুরক্ষা ১২৩
১৫.৯. পোশাক ১২৩

১৬. স্বাস্থ্য ও জরুরি পরিস্থিতি প্রস্তুতি **১২৪**
১৬.১. সাধারণ ১২৪
১৬.২. প্রাথমিক চিকিৎসা ১২৭
১৬.৩. উদ্ধার কাজ ১২৯

১৭. বিশেষ সুরক্ষা **১৩০**
১৭.১. চাকুরি ও সামাজিক বীমা ১৩০
১৭.২. কাজের সময় ১৩০
১৭.৩. নৈশকালীন কাজ ১৩১
১৭.৪. শিশুশ্রম ১৩২
১৭.৫. মদ ও মাদক-সংশ্লিষ্ট সমস্যা ১৩২
১৭.৬. এইচআইভি/এইডস ১৩২

১৮. কল্যাণ **১৩৩**
১৮.১. সাধারণ বিধানাবলী ১৩৩
১৮.২. খাবার পানি ১৩৩
১৮.৩. স্যানিটারী এবং গোসল-ধোয়ামোছার সুবিধা ১৩৩

১৮.৪. পোশাক বদলানোর ঘর ১৩৪
১৮.৫. আশ্রয়কেন্দ্র ও খাবার গ্রহণের স্থান ১৩৪
১৮.৬. বাসস্থান ১৩৫

গ্রন্থপঞ্জি **১৩৬**

সংযোজনী

১. শ্রমিকের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ ১৪৬
২. কাজের পরিবেশ নিরীক্ষণ ১৫১
৩. ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা ১৫৪
৪. জাহাজে থাকা সম্ভাব্য বিপজ্জনক উপকরণের আইএমও ইনভেন্টরি ১৭৪
৫. ঝুঁকি নিরূপণ পদ্ধতির মডেলের উদাহরণ ১৮৪

নির্ঘণ্ট **১৯০**

সারণি

১. সচরাচর বিপদসমূহ যেগুলোর কারণে জাহাজভাঙ্গা শ্রমিকরা কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক, ক্ষতি, মৃত্যু, স্বাস্থ্যহানি, রোগব্যাধি ও অনিরাপদ ঘটনার শিকার হতে পারে ৮

চিত্র

১. নিরাপদ জাহাজভাঙ্গা পরিকল্পনার মডেল ৪৪
২. জাহাজভাঙ্গা কাজের প্রতিটি প্রধান পর্যায়ের সিডিউল প্রণয়নের উপাদানসমূহ ৫০
৩. জাহাজভাঙ্গার তিনটি প্রধান পর্যায়ের নমুনা শিডিউল ৫১
৪. জাহাজভাঙ্গা এলাকার জোন বিভাজন ৬১
৫. ঝুঁকির পরিমাণ ও কত ঘনঘন কাজটি করা হয় তার মধ্যকার সম্পর্ক ৬৬
৬. কর্মস্থলের ঝুঁকি নিরূপণ মডেল ৬৮

১. সাধারণ বিধানাবলী

১.১. উদ্দেশ্য

১.১.১. এ নির্দেশাবলী নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে অবদান রাখবে:

(ক) কর্মস্থলের বিপদ থেকে জাহাজভাঙ্গা শ্রমিকদের সুরক্ষা প্রদান এবং কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক ক্ষতি ও রোগব্যাধি, স্বাস্থ্যহানি, অনিরাপদ ঘটনা দূরীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ;

(খ) কর্মস্থল বা কর্মস্থলের আশেপাশে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সমস্যার উন্নততর ব্যবস্থাপনায় সহায়তা দান এবং ব্যবস্থাপনা সুগমকরণ।

১.১.২. এ নির্দেশাবলী নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে সহায়তা প্রদান করবে :

(ক) জাহাজভাঙ্গা স্থাপনায় কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ এবং সাধারণ পরিবেশের সুরক্ষা বিষয়ে একটি পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ জাতীয় নীতি এবং মূলনীতিসমূহ প্রণয়ন;

(খ) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, নিয়োগকর্তা, শ্রমিক ও অন্যান্য সংস্থার জন্য স্ব স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ এবং তদের মধ্যে বিধিবদ্ধ সহযোগিতার জন্য নিয়মকানুন প্রনয়ন;

(গ) জ্ঞান ও যোগ্যতা বৃদ্ধিকরণ;

(ঘ) কাজের পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধনকল্পে, সঙ্গতিপূর্ণ পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসমূহের বাস্তবায়ন ও সমন্বয় উৎসাহিতকরণ।

১.২. প্রয়োগ

১.২.১. এ নির্দেশাবলী নিম্নোক্তদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে:

(ক) আইন প্রণয়নকারী বা উপদেষ্টামূলক দায়িত্ব পালনকারী সকল সরকারি কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক সংগঠন, নিয়োগকর্তা সংগঠন ও শিল্পমালিক সমিতি, যাদের ভূমিকা জাহাজভাঙ্গার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে;

(খ) জাহাজভাঙ্গা স্থাপনা পর্যায়ে সকল ব্যক্তি, অর্থাৎ নিয়োগকর্তা, ভবন ও প্রাঙ্গণ (premises) নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, এবং শ্রমিক ও ঠিকাদারবৃন্দ, তাদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক দায়িত্ব ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে যেরূপ যথাযথ সেরূপ;

(গ) জাহাজভাঙ্গা স্থাপনার প্রকৃতি (সৈকত, সৈকতস্থ পাটাতন, ড্রাইডক, স্লিপ কিংবা অন্যান্য ধরনের বিচ্ছিন্নকরণ অবস্থান) নির্বিশেষে সকল জাহাজভাঙ্গা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান।

২. জাহাজভাঙ্গা শিল্পের বৈশিষ্ট্য

২.১. জাহাজভাঙ্গার কাজ

২.১.১. ভেঙ্গে টুকরা করা বা বর্জ্য হিসাবে নিষ্কাশনের উদ্দেশ্যে নৌযানের কাঠামো বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়া হল জাহাজভাঙ্গা, সে প্রক্রিয়া কোন সৈকত, বা সৈকতস্থ পাটাতন, ড্রাইডক, বা বিচ্ছিন্নকরণ স্লিপ যেখানেই সম্পন্ন হোক না কেন। এ প্রক্রিয়ার মধ্যে জাহাজের কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি অপসারণ করা থেকে শুরু করে জাহাজের অবকাঠামো কাটা ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করা পর্যন্ত বিরাট সংখ্যক কর্মকান্ড অন্তর্ভুক্ত। জাহাজের গঠনের জটিলতা এবং জাহাজভাঙ্গা সংশ্লিষ্ট বহুসংখ্যক পরিবেশ, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যগত বিষয়ের কারণে জাহাজভাঙ্গা একটি চ্যালেঞ্জিং প্রক্রিয়া। শিল্পায়িত দেশগুলোতে ড্রাইডকে জাহাজ ভেঙ্গে টুকরা করার কাজ নিয়ন্ত্রিত হলেও সৈকতে বা সৈকতস্থ পাটাতনের পাশে জাহাজভাঙ্গার কাজে নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শন কম। এ নির্দেশাবলী সকলের জন্য সু-রীতির নির্দেশনা প্রদান করে, তবে তা বিশেষভাবে সৈকতে জাহাজ বিচ্ছিন্ন করার অধিকতর বিপজ্জনক পরিস্থিতির পর্যায়ক্রমিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত।

২.২. জাহাজভাঙ্গার কাজ টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখে

২.২.১. ডুবিয়ে না ফেলে অথবা কৃত্রিম রীফ (reef) হিসাবে ব্যবহার না করে, পুরাতন বা বাতিল জাহাজ ভেঙ্গে ইস্পাত (এবং জাহাজের অন্যান্য অংশ) পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করলে তা আকরিক লোহা আমদানি ও প্রক্রিয়াজাত করার চেয়ে অনেক কম ব্যয়-সাপেক্ষ হয়। এতে জ্বালানিও কম লাগে। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক জলপথ থেকে মেয়াদোত্তীর্ণ জাহাজও সময় মত অপসারণ করা যায়। প্রতিবছর শত শত জাহাজ ভেঙ্গে টুকরা করা হচ্ছে এবং এ ধারা অব্যাহত থাকবে। পর্যায়ক্রমে সিংগল-হাল (single-hull) জাহাজ প্রত্যাহারের সাথে সামর্থ্যের প্রশ্ন জড়িত, যা আরো অনেক দেশের সৈকত এলাকায় জাহাজভাঙ্গার কাজ শুরু করার বিপদকে বাড়িয়ে তুলছে।

২.৩. জাহাজভাঙ্গা শিল্পের সমস্যাবলী

২.৩.১. জাহাজভাঙ্গার কাজ অন্যতম সর্বাধিক বিপজ্জনক পেশা

২.৩.১.১. শ্রমিকের নিম্ন মজুরি এবং নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মান পর্যাপ্তভাবে অনুসরণ না করার কারণে কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশে (প্রধানত এশিয়ায়) এবং যেখানে কজের পরিস্থিতি ও পরিবেশগত অবস্থা তুলনামূলকভাবে নিম্নমানের সেখানে বিগত দশকগুলোতে অতি বিপজ্জনক পেশা হিসবে স্বীকৃত জাহাজভাঙ্গার কাজ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। সম্প্রতি ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক পরিচালিত একটি সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, জাহাজভাঙ্গা কজের বিপজ্জনক প্রকৃতি, এর তুলনামূলক উচ্চ ব্যয় এবং টুকরা ইস্পাতের চাহিদা না থাকায় ইউরোপে জাহাজভাঙ্গা কাজ পরিচালনা করার সম্ভাবনা নেই।

২.৩.২. জাহাজভাঙ্গা একটি বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

২.৩.২.১. অতীতে জাহাজ নির্মাণে ব্যবহৃত অনেক বিপজ্জনক উপকরণ যেমন অ্যাসবেস্টস, পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল (পিসিবি), বিষাক্ত রং যেমন ট্রাইবিউটাইলটিন (টিবিটি), ও ভারি ধাতুর ব্যবহার বর্তমানে সীমিত বা নিষিদ্ধ হলেও, ২০-৩০ বৎসর পূর্বে নির্মিত জাহাজে এ সকল উপকরণ এখনও বিদ্যমান রয়েছে। রং করা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত বিপজ্জনক ও দাহ্য রাসায়নিক পদার্থও থাকে এসব জাহাজে। এসব জাহাজের ক্যাবলে এবং বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য কন্ট্রোল সিস্টেমে বিপজ্জনক উপকরণ রয়েছে এবং পোড়ালে এগুলো থেকে বিপজ্জনক গ্যাস নির্গত হয়। জাহাজের রংয়ের আস্তর পোড়ালে বা ঘষে ওঠালে তা পানি, বাতাস ও মাটিকে দূষিত করতে পারে এবং সে কারণে তা মানুষ ও পরিবেশের জন্য বিপজ্জনক। যেসব শ্রমিক বিপজ্জনক বর্জ্য হ্যান্ডলিংয়ের কাজ করে তদের সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২.৩.৩. জাহাজভাঙ্গার কাজ সবসময় শ্রম আইন ও সামাজিক সুরক্ষা দ্বারা সুরক্ষিত নয়

২.৩.৩.১. কোন কোন দেশে জাহাজভাঙ্গার কাজ শিল্প হিসাবে স্বীকৃত নয়। সাধারণ শিল্পের চেয়ে অধিক বিপজ্জনক হওয়া সত্ত্বেও, কোন কোন দেশে জাহাজভাঙ্গার

কাজ সামুদ্রিক আইন কাঠামো, সাধারণ নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আইন ও পরিদর্শন এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার বাইরে রয়ে গেছে। এর ফলে জাহাজভাঙ্গা কজের শ্রমিকরা অধিকতর ঝুঁকিগ্রস্ত।

২.৩.৪. জাহাজভাঙ্গা কাজের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এতে আইন ও প্রবিধানের প্রয়োগ কঠিন

২.৩.৪.১. জাহাজভাঙ্গার কাজ প্রায়ই দুর্গম স্থানে সম্পন্ন হয়, যেগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং যেগুলোর অবস্থান পরিবর্তিত হতে পারে। নৈমিত্তিক, চুক্তিবদ্ধ বা অভিবাসী শ্রমিকরা এই কাজ করে থাকে। এসব কারণে, অন্যান্য শিল্পখাতের চেয়ে এখানে আইন ও প্রবিধানের প্রয়োগ দুরূহ। শর্তপূরণ না করার কারণে যতটা তার চেয়ে মিলিতভাবে বৈরী পরিবেশ ও উদাসীন আচরণের কারণে অনেক বেশি বিপদের সৃষ্টি হয়ে থাকে। কোনটা নিরাপদ আর কোনটা নিরাপদ নয়, এ বিষয়ে মতামতের উপর ভিত্তি করে কাজের অন্যান্য রীতি নির্ধারিত হয়। আইন ও প্রবিধান দ্বারা সকল সমস্যা সমাধানের আশা করা বাস্তবসম্মত নয়; তবুও আইনের মাধ্যমেই নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কাজের রীতির একটি সুষ্ঠু ভিত্তি নির্মাণ করা বাঞ্ছনীয়। জাহাজভাঙ্গা কাজের অনানুষ্ঠানিক প্রকৃতি এবং, কোন কোন দেশ ও এলাকায়, অস্থায়ী স্থাপনা আইএলও প্রণীত শ্রম সংক্রান্ত সকল প্রাসঙ্গিক মানের দ্রুত বাস্তবায়নের সমস্যাকে প্রকট করে তোলে।

২.৩.৫. বিপজ্জনক বস্তুর ইনভেন্টরি; দূষণমুক্তকরণ ও গ্যাসমুক্তকরণ; নিরাপদ জাহাজভাঙ্গা পরিকল্পনা; এবং পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ ও নিরাপদ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির অভাব

২.৩.৫.১. জাহাজে বিপজ্জনক বস্তু থাকে, যার অপসারণ, হ্যান্ডলিং ও বর্জ্য-ব্যবস্থাপনা মানুষ ও প্রকৃতি উভয়ের জন্য বিপজ্জনক। ভাঙ্গন প্রক্রিয়ার মধ্যে বিভিন্ন বিপজ্জনক কাজ অন্তর্ভুক্ত। জাহাজের বস্তু পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করার জন্য সেগুলোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তথ্য প্রয়োজন। কাজের সাইটে নিরাপদ কাজের জন্য জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও জাহাজের উৎস থেকে বিপদ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা (safety measures) সম্পর্কে তথ্য প্রয়োজন। ভবিষ্যতে সকল জাহাজেই "গ্রীণ পাসপোর্ট" রাখতে হবে যা

নির্মাণের দিন থেকেই জাহাজে থাকবে (সংযোজনী ৪ দেখুন)। বর্তমানে [গ্রীন পাসপোর্ট ছাড়া] জাহাজ ভাঙ্গার অনুমোদন রয়েছে; কিন্তু ভবিষ্যতে শুধুমাত্র সেই সব জাহাজকে ভাঙ্গার অনুমোদন দেয়া হবে যেগুলো [জাহাজভাঙ্গা স্থাপনায়] আসার পরপরই ভাঙ্গার জন্য নিরাপদ থাকবে। এই বিচ্ছিন্নকরণ সার্টিফিকেটে (Certificate for Dismantling) অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

(ক) Basel Convention on the Conrol of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal (আন্তঃসীমান্ত বিপজ্জনক বর্জ্য স্থানান্তর ও নিষ্কাশন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বাসেল কনভেনশন) এবং আইসিএস প্রণীত Industry code of practice on ship recycling (জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প আচরণবিধি) অনুসারে জাহাজমালিক কর্তৃক প্রদত্ত বিখন্ডিতব্য জাহাজের বিপজ্জনক বস্তু ও বর্জ্যের হালনাগাদ তালিকা;

(খ) ভাঙ্গার জন্য নির্বাচিত জাহাজ দূষণমুক্ত করা হয়েছে এবং হট ওয়ার্কের জন্য তা গ্যাসমুক্ত করা হয়েছে এই মর্মে জাহাজমালিক, ব্রোকার এবং জাহাজভাঙ্গা স্থাপনার মালিকের তরফ থেকে নিশ্চয়তা প্রদান;

(গ) নিরাপদ জাহাজভাঙ্গা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য আবশ্যক প্রাসঙ্গিক তথ্য (নক্শা, ইত্যাদি)। তথ্য, পরিকল্পনা, আগাম ব্যবস্থা গ্রহণ (proactive actions) ও জাহাজভাঙ্গা প্রক্রিয়ার নিরাপদ ব্যবস্থাপনা উল্লেখযোগ্যভাবে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে পারে। নিরাপদ জাহাজভাঙ্গা পরিকল্পনা প্রণয়ন ব্যয়বহুল নয়, কিন্তু তা জীবন রক্ষা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম;

(ঘ) জাহাজের ভেতরে, জাহাজভাঙ্গা স্থাপনায় এবং স্থাপনার আশেপাশে অব্যাহত নিরাপদ কাজ নিশ্চিতকরণমূলক পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি;

(ঙ) জাহাজভাঙ্গা শিল্পে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ), কাজ ও জীবনযাপনের অবস্থা এবং পরিবেশ সংক্রান্ত কনভেনশন ও দলিলপত্রের বাস্তবায়ন;

(চ) সকল শ্রমিকের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান, কল্যাণ ও স্যানিটারী সুবিধার ব্যবস্থা করা।

২.৪. পেশাগত বিপদ

২.৪.১. জাহাজভাঙ্গার কাজে শ্রমিকরা ব্যাপকসংখ্যক বিপদ বা কর্মস্থলভুক্ত কর্মকান্ড বা পরিস্থিতির সংস্পর্শে আসতে পারে, যেগুলো শারীরিক ক্ষতি ও মৃত্যু, স্বাস্থ্যহানি, রোগব্যাধি ও অনিরাপদ ঘটনার কারণ হতে পারে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে;

(ক) বিশেষ করে, অ্যাসবেস্টস, পিসিবি, ভারি ধাতু, বিপজ্জনক বস্তু, রাসায়নিক পদার্থ, মাত্রাতিরিক্ত উচ্চশব্দ ও আগুন দ্বারা সৃষ্ট বিপদের সংস্পর্শ;

(খ) বিপজ্জনক কাজের পরিস্থিতি (অপ্রতুল শ্রমিক প্রশিক্ষণ ও অগ্নি সুরক্ষা ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামের (পিপিই) অভাব বা অনুপযুক্ত পিপিই এবং যথোপযুক্ত জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা ব্যবস্থা, উদ্ধার কাজ ও প্রাথমিক চিকিৎসার অভাব) এবং উচ্চসংখ্যক বিপজ্জনক কর্মকান্ড।

২.৪.২. বহুসংখ্যক বিপদ (যা ন্যূনতম হিসাবে পরবর্তী পৃষ্ঠার সারণি ১ এবং সংযোজনী ৪-এ দেখানো হয়েছে কিন্তু এগুলোতেই সীমাবদ্ধ নয়) জাহাজভাঙ্গা শ্রমিকদের কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক ক্ষতি ও মৃত্যু, স্বাস্থ্যহানি, রোগব্যাধি ও অনিরাপদ ঘটনার কারণ হতে পারে। এগুলোর নিম্নরূপ শ্রেণীবিন্যাস করা যেতে পারে:

(ক) যেসব বিপদ থেকে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে;

(খ) বিপজ্জনক পদার্থ ও বর্জ্য;

(গ) ভৌত বিপদ;

(ঘ) যন্ত্রপাতি সংশ্লিষ্ট বিপদ;

(ঙ) জৈব বিপদ;

(চ) কাজের পরিবেশ ও দক্ষতা উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট (ergonomic) এবং মনো-সামাজিক বিপদ;

(ছ) সাধারণ উদ্বেগ।

সারণি ১. সচরাচর বিপদসমূহ যেগুলোর কারণে জাহাজভাঙ্গা শ্রমিকরা কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক ক্ষতি, মৃত্যু, স্বাস্থ্যহানি, রোগব্যাধি ও অনিরাপদ ঘটনার শিকার হতে পারে

দুর্ঘটনার বহুল বিদ্যমান কারণ

- অগ্নিকান্ড ও বিস্ফোরণ: বিস্ফোরক, দাহ্য পদার্থ
- পড়ন্ত বস্তু
- আবদ্ধ জায়গায় আটকে পড়া বা পিষ্ট হওয়া
- ক্যাবল, রশি, শিকল, স্লিং ছিঁড়ে যাওয়া
- ভারি বস্তু
- ভাঙ্গনরত জাহাজের প্রবেশ পথ (মেঝে, সিঁড়ি, প্যাসেজওয়ে)
- বিদ্যুৎ (বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া)
- অপর্যাপ্ত আলো
- উঁচু থেকে জাহাজের ভেতরে বা ভূমিতে পতন
- চলন্ত বস্তু
- ভেজা মেঝে
- ধারালো বস্তু
- আবদ্ধ স্থানে অক্সিজেন ঘাটতি
- ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই), হাউসকিপিং নিরাপত্তা সংকেত না থাকা
- বেড়ি, হুক, শিকল
- ক্রেন, উইঞ্চ, উত্তোলন ও টানার কাজের যন্ত্রপাতি

বিপজ্জনক পদার্থ ও বর্জ্য

- অ্যাসবেস্টস আঁশ, ধূলিকণা
- ভারি ও বিষাক্ত ধাতু (সীসা, পারদ, ক্যাডমিয়াম, তামা, দস্তা, ইত্যাদি)
- জৈবধাতব পদার্থ (ট্রাইবিউটাইলটিন, ইত্যাদি)
- বিপদ সংক্রান্ত তথ্যের (গুদামজাতকরণ, লেবেলিং, বস্তুর সেফটি ডাটা শীট) অভাব
- ব্যাটারি, অগ্নিনির্বাপক তরল পদার্থ
- পিসিবি ও পলিভিনাইল ক্লোরাইড (পিভিসি) (কমবাসশন প্রডাক্ট)
- ঝালাই কাজের ধূমোদগার (fume)
- উদ্বায়ী প্রাণীজ যৌগ (দ্রাবক)
- আবদ্ধ ও বেষ্টিত স্থানে শ্বাসগ্রহণ
- উচ্চচাপযুক্ত গ্যাস

ভৌত বিপদ

- উচ্চশব্দ
- চরম তাপমাত্রা
- কম্পন
- বিকিরণ (অতিবেগুনি রশ্মি, তেজস্ক্রিয় পদার্থ)

সারণি ১. সচরাচর বিপদসমূহ যেগুলোর কারণে জাহাজভাঙ্গা শ্রমিকরা কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক ক্ষতি, মৃত্যু, স্বাস্থ্যহানি, রোগব্যাধি ও অনিরাপদ ঘটনার শিকার হতে পারে (সমাপ্ত)

যন্ত্রপাতি সংশ্লিষ্ট বিপদ

- ট্রাক ও যানবাহন
- মাচা, স্থির ও বহনযোগ্য মই
- ধারালো ও অন্যান্য হাতিয়ার
- বিদ্যুৎচালিত হস্ত-ব্যবহৃত হাতিয়ার (hand tools), করাত, গ্রাইন্ডার ও অ্যাব্রেসিভ কাটিং হুইল
- কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির বিপর্যয়
- কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির অপর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণ
- কলকব্জার সেফটি গার্ড না থাকা
- জাহাজের কাঠামোগত বিপর্যয়

জৈব বিপদ

- বিষাক্ত জলজ প্রাণী
- জাহাজে থাকতে পারে এমন পোকামাকড়, পরজীবী কীটপতঙ্গ, ও অন্যান্য প্রাণিবাহিত সংক্রামক রোগের ঝুঁকি
- জীবজন্তুর দংশন
- সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু (যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুজ্বর, হেপাটাইটিস, শ্বাসনালীর সংক্রমণ ও অন্যান্য)

কাজের পরিবেশ ও দক্ষতা উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট (ergonomic) ও মনো-সামাজিক বিপদ

- পৌনঃপুনিক চাপ, অস্বস্তিকর শারীরিক অবস্থান, পৌনঃপুনিক ও এক ঘেয়ে কাজ এবং মাত্রাতিরিক্ত কাজের চাপ
- দীর্ঘ কাজের সময়, শিফটের কাজ, নৈশকালীন কাজ, অস্থায়ী নিয়োগ
- মানসিক চাপ, অসামাজিক আচরণ (আক্রমণাত্মক আচরণ, মদ ও মাদকের অপব্যবহার, সহিংসতা)
- দারিদ্র্য, নিম্ন মজুরি, অপ্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক, শিক্ষা ও অনুকূল সামাজিক পরিবেশের অভাব

সাধারণ উদ্বেগ

- নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণের অভাব
- নিম্ন মানের কর্ম-সংগঠন
- অপর্যাপ্ত বাসস্থান ও স্যানিটেশন
- অপর্যাপ্ত দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও পরিদর্শন
- অপর্যাপ্ত জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা, প্রাথমিক চিকিৎসা ও উদ্ধার ব্যবস্থা
- চিকিৎসা সুবিধা ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাব

পর্ব ১. জাতীয় কাঠামো

৩. সাধারণ দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার, এবং আইন কাঠামো

৩.১. উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য

৩.১.১. প্রতিটি সরকার, যেরূপ যথাযথ সেরূপ, এক বা একাধিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ মনোনীত করবে যারা, মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনসমূহের সাথে আলোচনাক্রমে, নিরাপদ জাহাজভাঙ্গা কাজের জন্য একটি পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ জাতীয় নীতি ও মূলনীতিসমূহ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং সময়ে সময়ে পর্যালোচনা করবে। এ নীতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

(ক) ভাঙ্গার জন্য জাহাজ আমদানি ও প্রস্তুতকরণ নিয়ন্ত্রণ;

(খ) নিয়োগের শর্ত ও কাজের পরিস্থিতি, পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য, শ্রমিকের অধিকার ও কল্যাণ;

(গ) জাহাজভাঙ্গা কাজের সাইটের আশেপাশের মানুষজন ও পরিবেশ উভয়ের সুরক্ষা।

Occupational Safety and Health Convention 1981 (No. 155) [পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কনভেনশন ১৯৮১ (নং ১৫৫]-এ যেরূপ বিধান করা হয়েছে সেরূপ, জাহাজভাঙ্গা কাজের নীতিটিকে ওএসএইচ এবং কাজের পরিবেশ সংক্রান্ত সার্বিক নীতির অংশ হতে হবে।

৩.১.২. নীতিটি :

(ক) জাহাজভাঙ্গার কাজকে জাতীয় অর্থনীতির অন্তর্গত একটি আনুষ্ঠানিক (official) পেশা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করবে;

(খ) কাজের পরিবেশে বিদ্যমান সব পরিস্থিতিতে থাকা বিপদ চিহ্নিত এবং ঝুঁকি দূর বা নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে জাহাজভাঙ্গা কর্মকান্ড থেকে উদ্ভূত অসুস্থতা ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি প্রতিরোধকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করবে;

(গ) সুনির্দিষ্ট আইন ও প্রবিধান দ্বারা সমর্থিত হবে এবং সেগুলো প্রয়োগের জন্য নীতিটিতে একটি কার্যকর পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকবে।

৩.১.৩. একটি পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি এবং তা বাস্তবায়নের উপায়সমূহ নিশ্চিতকরণে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারকে চিহ্নিত করবে এবং:

(ক) সকল জাতীয়/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, শিল্পের স্টেকহোল্ডার, শ্রম পরিদর্শন বিভাগ, শ্রমিক সরবরাহকারী এজেন্ট, নিয়োগকর্তা ও শ্রমিক এবং তাদের সংগঠনসমূহের জন্য স্ব স্ব কর্তব্য ও দায়িত্ব নির্ধারণ করবে;

(খ) জাহাজমালিক, জাহাজের ব্রোকার, স্থাপনার মালিক/লিজ-গ্রহীতার, ঠিকাদার, যন্ত্রপাতি ও মালামাল প্রস্তুতকারক, নকশাকারী এবং সরবরাহকারীদের নির্দিষ্ট দায়িত্বসমূহ নির্ধারণ করবে;

(গ) সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও সংস্থাসমূহের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় পরিস্থিতি ও রেওয়াজের উপযোগী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে;

(ঘ) জাহাজভাঙ্গা কর্মকান্ডে নিয়োজিত শ্রমিক ও ঠিকাদারদের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত শর্তাবলী নির্ধারণ করবে।

৩.১.৪. নীতিটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ:

(ক) ভাঙ্গার জন্য জাহাজের সুষ্ঠু আমদানি ও প্রস্তুতকরণের জন্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করবে;

(খ) জাহাজভাঙ্গা স্থাপনাসমূহে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) এবং সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে যথাযথ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে;

(গ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশের সুরক্ষার জন্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করবে;

(ঘ) যথাযথ পদক্ষেপ যেমন আইন, প্রবিধান ও পরিদর্শনের মাধ্যমে নিশ্চিত করবে যেন চাকুরির মর্যাদা নির্বিশেষে সকল জাহাজভাঙ্গা শ্রমিক:

(১) অন্যান্য জাতীয় খাতের সুরক্ষা ও প্রবিধানের সমতুল্য সুরক্ষা ও প্রবিধানের সুফল ভোগ করে; এবং

(২) একই প্রতিরোধ ব্যবস্থার আওতাধীন হয়;

(ঙ) স্বাস্থ্যঝুঁকি দূর বা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে, প্রধান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা, সেগুলো সংশোধনের পদক্ষেপ প্রস্তাব করা, পদক্ষেপসমূহের অগ্রাধিকার নির্ণয় করা এবং অর্জিত ফলাফল মূল্যায়ন করার জন্য সময়ে সময়ে বিদ্যমান জাতীয় পরিস্থিতি ও রেওয়াজ পর্যালোচনা করবে;

(চ) জাতীয় আইন ও প্রবিধানের পরিবর্তন বিবেচনা করবে;

(ছ) বিপদ, ঝুঁকি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসমূহ মূল্যায়ন এবং যথাযথ পেশাগত স্বাস্থ্য নিরীক্ষণের জন্য একটি পদ্ধতিগত কৌশল উৎসাহিত করবে;

(জ) নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করবে:

(১) কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক ক্ষতি ও রোগব্যাধি, স্বাস্থ্যহানি ও অনিরাপদ ঘটনা রিপোর্টকরণ, লিপিবদ্ধকরণ, প্রজ্ঞাপন, অনুসন্ধান ও সেসবের ক্ষতিপূরণ (অধ্যায় ৫ দেখুন);

(২) সকল জাহাজভাঙ্গা শ্রমিকের জন্য পেশাগত স্বাস্থ্যসেবার ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন (অধ্যায় ৬ দেখুন);

(ঝ) একটি পর্যাপ্ত ও যথোপযুক্ত শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থার মাধ্যমে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) সংক্রান্ত জাতীয় আইন ও প্রবিধানসমূহের প্রয়োগ নিশ্চিত করবে;

(ঞ) নিয়োগের শর্তাবলী (কাজের সময়, বিরতি ও ছুটি, বেতন, ইত্যাদি) এবং কাজের নিয়মকানুন নির্ধারণ করবে;

(ট) আইএলও-র *Guidelines on occupational safety and health management systems, ILO-OSH 2001 (পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কিত গাইডলাইনস, আইএলও-ওএসএইচ ২০০১)*-এর ভিত্তিতে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসমূহের বাস্তবায়ন ও সমন্বয় উৎসাহিত করবে।

৩.১.৫. জাতীয় বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কারিগরি মান অনুযায়ী কাজের পরিবেশ মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অথবা তার দ্বারা অনুমোদিত ও স্বীকৃত অন্য কোন সংস্থা সংস্পর্শ সীমা অথবা অন্যান্য সংস্পর্শ মানদন্ড প্রতিষ্ঠা, পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করবে।

৩.১.৬. নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের কারণে যুক্তিযুক্ত হলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের ক্ষমতা থাকতে হবে:

(ক) সন্দেহাতীত বিপজ্জনক প্রক্রিয়া বা পদার্থের ব্যবহার নিষিদ্ধ বা সীমিত করা; অথবা

(খ) এ ধরনের প্রক্রিয়া বা পদার্থ ব্যবহারের পূর্বে অগ্রিম প্রজ্ঞাপন ও অনুমতি গ্রহণের বিধান করা; অথবা

(গ) নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের কারণে, বিপজ্জনক প্রক্রিয়া ও পদার্থের ব্যবহারে নিয়োজিত শ্রমিকদের উপর বাধানিষেধ আরোপ করা।

৩.২. আইন কাঠামো

৩.২.১. জাতীয় আইন ও প্রবিধান দ্বারা:

(ক) জাহাজভাঙ্গা কর্মকান্ডে নিয়োজিত শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হবে; এবং

(খ) উপরে বর্ণিত ৩.১.৩ থেকে ৩.১.৬ প্যারাগ্রাফগুলোতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত বাধ্যবাধকতাসমূহের কার্যকর বাস্তবায়ণ সমর্থন করতে হবে।

জাতীয় পরিস্থিতি ও রেওয়াজের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে, বাস্তবে জাতীয় আইন ও প্রবিধানসমূহের সম্পূরক কারিগরি মান, আচরণবিধি বা কর্তৃপক্ষীয় নির্দেশনা প্রণয়ন করতে হবে।

৩.২.২. জাতীয় আইন ও প্রবিধানসমূহকে পর্যাপ্ত এবং প্রত্যেক ধরনের জাহাজভাঙ্গা স্থাপনা ও নিয়োগকৃত সব মর্যাদার শ্রমিকদের উপযোগী হতে হবে, এবং

(ক) সেগুলোতে আইএলও, আইএমও এবং Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (আন্তঃসীমান্ত বিপজ্জনক বর্জ্য স্থানান্তর ও নিষ্কাশন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বাসেল কনভেনশন)-এর সুবাদে প্রাপ্ত দলিলসমূহের প্রাসঙ্গিক প্রযোজ্য বিধানাবলী ও তথ্যের প্রতিফলন ঘটতে হবে;

(খ) সেগুলো এমনভাবে প্রণীত হতে হবে যাতে সেগুলো প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং নতুন পরিস্থিতি ও মান বিবেচনায় নেয়;

(গ) সেগুলোতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত থাকতে হবে যে, জাহাজভাঙ্গা স্থাপনার নিয়োগকর্তার উপর স্থাপনার শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের সুরক্ষার সার্বিক দায়িত্ব ন্যস্ত এবং তিনি পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) সংক্রান্ত কর্মকান্ডে নেতৃত্ব প্রদান করবেন এবং তিনি নিম্নোক্ত প্রধান মুলনীতিসমূহের প্রতি তার অঙ্গীকার ব্যক্ত করবেন:

(১) পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক জাতীয় এবং কাজ সংক্রান্ত অন্যান্য আইন ও প্রবিধানসমুহ অনুসরণ করা;

(২) স্থাপনার আওতাধীন সকল শ্রমিকের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের সুরক্ষা বিধান করা;

(৩) পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) সংক্রান্ত বিষয়ে শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করা এবং তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য তাদেরকে উৎসাহদান নিশ্চিত করা;

(৪) নিরাপদ ও স্বাস্থ্যঝুঁকিহীন কর্ম-ব্যবস্থা (work system) ও কর্ম-পদ্ধতি (work method) প্রবর্তন করা, বহাল রাখা এবং সেগুলোর অব্যাহত উন্নতি সাধন করা।

৩.৩. শ্রম পরিদর্শন বিভাগের কর্তব্য

৩.৩.১. শ্রম পরিদর্শন বিভাগ :

(ক) নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সময়ে সময়ে জাহাজভাঙ্গা স্থাপনা পরিদর্শন করবে এবং জাহাজভাঙ্গা স্থাপনায় সকল প্রাসঙ্গিক আইন ও প্রবিধান পালন পরিবীক্ষণ ও সেগুলো প্রয়োগ করবে;

(খ) নিয়োগকর্তা ও তাদের শ্রমিকদেরকে নিরাপদে কাজ সম্পাদন বিষয়ে, বিশেষ করে নিরাপদ কর্ম-পদ্ধতি ও উপযুক্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) পছন্দ ও ব্যবহার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবে;

(গ) আরও নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রণয়ন ও বিদ্যমান পদক্ষেপসমূহের উন্নতিকল্পে ফিডব্যাক প্রদানের জন্য সমতুল্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জাহাজভাঙ্গা স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা শর্তাবলী ও পারফরমেন্স পরিবীক্ষণ করবে;

(ঘ) নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের স্বীকৃত সংগঠনসমূহের সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে, জাতীয় ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের জন্য নিরাপত্তা বিধি ও ব্যবস্থা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণে অংশগ্রহণ করবে।

৩.৩.২. শ্রম পরিদর্শকগণকে:

(ক) জাহাজভাঙ্গা কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষ সমস্যাসমূহ মোকাবিলা করায় উপযুক্ত এবং সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানে সক্ষম হতে হবে;

(খ) প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে, পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কমিটিসমূহ বা শ্রমিক প্রতিনিধিদেরকে অবহিত করতে হবে;

(গ) সময়ে সময়ে নিরূপণ করতে হবে, প্রবর্তিত পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বা পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) উপাদানসমূহ বিদ্যমান আছে কিনা এবং সেগুলো পর্যাপ্ত ও কার্যকর কিনা।

৩.৩.৩. শ্রম পরিদর্শকগণের অধিকার, কার্যপ্রণালী ও দায়িত্বসমূহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে অবহিত করতে হবে।

৩.৪. নিয়োগকর্তার সাধারণ দায়িত্বসমূহ

৩.৪.১. জাতীয় আইন ও প্রবিধান দ্বারা যেরূপ নির্দেশিত হয়েছে সেরূপ, পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের এবং কাজ ও জীবনযাপনের পরিবেশের সুরক্ষার সার্বিক দায়িত্ব ও কর্তব্য জাহাজভাঙ্গা স্থাপনার নিয়োগকর্তার উপর ন্যস্ত। পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্মকান্ডে নিয়োগকর্তাকে জোরালো নেতৃত্ব ও অঙ্গীকার প্রদর্শন করতে হবে, যার বাস্তবায়ন ঘটানো যেতে পারে সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট জাহাজভাঙ্গা স্থাপনার জন্য একটি পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে (এ নির্দেশাবলীর অধ্যায় ৪ ও সংযোজনী ৩ দেখুন)।

৩.৪.৩. শ্রমিকদের জন্য

(ক) প্রতিটি স্থায়ী বা অস্থায়ী কর্মস্থলে বিভিন্ন অপারেশন, হাতিয়ার, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি ও পদার্থ ব্যবহারের ফলে বিপজ্জনক পারিপার্শ্বিক উপাদান থেকে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি উদ্ভূত বিপদ ও ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত এবং সময়ে সময়ে সেগুলো মূল্যায়ন করার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবেন;

(খ) সেসব বিপদ ও ঝুঁকি প্রতিরোধ করা অথবা সেগুলো যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তবসম্মত নিম্নতম মাত্রায় নামিয়ে আনার জন্য জাতীয় আইন ও প্রবিধানসমূহের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে, যথোপযুক্ত প্রতিরোধমূলক ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করবেন।

৩.৪.৩. এসব ব্যবস্থাকে:

(ক) জাতীয় আইন ও প্রবিধানসমূহের বিধানাবলী এবং এ নির্দেশাবলীতে সন্নিবেশিত সুপারিশসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে;

(খ) স্থাপনা-ভিত্তিক এবং এর আকার ও কর্মকান্ডের প্রকৃতির উপযোগী হতে হবে;

(গ) জাহাজভাঙ্গা স্থাপনার একটি সফল পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির অত্যাবশ্যক উপাদান হতে হবে।

৩.৪.৪. নিয়োগকর্তাগণ নিম্নোক্ত উৎসসমূহের চিহ্নিত বা সেগুলো থেকে উদ্ভূত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাসমূহ অনুসরণ করবেন:

(ক) আন্তর্জাতিক কনভেনশন, আচরণবিধি বা গাইডলাইনস, যেরূপ যথাযথ সেরূপ;

(খ) জাতীয় আইন ও প্রবিধান, কারিগরি মান, আচরণবিধি ও কর্তৃপক্ষীয় নির্দেশনা (এ নির্দেশাবলীর প্যারাগ্রাফ ৩.২.১ ও ৩.২.২ দেখুন); এবং

(গ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা যেরূপ নির্দেশিত, অনুমোদিত বা স্বীকৃত সেরূপ, প্রতিটি স্বেচ্ছামূলক (voluntary) কার্যক্রম বা চুক্তি, যা প্রতিষ্ঠানটি গ্রহণ করেছে।

৩.৪.৫. জাতীয় আইন ও প্রবিধান অনুসারে, নিয়োগকর্তাগণ:

(ক) নিরাপদ ও স্বাস্থ্যঝুঁকিহীন কর্মস্থল, যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার ও কলকব্জার ব্যবস্থা করবেন ও সেসব রক্ষণাবেক্ষণ করবেন এবং এমনভাবে কাজ সংগঠিত করবেন যাতে কর্মস্থলের বিপজ্জনক পারিপার্শ্বিক উপাদানসমূহ অপসারিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়;

(খ) নিম্নোক্ত সুবিধাসমূহ প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবেন :

(১) কাজ ও কাজের রীতির পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত তদারকি;

(২) যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োগ ও ব্যবহার এবং সময়ে সময়ে সেগুলোর কার্যকারিতা পর্যালোচনা;

(৩) শ্রমিকদেরকে এবং, যে ক্ষেত্রে উপযুক্ত সে ক্ষেত্রে, তাদের প্রতিনিধিদেরকে সময়ে সময়ে যথাযথ পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং

(৪) যে ক্ষেত্রে প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে, নিয়মিতভাবে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ (সংযোজনী ১ দেখুন) এবং কাজের পরিবেশ নিরীক্ষণ (সংযোজনী ২ দেখুন);

(গ) নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি বিপদ ও ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে এমন কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক ক্ষতি ও রোগব্যধি, স্বাস্থ্যহানি ও অনিরাপদ ঘটনা মোকাবিলা করার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবেন।

৩.৫. শ্রমিকের সাধারণ কর্তব্য

৩.৫.১. প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং নিয়োগকর্তা প্রদত্ত নির্দেশনা ও উপায় অনুসারে, শ্রমিকদের কর্তব্য হল:

(ক) নির্দেশিত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যবস্থাসমূহ অনুসরণ করা;

(খ) সকল যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ গ্রহণ করে :

(১) কর্মস্থলে নিজেদের নিরাপত্তা এবং অন্য যে কোন ব্যক্তি যে তাদের কাজ বা বিচ্যুতির ফলে ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে তাদের প্রত্যেকের নিরাপত্তা বিধান করা;

(২) তাদের নিজেদের ও অন্যদের প্রতি বিপদ ও ঝুঁকি দূরীকরণ বা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে তাদেরকে প্রদত্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ও সুরক্ষা পোশাক, সুবিধাসমূহ ও যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু যত্ন ও ব্যবহারসহ, নিজেদের ও অন্যদের প্রতি বিপদ ও ঝুঁকি দূর বা নিয়ন্ত্রণ করা;

(গ) যে কোন পরিস্থিতি যা তাদের নিজেদের বা অন্যদের জীবন বা স্বাস্থ্যের প্রতি আশু ও গুরুতর বিপদ সৃষ্টি করছে বলে তাদের বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকলে, এবং তারা তা নিজেরা সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে না পারলে, তৎক্ষণাৎ নিজেদের কোন অনিষ্ট ব্যতিরেকে তা তাদের নিকটতম সুপারভাইজারকে রিপোর্ট করা;

(ঘ) কাজ চলাকালে অথবা কাজের কারণে কোন দুর্ঘটনা বা শারীরিক জখম ঘটলে তা দায়িত্বপ্রাপ্ত সুপারভাইজার বা ব্যবস্থাপককে অবহিত করা;

(ঙ) জাতীয় আইন ও প্রবিধান মোতাবেক, নিয়োগকর্তা ও অন্যান্য শ্রমিকের উপর ন্যস্ত কর্তব্য ও দায়িত্বসমূহ পালনের লক্ষ্যে নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সহযোগিতা করা।

৩.৬. শ্রমিকের অধিকার

৩.৬.১. জাতীয় আইন ও প্রবিধান অনুসারে, শ্রমিকের অধিকার থাকবে:

(ক) কর্মস্থলের পারিপার্শ্বিক উপাদান থেকে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি উদ্ভূত বিপদ বা ঝুঁকি তাদের প্রতিনিধি, নিয়োগকর্তা বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে আনার;

(খ) যদি তারা মনে করে নিয়োগকর্তা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ও প্রদত্ত কাজের উপায় কর্মস্থলে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত নয়, অথবা যদি তারা বিশ্বাস করে নিয়োগকর্তা নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আইন, প্রবিধান ও আচরণবিধি পালনে ব্যর্থ হচ্ছেন, তাহলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা শ্রম পরিদর্শন বিভাগ বরাবর, নিজেদের অধিকার ক্ষুণ্ন না করে অথবা নিজেদের অনিষ্ট ব্যতিরেকে, আপিল করার;

(গ) নিজেদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি আশু ও গুরুতর ঝুঁকি রয়েছে বলে তাদের বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকলে, বিপদ থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নেয়ার। এরূপ ক্ষেত্রে শ্রমিকরা তাৎক্ষণিকভাবে তাদের সুপারভাইজারকে বিষয়টি অবহিত করবে এবং বিষয়টির সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে সে কাজের পরিস্থিতিতে ফিরে আসার জন্য বাধ্য করা যাবে না;

(ঘ) পেশাগত শারীরিক ক্ষতি ও রোগব্যাধির জন্য পর্যাপ্ত ডাক্তারি চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ পাবার, এবং এরূপ রোগব্যাধি ও শরীরিক ক্ষতির ফলে ঘটিত স্থায়ী পঙ্গুত্ব বা মৃত্যুর জন্য ক্ষতিপূরণ পাবার;

(ঙ) কোন যন্ত্রপাতি, প্রক্রিয়া বা পদার্থকে যুক্তিসঙ্গতভাবে বিপজ্জনক মনে হলে সেসব যন্ত্রপাতি বা প্রক্রিয়া বা পদার্থের ব্যবহার থেকে বিরত থাকার, যদি না নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি সে বিপদ বা ঝুঁকি নিরূপণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়;

(চ) কোন হাতিয়ার, কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির চালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য যথোচিতভাবে অনুমোদন না পেলে, সেগুলোর চালনা বা সেগুলোতে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকার।

৩.৬.২. কোন কাজ বা কাজের পরিস্থিতি স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে থাকতে পারে বলে শ্রমিকদের মনে করার যথেষ্ট কারণ থাকলে, বিনা খরচে তাদের যথাযথ ডাক্তারি পরীক্ষা লাভের অধিকার থাকবে। পেশাগত রোগ অনুসন্ধানের জন্য যে কোন ডাক্তারি পরীক্ষা নির্বিশেষে, এই ডাক্তারি পরীক্ষা করাতে হবে। পরীক্ষার ফলাফল সময়মত, বস্তুনিষ্ঠভাবে ও বোধগম্যভাবে শ্রমিকদের অবহিত করতে হবে।

৩.৬.৩. শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উপায় হিসাবে জাতীয় আইন, প্রবিধান ও রেওয়াজ দ্বারা যেরূপ নির্দেশিত হয়েছে সেরূপ শ্রমিকদের নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন বা নিয়োগ করার অধিকার থাকবে।

৩.৬.৪. শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধিদের সাথে/শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধিরা:

(ক) কর্মস্থলে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি প্রতিটি বিপদ বা ঝুঁকি সম্পর্কে পরামর্শ করতে হবে;

(খ) কর্মস্থলে বিপজ্জনক পারিপার্শ্বিক উপাদান হেতু নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি কোন বিপদ বা ঝুঁকি আছে কিনা সে সম্পর্কে খোঁজখবর করবেন এবং নিয়োগকর্তার নিকট থেকে এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করবেন। শ্রমিকরা সহজে বোঝে এমন ভাষা ও উপায়ে এসব তথ্য প্রদান করতে হবে;

(গ) কর্মস্থলে বিপজ্জনক উপাদান হেতু সৃষ্ট নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যগত বিপদ ও ঝুঁকি নিরূপণের জন্য, এবং প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও অনুসন্ধানের জন্য, নিয়োগকর্তা ও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করবেন এবং সেগুলোতে সম্পৃক্ত হবেন;

(ঘ) শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ প্রবর্তন, উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত হবেন।

৩.৬.৫. নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি ঝুঁকি ন্যূনতম মাত্রায় নামিয়ে আনার যেসব সর্বোচ্চ কার্যকর পদ্ধতি বিদ্যমান রয়েছে সেগুলোতে শ্রমিকরা সহজে বোঝে এমন উপায় ও ভাষায় তাদেরকে প্রশিক্ষণ ও, প্রয়োজনে, পুনঃপ্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৩.৭. সরবরাহকারী, প্রস্তুতকারক ও নকশাকারীদের সাধারণ দায়িত্ব

৩.৭.১. জাতীয় আইন ও প্রবিধান অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে নিশ্চিত হয় যে, যারা জাহাজভাঙ্গার কাজে ব্যবহারের জন্য কলকব্জা, যন্ত্রপাতি ও উপকরণ নকশা, প্রস্তুত, আমদানি, সরবরাহ বা স্থানান্তর করেন, তারা যেন:

(ক) নিজেরা এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, এসব কলকব্জা, যন্ত্রপাতি বা মালামাল, যারা সঠিকভাবে ব্যবহার করবে তাদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের জন্য বিপদ সৃষ্টি করবে না;

(খ) নিম্নোক্ত তথ্য/নির্দেশনা প্রদান করেন:

(১) এসব কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির সঠিক স্থাপন ও ব্যবহার এবং এসব মালামালের সঠিক ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য;

(২) কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি সংশ্লিষ্ট বিপদ, বিপজ্জনক মালামাল ও ভৌত ঘটক বা পণ্যের বিপজ্জনক বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত তথ্য;

(৩) জ্ঞাত বিপদসমূহ পরিহার করার নির্দেশনা।

৩.৭.২. জাহাজভাঙ্গা স্থাপনা ও কর্মস্থলের নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণের দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিগণ, বিশেষজ্ঞদের সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ভিত্তিতে, নিশ্চিত করবেন যাতে:

(ক) জাহাজভাঙ্গা স্থাপনা ও প্রক্রিয়াসমূহের বিপজ্জনক পারিপার্শ্বিক উপাদানসমূহ নিম্নতম পর্যায়ে থাকে এবং যাতে সেগুলো জাতীয়ভাবে স্বীকৃত মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়; এবং

(খ) সেগুলোর নকশা নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কাজের পরিবেশের সহায়ক হয়।

৩.৮. ঠিকাদারদের সাধারণ দায়িত্ব ও অধিকার

৩.৮.১. ঠিকাদাররা সাইটে জাহাজভাঙ্গা স্থাপনা প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুন অনুসরণ করবেন:

(ক) যা ঠিকাদার মূল্যায়ন ও নির্বাচন কার্যপ্রণালীতে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) মানদন্ড অন্তর্ভুক্ত করবে;

(খ) যা কাজ শুরুর আগে, স্থাপনার যথাযথ স্তরসমূহ ও ঠিকাদারদের মধ্যে কার্যকর চলমান যোগাযোগ ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করবে। এর মধ্যে বিপদ অবহিতকরণ এবং বিপদ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

(গ) যার মধ্যে স্থাপনার জন্য কাজ সম্পাদনকালে ঠিকাদার নিযুক্ত শ্রমিকদের কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক ক্ষতি, রোগব্যাধি, স্বাস্থ্যহানি ও অনিরাপদ ঘটনা রিপোর্ট করার নিয়মকানুন অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

(ঘ) যার মধ্যে কাজ শুরুর আগে এবং কাজ চলাকালে, যেরূপ প্রয়োজন সেরূপ, ঠিকাদার বা তাদের শ্রমিকদের জন্য কর্মস্থলে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি বিপদ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নিয়মকানুন অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

৪. পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

৪.১. সূচনা

৪.১.১. জাহাজভাঙ্গা স্থাপনায় কাজের পরিস্থিতিকে যুক্তিসঙ্গত মানে উন্নীত করার জন্য পদ্ধতিগতভাবে কজের পরিস্থিতি উন্নত করার প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করতে হবে। পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের গ্রহণযোগ্য পরিবেশসম্মত সুস্থ পরিস্থিতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, তার অব্যাহত পর্যালোচনা, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন এবং পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্থায়ী কাঠামোতে বিনিয়োগ করতে হবে এবং তা করতে হবে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে। পদ্ধতিসমূহকে স্থাপনাভিত্তিক এবং এর আকার ও কর্মকান্ডের প্রকৃতির উপযোগী হতে হবে। জাতীয় ও স্থাপনা পর্যায়ে তদের নকশা ও প্রয়োগ আইএলও-*Guidelines on occupational safety and health management systems, ILO-OSH 2001 (পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কিত গাইডলাইনস, আইএলও-ওএসএইচ ২০০১)* অনুসারে পরিচালিত হতে হবে। সংযোজনী ৩-এ আরো তথ্য দেয়া হয়েছে।

৪.১.২. সাধারণভাবে, একটি পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মধ্যে নিম্নোক্ত মুখ্য উপাদানগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে:

(ক) পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) নীতি;

(খ) নির্বাহী সংস্থার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী যেমন, দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা, সামর্থ্য ও প্রশিক্ষণ, নথিভুক্তকরণ, যোগাযোগ ও তথ্য নিরূপণ;

(গ) বিপদ ও ঝুঁকি নিরূপণ, পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) কর্মকান্ড পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন;

(ঘ) পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) পারফরমেন্স মূল্যায়ন এবং উন্নতির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ।

৪.২. পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নীতি

৪.২.১. জাহাজভাঙ্গা স্থাপনার পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) নীতির মধ্যে, ন্যূনতম হিসাবে, নিম্নোক্ত প্রধান মূলনীতি ও উদ্দশ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যেগুলোর প্রতি স্থাপনা অঙ্গীকারবদ্ধ :

(ক) পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রমে ব্যবস্থাপনার অঙ্গীকার ও নেতৃত্ব প্রদান;

(খ) পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যকে (ওএসএইচ) সার্বিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর এবং পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) পারফরমেন্সকে স্থাপনার ব্যবসায়িক পারফরমেন্সের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান;

(গ) কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক ক্ষতি, রোগব্যাধি, স্বাস্থ্যহানি ও অনিরাপদ ঘটনা প্রতিরোধের মাধ্যমে স্থাপনার সকল সদস্যের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষিত করা;

(ঘ) পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জাতীয় আইন ও প্রবিধান, স্বেচ্ছামূলক কার্যক্রম, পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যৌথচুক্তি এবং স্থাপনা কর্তৃক স্বীকৃত অন্যান্য শর্তাবলী মানা;

(ঙ) পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সকল উপাদান সম্পর্কে শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ করা এবং তদের সক্রিয় অংশগ্রহণের নিমিত্তে তাদেরকে উৎসাহদান নিশ্চিত করা; এবং

(চ) পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কার্যকারিতার অব্যাহত উন্নতি সাধন করা।

৪.৩. প্রাথমিক পর্যালোচনা

৪.৩.১. কাজ শুরুর পূর্বে, যেরূপ যথাযথ সেরূপ, শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনাক্রমে, উপযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা একটি প্রাথমিক পর্যালোচনা করাতে হবে। এর কাজ হবে:

(ক) কাজের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যপ্রণালী ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিপদসমূহ চিহ্নিত করা;

(খ) বিদ্যমান বা প্রস্তাবিত কাজের পরিবেশ ও কর্ম-সংগঠন থেকে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি উদ্ভূত ঝুঁকিসমূহ নিরূপণ করা;

(গ) যেসব কর্মকান্ড পরিচালনা করা হবে সেগুলোর ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রযোজ্য জাতীয় আইন ও প্রবিধান, জাতীয় গাইডলাইন, সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন, স্বেচ্ছামূলক কার্যক্রম এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক শর্তাবলী চিহ্নিত করা;

(ঙ) যা নিয়মিতভাবে সাইটে ঠিকাদারদের কর্মকান্ডে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) পারফরমেন্স পরিবীক্ষণ করবে;

(চ) যা কর্মস্থলে ঠিকাদার কর্তৃক পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) কার্যপ্রণালী ও নিয়মকানুন অনুসরণ নিশ্চিত করবে।

৩.৮.২. ঠিকাদার নিয়োগকালে নিয়োগকারী পক্ষ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করবেন:

(ক) প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিরাপত্তা ও প্রশিক্ষণ শর্তাবলী সমভাবে ঠিকাদার ও তার শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা;

(খ) যে ক্ষেত্রে বিধান করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র যথাযথভাবে নিবন্ধিত ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত ঠিকাদারদের নিয়োগ করা;

(গ) চুক্তির মধ্যে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য শর্তাবলী এবং সেগুলো না মানার শাস্তি ও জরিমানা উল্লেখ করা। যখনই কোন গুরুতর জখমের ঝুঁকি দেখা দেবে তখনই নিয়োগকারী পক্ষ মনোনীত সুপারভাইজারের কাজ বন্ধ করার এবং প্রয়োজনীয় প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত কাজ স্থগিত রাখার অধিকার থাকবে বলে চুক্তিতে শর্ত অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

(ঘ) যেসব ঠিকাদার বার বার চুক্তিপত্রের শর্তাবলী লংঘন করবেন, সেসব ঠিকাদারকে ভবিষ্যত টেন্ডার প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেয়া।

৩.৯. সহযোগিতা

৩.৯.১. জাতীয় আইন ও প্রবিধান অনুসারে, বিপজ্জনক পারিপার্শ্বিক উপাদান হেতু নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি সৃষ্ট ঝুঁকি দূরীকরণ বা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য নিম্নোক্তগুলোসহ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

(ক) নিয়োগকর্তাগণ, তাদের দায়িত্ব পালনে, যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠভাবে শ্রমিক এবং/অথবা তাদের প্রতিনিধিদের সাথে সহযোগিতা করবেন;

(খ) শ্রমিকরা যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সহযোগী শ্রমিক ও তাদের নিয়োগকর্তাদের সাথে দ্বিতীয়োক্তের দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করবে এবং সকল নির্দেশিত কার্যপ্রণালী ও রেওয়াজ মান্য করবে;

(গ) কর্মস্থলে কোন বিশেষ বিপজ্জনক পারিপার্শ্বিক উপাদান হেতু নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি যেসব অস্বাভাবিক বিপদ বা ঝুঁকি সৃষ্টি হতে পারে তার প্রতিটি মূল্যায়নের জন্য সরবরাহকারী নিয়োগকর্তাকে যেরূপ লভ্য ও প্রয়োজন সেরূপ তথ্য প্রদান করবেন।

৩.৯.২. একটি সাইটে একই প্রকল্পে যখন দুই বা ততোধিক সেবা প্রদানকারী ঠিকাদার কর্মকান্ড পরিচালনা করবেন তখন, জাতীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা যেরূপ নির্দেশিত হয়েছে সেরূপ, নিয়োগকর্তাগণ পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করবেন। সহযোগিতার মধ্যে তাদের কর্মকান্ড থেকে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি উদ্ভূত বিপদ সম্পর্কে পারস্পরিক তথ্য বিনিময়, এসব বিপদ থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থাসমূহের সমন্বয় ও তদারকির সুস্পষ্ট নিয়মকানুন অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

৩.৯.৩. নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি বিপদ ও ঝুঁকি দূরীকরণ বা নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে নিয়োগকর্তা, শ্রমিক ও তদের প্রতিনিধিগণ এ নির্দেশাবলীতে নির্দেশিত ব্যবস্থাসমূহ এবং, বিশেষ করে, নিম্নোক্তগুলোর বিধানসমূহ প্রয়োগে যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠভাবে একে অপরের সাথে সহযোগিতা করবেন:
Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Convention (No. 148) and Recommendation (No.156), 1977 [কাজের পরিবেশ (বায়ুদূষণ, উচ্চশব্দ ও কম্পন) কনভেনশন (নং ১৪৮) এবং সুপারিশ (নং ১৫৬), ১৯৭৭]; Occupational Safety and Health Convention (No. 155) and Recommendation (No. 164), 1981 [পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কনভেনশন (নং ১৫৫) এবং সুপারিশ (নং ১৬৪), ১৯৮১]; Occupational Health Services Convention (No 161) and Recommendation (No. 171), 1985 পেশাগত স্বাস্থ্যসেবা কনভেনশন (নং ১৬১) এবং সুপারিশ (নং ১৭১), ১৯৯৫]; Chemicals Convention (No.170) and Recommendation (No. 177), 1990 [রাসায়নিক পদার্থ কনভেনশন (নং ১৭০) এবং সুপারিশ (নং ১৭৭), ১৯৯০] এবং গ্রন্থপঞ্জিতে উল্লেখিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইএলও মান।

(ঘ) পরিকল্পিত বা বিদ্যমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসমূহ বিপদ দুরীকরণ বা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত কিনা তা নির্ণয় করা;

(ঙ) অন্যান্য বিদ্যমান উপাত্ত বিশ্লেষন করা, বিশেষ করে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ (সংযোজনী ১ দেখুন), কাজের পরিবেশ নিরীক্ষণ (সংযোজনী ২ দেখুন) এবং, থাকলে, সক্রিয় ও প্রতিক্রিয়ামূলক পরিবীক্ষন থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত।

৪.৩.২. প্রাথমিক পর্যালোচনাকে পদ্ধতিগতভাবে জাহাজভাঙ্গা কাজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রণয়নে এবং পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) নীতি প্রণয়ন ও তার কার্যকর বাস্তবায়নের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। জাহাজভাঙ্গা প্রক্রিয়ার পরিবর্তনশীল প্রকৃতির কারণে জাহাজ-ভিত্তিক নিরাপদ ভাঙ্গন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রতিটি জাহাজের ক্ষেত্রেই পর্যালোচনা সম্পন্ন করতে হবে (সেকশন ৭.২ দেখুন)।

৪.৪. বিপদ চিহ্নিতকরণ ও ঝুঁকি নিরূপণ, এবং প্রতিরোধমূলক ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা

৪.৪.১. যেসব কাজের প্রকৃতির কারণেই শ্রমিকরা বিপজ্জনক রাসায়নিক, ভৌত বা জৈব উপাদান, মনো-সামাজিক উপাদান ও জলবায়ু পরিস্থিতির সংস্পর্শে আসে সেসব কাজের ক্ষেত্রে, স্থাপনা ও প্রতিটি নতুন আগত জাহাজ উভয়েরই প্রতিটি স্থায়ী বা অস্থায়ী কর্মস্থলে বিভিন্ন অপারেশন, হাতিয়ার, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি ও বস্তু ব্যবহারের ফলে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি সৃষ্ট এসব বিপদ ও ঝুঁকি চিহ্নিত করা এবং সময়ে সময়ে সেগুলো মূল্যায়ন করার জন্য নিয়মকানুন প্রণয়ন করতে হবে। নিরাপদ জাহাজভাঙ্গা পরিকল্পনা প্রণয়নে অন্যান্য বিদ্যমান উপাত্তের সাথে এ পর্যালোচনাকে ব্যবহার করতে হবে।

৪.৪.২. জাতীয় আইন ও প্রবিধানসমূহের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে, নিয়োগকর্তাগণ চিহ্নিত বিপদ ও নিরূপিত ঝুঁকিসমূহ প্রতিরোধ করার অথবা সেগুলোকে যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তবসম্মত নিম্নতম মাত্রায় নামিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যথোপযুক্ত প্রতিরোধমূলক ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবেন।

৪.৪.৩. প্রতিরোধমূলক ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাগুলো নিম্নোক্ত অগ্রাধিকারক্রম অনুসারে বাস্তবায়িত করতে হবে:

(ক) বিপদ/ঝুঁকি দূরীকরণ;

(খ) প্রকৌশলগত নিয়ন্ত্রণ বা সাংগঠনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎসে বিপদ/ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ;

(গ) নিরাপদ কর্ম-ব্যবস্থা প্রণয়নের মাধ্যমে বিপদ/ঝুঁকি ন্যূনতম মাত্রায় নামিয়ে আনা, যার মধ্যে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত; এবং

(ঘ) যে ক্ষেত্রে সমষ্টিগত ব্যবস্থা দ্বারা অবশিষ্ট বিপদ/ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না সে ক্ষেত্রে, নিয়োগকর্তা শ্রমিকদেরকে বিনামূল্যে সুরক্ষা পোশাক, যথাযথ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) সরবরাহ করবেন এবং এগুলোর ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবেন।

৪.৫. পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

৪.৫.১. প্রাথমিক পর্যালোচনা, পরবর্তী পর্যালোচনা বা অন্যান্য বিদ্যমান উপাত্তের ভিত্তিতে পর্যাপ্ত ও যথোপযুক্ত পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) পরিকল্পনা প্রণয়নের নিয়মকানুন তৈরি করতে হবে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

(ক) বিদ্যমান ঝুঁকিসমূহ যথাসম্ভব নিম্ন মাত্রায় নামিয়ে আনার জন্য পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) উদ্দেশ্যাবলীর সুস্পষ্ট সংজ্ঞা, অগ্রাধিকার এবং, যে ক্ষেত্রে যথাযথ সে ক্ষেত্রে, পরিমাণ নিরূপণ;

(খ) কখন কার কি করণীয় তা নির্দেশ করে নির্দিষ্ট দায়িত্ব এবং সুস্পষ্ট পারফরমেন্স মানদন্ডসহ, প্রতিটি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(গ) ঝুঁকি-ভিত্তিক প্রতিরোধমূলক ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নির্বাচন, প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(ঘ) উদ্দেশ্য অর্জন নিশ্চিত করার জন্য পরিমাপ মানদন্ড নির্বাচন;

(ঙ) যেরূপ যথাযথ সেরূপ, মানব সম্পদ ও আর্থিক সম্পদ এবং কারিগরি সহায়তাসহ পর্যাপ্ত সম্পদের যোগান।

৪.৫.২. পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) পারফরমেন্সের অব্যাহত উন্নতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৪.৬. জরুরি পরিস্থিতি প্রস্তুতি

৪.৬.১. জরুরি পরিস্থিতি প্রতিরোধ, প্রস্তুতি ও মোকাবিলা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে ও বহাল রাখতে হবে। এ সকল ব্যবস্থা দুর্ঘটনা ও জরুরি পরিস্থিতির সম্ভাবনা চিহ্নিত করবে এবং এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) ঝুঁকিসমূহ প্রতিরোধের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। জাহাজভাঙ্গা স্থাপনার অবস্থান ও পরিবেশ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং তাতে প্রতিটি জাহাজভাঙ্গা অপারেশনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডের আকার ও প্রকৃতিও বিবেচনায় রাখতে হবে। এসব ব্যবস্থা:

(ক) স্থাপনায় জরুরি পরিস্থিতি দেখা দিলে যাতে স্থাপনার সকল মানুষের সুরক্ষা বিধান করা যায় সেজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য, অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও সমন্বয় প্রদান নিশ্চিত করবে;

(খ) প্রাসঙ্গিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এবং এলাকাবাসী ও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা সেবাসমূহকে তথ্য প্রদান করবে এবং তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে;

(গ) প্রাথমিক চিকিৎসা ও ডাক্তারি সহায়তা (medical assistance) প্রদান, অগ্নি নির্বাপণ এবং স্থাপনার সকল মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে; এবং

(ঘ) জাহাজভাঙ্গা স্থাপনার সকল স্তরের সদস্যদেরকে, তাদের সামর্থ্য অনুসারে জরুরি পরিস্থিতি প্রতিরোধ, প্রস্তুতি ও মোকাবিলা কার্যপ্রণালীর নিয়মিত মহড়াসহ, প্রাসঙ্গিক তথ্য ও প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

৫. কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক ক্ষতি ও রোগব্যাধি, স্বাস্থ্যহানি ও অনিরাপদ ঘটনা রিপোর্টকরণ, লিপিবদ্ধকরণ ও প্রজ্ঞাপন

৫.১. সাধারণ বিধানাবলী

৫.১.১. কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক ক্ষতি, রোগব্যাধি, স্বাস্থ্যহানি ও অনিরাপদ ঘটনা (নির্ধারিত অর্থের জন্য পরিভাষা দেখুন) রিপোর্টকরণ, লিপিবদ্ধকরণ ও প্রজ্ঞাপন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, পর্যালোচনা ও প্রয়োগে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ Employment Injury Benefits Convention, 1964 (No. 121) [চাকুরি জনিত জখমের জন্য সুবিধা কনভেনশন, ১৯৬৪ (নং ১২১)] এবং তার শিডিউল ১ (১৯৮০ সালের সংশোধিত রূপ), আইএলও-র Protocol of 2002 to the Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) [পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কনভেনশন, ১৯৮১ (নং ১৫৫)-এর প্রোটোকল, ২০০২]), List of Occupational Diseases Recommendation, 2002 (No. 194) [পেশাগত রোগব্যাধির তালিকা সংক্রান্ত সুপারিশ, ২০০২ (নং ১৯৪)] এবং Recording and notification of occupational accidents and diseases (পেশাগত দুর্ঘটনা ও রোগব্যাধি লিপিবদ্ধকরণ ও প্রজ্ঞাপন) শীর্ষক আইএলও আচরণবিধি বিবেচনায় রাখবে।

৫.১.২. কাজ সংশ্লিষ্ট শারীরিক ক্ষতি ও রোগব্যাধি, স্বাস্থ্যহানি ও অনিরাপদ ঘটনা রিপোর্টকরণ, লিপিবদ্ধকরণ, প্রজ্ঞাপন ও অনুসন্ধান প্রতিক্রিয়ামূলক পরিবীক্ষণের জন্য অত্যাবশ্যক এবং নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণের জন্য এগুলো সম্পন্ন করতে হবে:

(ক) স্থাপনা ও জাতীয় পর্যায়ে পেশাগত দুর্ঘটনা ও রোগব্যাধি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যের যোগান;

(খ) জাহাজভাঙ্গা কর্মকান্ড থেকে উদ্ভূত প্রধান নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ;

(গ) পদক্ষেপসমূহের অগ্রাধিকারক্রম নির্ধারণ;

(ঘ) পেশাগত দুর্ঘটনা ও রোগব্যাধি মোকাবিলার কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন;

(ঙ) নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের সন্তোষজনক মান অর্জনের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাসমূহের কার্যকারিতা পরিবীক্ষণ।

৫.১.৩. জাতীয় আইন বা প্রবিধান অথবা জাতীয় পরিস্থিতি ও রেওয়াজের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অন্য যে কোন পদ্ধতিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ:

(ক) নির্ধারণ করবে কোন শ্রেণীর বা কোন ধরনের কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক ক্ষতি ও রোগব্যাধি, স্বাস্থ্যহানি ও অনিরাপদ ঘটনা রিপোর্টকরণ, লিপিবদ্ধকরণ ও প্রজ্ঞাপন শর্তাবলীর আওতাভুক্ত হবে; ন্যূনতম হিসাবে, এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে:
   (১) সকল প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা;
   (২) সেই সব পেশাগত দুর্ঘটনা, যেগুলোর কারণে কাজের সময় কমে যায়, তবে তাতে গুরুত্বহীন ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত নয়;
   (৩) কাজ-সংশ্লিষ্ট রোগব্যাধির জাতীয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সকল পেশাগত রোগব্যাধি;

(খ) স্থাপনা পর্যায়ে নিয়োগকর্তা ও শ্রমিক, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যসেবা এবং, যেরূপ প্রযোজ্য সেরূপ, অন্যান্য সংস্থার জন্য কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক ক্ষতি ও রোগব্যাধি, স্বাস্থ্যহানি, অনিরাপদ ঘটনা এবং রোগব্যাধির ঘটনা ও রোগব্যাধির সন্দেহকৃত ঘটনার রিপোর্টকরণ ও লিপিবদ্ধকরণের একইরূপ শর্ত ও কার্যপ্রণালী প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগ করবে;

(গ) নির্দেশিত উপাত্ত প্রজ্ঞাপনের জন্য একইরূপ শর্ত ও কার্যপ্রণালী প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগ করবে এবং, বিশেষ করে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নির্ধারণ করে দেবে:
   (১) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, বীমা প্রতিষ্ঠান, শ্রম পরিদর্শন বিভাগ, স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষ ও সংস্থাকে প্রজ্ঞাপিত করার জন্য, যেরূপ যথাযথ সেরূপ, প্রযোজ্য তথ্য;
   (২) প্রজ্ঞাপনের সময়; এবং
   (৩) প্রজ্ঞাপনের জন্য যে নির্দেশিত প্রমিত ফরম ব্যবহার করতে হবে তা;

(ঘ) জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও সংস্থার মধ্যে এবং যখন একটি কর্মস্থলে দুই বা ততোধিক প্রতিষ্ঠান যুগপৎভাবে কাজ করবে তখনকার জন্য প্রয়োজনীয় সমন্বয় ও সহযোগিতার লক্ষ্যে যথাযথ নিয়মকানুন প্রণয়ন করবে;

(ঙ) নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের আইনগত বাধ্যবাধকতাসমূহ পালনে সাহায্য করার লক্ষ্যে তাদেরকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য যথাযথ নিয়মকানুন তৈরি করবে;

(চ) জাহাজভাঙ্গার সকল কর্মকান্ডে নিয়োজিত সকল শ্রমিকের ক্ষেত্রে চাকুরির মর্যাদা নির্বিশেষে এ শর্তাবলী ও কার্যপ্রণালী প্রয়োগ করবে।

৫.১.৪. নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের সর্বাধিক প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনসমূহের সাথে আলোচনাক্রমে, জাতীয় পরিস্থিতি ও রেওয়াজের উপযোগী পদ্ধতিতে এবং, যেরূপ প্রয়োজন সেরূপ পর্যায়ক্রমে, পেশাগত রোগব্যাধি প্রতিরোধ, লিপিবদ্ধকরণ, প্রজ্ঞাপন ও, প্রযোজ্য হলে, ক্ষতিপূরণের লক্ষ্যে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ পেশাগত রোগব্যাধির একটি জাতীয় তালিকা প্রণয়ন করবে। পেশাগত রোগব্যাধির এ নির্দেশিত তালিকা :

(ক) Employment Injury Benefits Convention, 1964 (No. 121) [চাকুরি জনিত জখমের জন্য সুবিধা কনভেনশন, ১৯৬৪ (নং ১২১)]-এর ১ নং শিডিউলে (১৯৮০ সালের সংশোধিত রূপ) লিপিবদ্ধ রোগব্যাধিকে বিবেচনায় রাখবে;

(খ) List of Occupational Diseases Recommendatiom, 2002 (No. 194) [পেশাগত রোগব্যাধির তালিকা সংক্রান্ত সুপারিশ, ২০০২ (নং ১৯৪)] অথবা প্রাসঙ্গিক হালনাগাদ তালিকাসমূহে লিপিবদ্ধ অন্যান্য রোগব্যাধিকে যতদূর সম্ভব অন্তর্ভুক্ত করবে।

৫.১.৫. জাতীয় আইন ও প্রবিধান অনুযায়ী, নিয়োগকর্তা তার স্থাপনায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে তথ্য লিপিবদ্ধকরণ ও প্রজ্ঞাপনের শর্তাবলী পূরণে সক্ষম ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করবেন :

(ক) পেশাগত জখম ও পেশাগত রোগব্যাধির ক্ষেত্রে সুবিধা (benefits) প্রদান পদ্ধতি;

(খ) কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক ক্ষতি ও রোগব্যাধি, স্বাস্থ্যহানি ও অনিরাপদ ঘটনা লিপিবদ্ধকরণ ও প্রজ্ঞাপন পদ্ধতি।

৫.১.৬. নিয়োগকর্তা তার স্থাপনার শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধিদেরকে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কে যথাযথ তথ্য প্রদান করবেন:

(ক) পেশাগত জখম ও পেশাগত রোগব্যাধির ক্ষেত্রে সুবিধার (benefits) জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধকরণ ও প্রজ্ঞাপন; এবং

(খ) কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক ক্ষতি ও রোগব্যাধি, স্বাস্থ্যহানি ও অনিরাপদ ঘটনা রিপোর্টকরণ, লিপিবদ্ধকরণ ও প্রজ্ঞাপন।

৫.২. স্থাপনা পর্যায়ে রিপোর্টকরণ

৫.২.১. নিয়োগকর্তা প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক বা তাদের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করার পর, জাতীয় আইন ও প্রবিধান অনুসারে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ রিপোর্ট করার শর্তাবলী পালনে শ্রমিকদেরকে সক্ষম করার জন্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবেন:

(ক) যে কোন পরিস্থিতি যা জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য আশু ও গুরুতর বিপদ সৃষ্টি করছে বলে তাদের বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকলে তৎক্ষণাৎ তা, নিজেদের কোন অনিষ্ট ব্যতিরেকে, তাদের নিকটতম সুপারভাইজারকে রিপোর্ট করা;

(খ) যেরূপ যথাযথ সেরূপ, প্রতিটি পেশাগত জখম, সন্দেহকৃত কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক ক্ষতি ও রোগব্যাধি, স্বাস্থ্যহানি ও অনিরাপদ ঘটনার কেস রিপোর্ট করা।

৫.৩. স্থাপনা পর্যায়ে লিপিবদ্ধকরণ

৫.৩.১. নিয়োগকর্তা কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক ক্ষতি ও রোগব্যাধি, স্বাস্থ্যহানি ও অনিরাপদ ঘটনার নথির প্রাপ্যতা এবং সকল যুক্তিসঙ্গত সময়ে তা তাৎক্ষণিকভাবে হাতে পাওয়া নিশ্চিত করবেন। যে ক্ষেত্রে একটি পেশাগত দুর্ঘটনায় একাধিক শ্রমিক জখম হবে সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক জখম শ্রমিকের জন্য আলাদা আলাদা নথি প্রস্তুত করতে হবে।

৫.৩.২. প্রজ্ঞাপনের জন্য যে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ বীমা প্রতিবেদন ও দূর্ঘটনা প্রতিবেদন পেশ করতে হবে তাতে লিবিদ্ধকরণের জন্য আবশ্যক সকল তথ্য সন্নিবেশিত থাকলে অথবা যথাযথভাবে তার সাথে সম্পূরক তথ্য সংযোজিত করা হলে তা নথি হিসবে গ্রহণযোগ্য হবে।

৫.৩.৩. পরিদর্শকদের নিকট উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যে এবং শ্রমিকদের প্রতিনিধি ও স্বাস্থ্যসেবার অবগতির জন্য, নিয়োগকর্তা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নথি তৈরি করবেন।

৫.৩.৪. কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক ক্ষতি ও রোগব্যাধি, স্বাস্থ্যহানি ও অনিরাপদ ঘটনা লিপিবদ্ধকরণ ও প্রজ্ঞাপনের নিয়মকানুন পালনে নিয়োগকর্তার সাথে শ্রমিকরা স্থাপনার আওতায় কাজ করা কালে সহযোগিতা করবে।

৫.৩.৫. নিয়োগকর্তা শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধিদেরকে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে যথাযথ তথ্য প্রদান করবেন :

(ক) লিপিবদ্ধকরণ ব্যবস্থা; এবং

(খ) কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক ক্ষতি ও রোগব্যাধি, স্বাস্থ্যহানি ও অনিরাপদ ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করার জন্য নিয়োগকর্তা কর্তৃক চিহ্নিত উপযুক্ত ব্যক্তি।

৫.৩.৬. নিয়োগকর্তা শ্রমিক বা তদের প্রতিনিধিদেরকে স্থাপনার সকল কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক ক্ষতি ও রোগব্যাধি, স্বাস্থ্যহানি ও অনিরাপদ ঘটনা এবং কর্মস্থলে যাতায়াতকালীন দুর্ঘটনা সংক্রান্ত যথাযথ তথ্য প্রদান করবেন যাতে শ্রমিক ও নিয়োগকর্তাদের পক্ষে অনুরূপ বিপদের সংস্পর্শের ঝুঁকি হ্রাস করা সহজ হয়।

৫.৪. কাজ-সংশ্লিষ্ট জখমের প্রজ্ঞাপন

৫.৪.১. সকল পেশাগত দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তের পরিবারকে দুর্ঘটনা প্রজ্ঞাপিত করতে হবে; এবং, যত দ্রুত সম্ভব, জাতীয় আইন ও প্রবিধানে যেরূপ বিধান করা হয়েছে সেরূপ, তা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, শ্রম পরিদর্শন বিভাগ, সংশ্লিষ্ট বীমা প্রতিষ্ঠান বা অন্য প্রতিটি সংস্থাকে প্রজ্ঞাপিত করতে হবে:

(ক) প্রাণঘাতী পেশাগত দুর্ঘটনা রিপোর্ট করার পরপরই;

(খ) অন্যান্য পেশাগত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে।

৫.৪.২. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এবং নির্দেশিত প্রমিত ফরমে বা ফরম্যাটে প্রজ্ঞাপিত করতে হবে, যেমন:

(ক) শ্রম পরিদর্শন বিভাগের জন্য দুর্ঘটনা প্রতিবেদন;

(খ) বীমা প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রতিবেদন;

(গ) পরিসংখ্যান প্রস্তুতকারী সংস্থার জন্য প্রতিবেদন; অথবা

(ঘ) একটি একক ফরম যার মধ্যে সকল সংস্থার জন্য সকল অত্যাবশ্যক তথ্যসমূহ থাকবে।

৫.৪.৩. শ্রম পরিদর্শন বিভাগ, বীমা প্রতিষ্ঠান ও পরিসংখ্যান প্রস্তুতকারী সংস্থার প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে, নির্দেশিত সংস্থা-ভিত্তিক বা একক ফরমের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে কমপক্ষে নিম্নোক্ত ন্যূনতম তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে:

(ক) স্থাপনা ও নিয়োগকর্তা;

(খ) জখম ব্যক্তি (নাম, ঠিকানা, লিঙ্গ ও বয়স, চাকুরির মর্যাদা, পেশা);

(গ) জখমের ধরন, প্রকৃতি ও স্থান;

(ঘ) দুর্ঘটনা ও তার পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতা (দুর্ঘটনাস্থলের ভৌগোলিক অবস্থান, তারিখ ও সময়, যেভাবে দুর্ঘটনা ঘটেছে, দুর্ঘটনার ধরন)।

৫.৪.৪. যাতায়াতকালীন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপনের জন্য জাতীয় আইন বা প্রবিধান দ্বারা প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয় তথ্য এবং, পাওয়া গেলে, আরো বিস্তারিত তথ্য নির্ধারণ করে দিতে হবে।

৫.৫. পেশাগত রোগব্যাধির প্রজ্ঞাপন

৫.৫.১. জাতীয় আইন বা প্রবিধান দ্বারা পেশাগত রোগব্যাধির প্রজ্ঞাপনে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিতে হবে:

(ক) স্থাপনা ও নিয়োগকর্তা;

(খ) পেশাগত রোগব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি (নাম, চাকুরির মর্যাদা, রোগনির্ণয়কালীন পেশা, বর্তমান নিয়োগকর্তার অধীনে চাকুরির বয়স);

(গ) পেশাগত রোগব্যাধি (নাম ও প্রকৃতি, ক্ষতিকর ঘটক (agent), প্রক্রিয়া বা সংস্পর্শ, কাজের বিবরণ, সংস্পর্শের সময়কাল, রোগ নির্ণয়ের তারিখ)।

৬. পেশাগত স্বাস্থ্যসেবা

৬.১. Occupational Health Services Convention (No. 161) and Recommendation (No. 171), 1985 [পেশাগত স্বাস্থ্যসেবা কনভেনশন (নং ১৬১) এবং সুপারিশ (নং ১৭১), ১৯৮৫]- এর সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ পেশাগত স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান প্রণয়ন করবেন:

(ক) আইন ও প্রবিধান দ্বারা; অথবা

(খ) যৌথচুক্তি দ্বারা অথবা সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকরা অন্য যেভাবে সম্মত হন সেভাবে; অথবা

(গ) সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনসমূহের সাথে আলোচনাক্রমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত অন্য যে কোন পন্থায়।

৬.২. কোন একক স্থাপনার জন্য অথবা কয়েকটি স্থাপনার জন্য যৌথভাবে, যেরূপ উপযুক্ত সেরূপ, পেশাগত স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে:

(ক) সংশ্লিষ্ট একক স্থাপনা অথবা স্থাপনা-সমষ্টি দ্বারা;

(খ) রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ অথবা সরকারি সেবা দ্বারা;

(গ) সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান অথবা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য যে কোন সংস্থা দ্বারা।

৬.৩. নিয়োগকর্তা পেশাগত স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠা করবেন অথবা স্বাস্থ্যসেবা থেকে সেবা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করবেন, প্রতিষ্ঠানে যে স্বাস্থ্যসেবার মূল কাজ, উদ্দেশ্য ও পরিচালনার লক্ষ্য হবে প্রতিরোধমূলক এবং এগুলোকে নিয়োগকর্তার জন্য, বিশেষ করে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে, সহায়ক হতে হবে:

(ক) কর্মস্থলে স্বাস্থ্যগত বিপদের ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত ও পরিমাপ করা;

(খ) কাজের পরিবেশের উপাদান নিরীক্ষণ (সংযোজনী ২ দেখুন) এবং, যে ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা শ্রমিকদের স্যানিটারী স্থাপনা, ক্যান্টিন ও আবাসন সুবিধা প্রদান করবেন সে ক্ষেত্রে এগুলোসহ, যেসব কাজের রীতি শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে সেসব কাজের রীতি নিরীক্ষণ;

(গ) কর্মস্থলের নকশাসহ, কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সংগঠন, কলকব্জা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি পছন্দ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সেগুলোর অবস্থা এবং কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য পদার্থ সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান;

(ঘ) কাজের রীতিতে উন্নতি সাধন এবং নতুন যন্ত্রপাতির স্বাস্থ্যগত দিকসমূহ পরীক্ষা ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম প্রণয়নে অংশগ্রহণ;

(ঙ) পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধি পালন এবং কাজের পরিবেশ ও দক্ষতা উন্নয়ন, এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান;

(চ) কর্মস্থলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ (সংযোজনী ১ দেখুন);

(ছ) কাজের সাথে শ্রমিকের খাপ খাওয়ানো;

(জ) পেশাগত পুনর্বাসন ব্যবস্থায় অবদান রাখা;

(ঝ) পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ), স্বাস্থ্যবিধি পালন এবং কজের পরিবেশ ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক তথ্য, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কর্মসূচিতে একসাথে কাজ করা;

(ঞ)প্রাথমিক চিকিৎসা ও জরুরি চিকিৎসা আয়োজন করা;

(ট) কাজ-সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা ও রোগব্যাধির বিশ্লেষণে অংশগ্রহণ।

৬.৪. জাহাজভাঙ্গার কজে স্বাস্থ্যগত বিপদের সংখ্যা অনেক, এই বাস্তব সত্য ও স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৬.৫. সকল শ্রমিককে স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে, যা পরিচালিত হবে আইএলও-র *Technical and ethical guidelines for workder's health suveillance* (শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণের জন্য কারিগরি ও নৈতিক গাইডলাইনস) এবং জাতীয় আইন ও প্রবিধান অনুসারে। এ নির্দেশাবলী অনুসারে, বিশেষ করে নিম্নোক্ত কর্মকান্ডের জন্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হবে (সংযোজনী ১ দেখুন) :

(ক) বিভিন্ন স্তরে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ আয়োজন;
(খ) স্বাস্থ্য মূল্যায়ন এবং তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন;
(গ) নিয়োগ-পূর্ব, চাকুরিকালীন ও নিয়োগ-পরবর্তী ডাক্তারি পরীক্ষা;
(ঘ) শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণের ফলাফল ও নথি ব্যবহার।

৬.৬ এ নির্দেশাবলীর সংযোজনী ২-এর শর্তাবলী অনুসরণে এবং জাতীয় আইন ও প্রবিধানে যেরূপ নির্দেশিত হয়েছে সেরূপ কাজের পরিবেশ নিরীক্ষণ এবং নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পূর্ব-সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬.৭. যখনই কোন নতুন জাহাজ বা নতুন যন্ত্রপাতি আসবে এবং নতুন কর্ম-পদ্ধতি প্রয়োজন হবে তখনই নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের উপর এগুলোর প্রভাব সম্পর্কে শ্রমিকদেরকে অবহিত করা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

২. নিরাপদ জাহাজভাঙ্গা পরিচালনা

৭. পরিচালনার পরিকল্পনা প্রণয়ন

৭.১. সাধারণ শর্তাবলী

৭.১.১. জাহাজভাঙ্গার কাজকে তিনটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা যায়– প্রস্তুতি, বিখন্ডিতকরণ এবং বস্তু (টুকরা) প্রবাহ ব্যবস্থাপনা। এই পর্যায়গুলোকে পুনরায় ভাগ করে সেগুলোর অন্তর্গত কাজের প্রক্রিয়াগুলোকে চিহ্নিত করা যায়। জাহাজভাঙ্গার প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে আলাদা আলাদা কাজ এবং সে মোতাবেক শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক কাজগুলোকে অধিকতর সহজে চিহ্নিত ও পরিমাপ করা সম্ভব। তাই এ কৌশলে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের মাধ্যমে জাহাজভাঙ্গা কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিসমূহ দুর করে বা নিম্নতম পর্যায়ে নামিয়ে এনে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য রক্ষা করা সম্ভব। এ কৌশলের একটি উদাহরণ নিরাপদ জাহাজভাঙ্গা পরিকল্পনার মডেলে প্রদর্শিত হয়েছে (চিত্র ১)। পরিকল্পনাটিতে কোন বিশেষ জাহাজের তথ্য প্রয়োগ করলে তা জাহাজ-ভিত্তিক হবে।

৭.১.২. প্রতিটি প্রধান পর্যায়ের নিরাপদ বাস্তবায়ন নির্ভর করবে নিরাপদ কাজের রীতি ও প্রক্রিয়া গ্রহনের উপর এবং জাহাজের ভৌত বৈশিষ্ট্য ও ভাঙ্গার জন্য উপস্থাপিত জাহাজে থাকা বিপজ্জনক বা অন্যান্য ধরনের বর্জ্য থেকে সৃষ্ট কিংবা জাহাজের মধ্যে নিহিত থাকা বিপদ সম্পর্কে আগাম তথ্য সরবরাহের উপর। জাহাজ বিখন্ডিতকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সে পরিকল্পনার নিরাপদ বাস্তবায়নের জন্য জাহাজের নকশা, প্ল্যান, ট্যাংকসমূহের বিন্যাসের বিবরণসহ লগবুক, ইত্যাদি আকারে জাহাজের বিস্তারিত তথ্যসহ উপকরণের ইনভেন্টরি তৈরি করা অত্যাবশ্যক। "গ্রীন পাসপোর্ট" সিস্টেমে (নিচে দেখুন) প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহের কিছু পাওয়া যাবে; তবে শুধুমাত্র এর উপর নির্ভর করলে কর্ম-পরিকল্পনার অন্যান্য বিষয় উপেক্ষিত থেকে যেতে পারে।

চিত্র ঃ ১. নিরাপদ জাহাজভাঙ্গা পরিকল্পনার মডেল

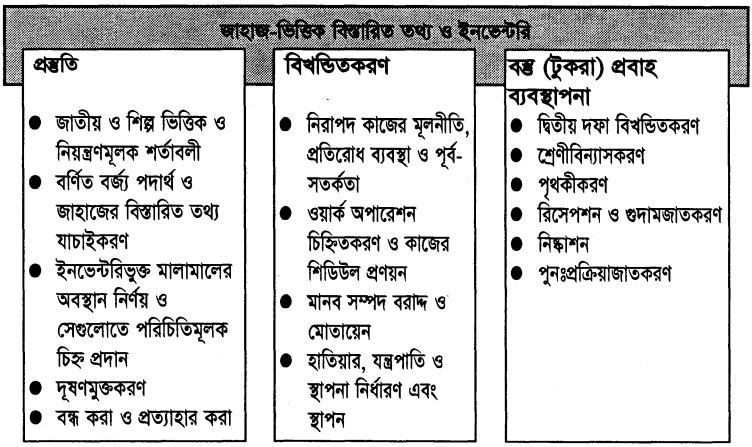

৭.১.৩. সকল জাহাজ বিখন্ডিতকরণের ক্ষেত্রে, মালিকপক্ষ শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের সুরক্ষার জন্য অগ্রিম পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। তিনটি প্রধান পর্যায় বিশিষ্ট কৌশলটি অনেকগুলো পদ্ধতিগত কৌশলের একটি, যা নিরাপদ জাহাজভাঙ্গা পরিকল্পনা প্রণয়নে গ্রহণ ও প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, জাহাজভাঙ্গা কজের মালিকপক্ষ *Guidelines on occupational safety and health management systems, ILO-OSH 2001 (পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কিত গাইডলাইনস, আইএলও-ওএসএইচ ২০০১)*- এর শর্তাবলী (অধ্যায় ৪ দেখুন) পূরণকারী যে কোন পরিকল্পনা অথবা শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের সুরক্ষা বিধানকারী অন্য কোন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন। যে পদ্ধতিই অবলম্বন করা হোক, বিভিন্ন কঠিন দৈহিক পরিশ্রমের কাজে নিয়োজিতদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আগাম তথ্য ও পরিকল্পনা প্রণয়ন অত্যাবশ্যক। যেহেতু জাহাজভাঙ্গা একটি জটিল কর্মকান্ড, সেহেতু কর্ম-ব্যবস্থা নথিভুক্ত করা এবং শ্রমিকদেরকে তাদের প্রাসঙ্গিক অংশসমূহের অনুলিপি, তাদের বোধগম্য ভাষায়, সরবরাহ করা অত্যাবশ্যক।

৭.১.৪. পর্যালোচনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিরাপদ জাহাজভাঙ্গা পরিকল্পনাকে পদ্ধতিগতভাবে কাজের পরিস্থিতির উন্নতি বিধানের একটি উপায়ও হতে হবে। জাহাজভাঙ্গা কাজের পরিকল্পনা প্রণয়নের অন্যতম সুফল হচ্ছে, নিরাপদ কাজের রীতি গ্রহণের ফলে কাজ-সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা হ্রাস ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সক্রিয় রয়েছে জানা থাকায় সৃষ্ট মানসিক স্বস্তি।

৭.১.৫. জাহাজভাঙ্গা স্থাপনার মালিকগণ অবশ্যই "প্রথমে নিরাপত্তা" সংস্কৃতি উৎসাহিত করবেন এবং স্বাস্থ্যসেবা, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ (সংযোজনী ১ দেখুন), কাজের পরিবেশ নিরীক্ষণ (সংযোজনী ২ দেখুন) এবং অন্যান্য কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলবেন।

৭.১.৬. সব শ্রমিকের অভিষেক (induction) ও নিরাপদ কাজের কার্যপ্রণালী বিষয়ে মৌলিক নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ লাভ করা এবং, যখন পরিস্থিতি দাবি করবে তখন, প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ও সুরক্ষা পোশাক পাওয়া আবশ্যক। কঠিন পরিশ্রমের ও বিপজ্জনক কাজে প্রমাণিত সামর্থ্য ও বিশেষায়িত দক্ষতাসম্পন্ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকদেরকে ব্যবহার করতে হবে।

৭.১.৭. অগ্নি-প্রতিরোধ পরিকল্পনা ও কার্যক্রম প্রণয়ন এবং নিয়মিতভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। আগে পরিদর্শন ও অগ্নি-প্রতিরোধ কার্যক্রম গ্রহণ করে পরে জাহাজ বিখন্ডিত করার কঠোর (rough) প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অগ্নি-নির্বাপক দলকে কাজ চলাকালে সার্বক্ষণিকভবে হাজির রাখতে হবে।

৭.১.৮. অগ্নিকান্ড, বিস্ফোরণ, বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ নির্গমন ও শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতির জন্য জরুরি পরিস্থিতি কার্যপ্রণালী, জরুরি নিষ্ক্রমণ পথ ও উদ্ধার কাজের পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে এবং সেগুলোর মহড়া দিতে হবে।

৭.১.৯. বিপদের সংস্পর্শ, দুর্ঘটনা ও জরুরি পরিস্থিতি প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা ও প্রতিরোধ দলসমূহকে আগাম ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম করে তোলার জন্য, কঠোর (rough) ভাঙ্গন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিক পর্যায়গুলোর একটি পরিকল্পনা অর্থাৎ

একটি নিরাপদ জাহাজভাঙ্গা পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। পরিবীক্ষণ ও ভ্রাম্যমান পরিদর্শন দল (এক বা একাধিক) গঠন করতে হবে এবং বিপজ্জনক ঘটনা পরিহারে আগাম ব্যবস্থা গ্রহণ ও পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য লোক নিয়োগ করতে হবে।

৭.১.১০. মনে রাখতে হবে, উপরে প্যারাগ্রাফ ৭.১.১-এ উল্লেখিত নিরাপদ জাহাজভাঙ্গা পরিকল্পনার মডেল, জাহাজভাঙ্গা শিডিউল (সেকশন ৭.২) এবং ঝুঁকি নিরূপণ পদ্ধতিকে (সংযোজনী ৫) কেবলমাত্র উদাহরণ হিসাবে দেখানো হয়েছে। এগুলো দিয়ে এটাই বোঝাতে চাওয়া হয়েছে যে জাহাজভাঙ্গা কাজের মধ্যে নিহিত থাকা পেশাগত বিপদ থেকে শ্রমিকদের যথাযথ সুরক্ষাসহ নিরাপদে জাহাজভাঙ্গা কর্মকান্ড পরিচালনা করতে হলে একটি যুক্তিসঙ্গত ও পদ্ধতিগত কৌশল ব্যবহার করতে হবে।

৭.২. নিরাপদ জাহাজভাঙ্গা পরিকল্পনা ও শিডিউল

৭.২.১. পরিকল্পনা মডেল

৭.২.১.১. শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ব-সতর্কতামূলক ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাসহ, নিরাপদ জাহাজভাঙ্গা কাজের রীতি ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গ জাহাজভাঙ্গা কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবস্থাপক ও সুপারভাইজারদের কাছ থেকে জ্ঞান ও পরামর্শ (input) নিয়ে তা সহযোগে পরিকল্পনা মডেল প্রণয়ন করা যেতে পারে এবং যখন প্রতিটি জাহাজের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে তখন সে জাহাজের জন্য এটিকে অভিযোজিত করে নেয়া যেতে পারে। পরিকল্পনা প্রণয়নকালে, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ ও ঠিকাদারদের নিকট থেকে, ভাঙ্গার জন্য নির্বাচিত জাহাজ এবং জাহাজভাঙ্গার বাস্তব কর্মকান্ডে যাদের যুক্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে সেসব ব্যক্তির প্রেক্ষাপটে, জ্ঞান ও পরামর্শ নিতে হবে।

৭.২.১.২. সকল নিরাপদ জাহাজভাঙ্গা পরিকল্পনার মধ্যে, অন্যান্য কর্মকান্ডসহ, নিম্নোক্ত প্রধান পরিকল্পনা-প্রণয়ন কর্মকান্ডসমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে:

(ক) পুরো জাহাজভাঙ্গা কাজের জন্য সামগ্রিকভাবে এবং প্রতিটি প্রধান পর্যায়ের জন্য আলাদাভাবে প্রয়োজনীয় পরিচালনা কাজের কার্যপ্রণালী/প্রক্রিয়া নির্ধারণ;

(খ) পরিচালনা কাজের কার্যপ্রণালী/প্রক্রিয়াসমূহ ও অনুগামী (attendant) সংশ্লিষ্ট বিপদসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং প্রতিটি বিপদের ঝুঁকি নিরূপণ;

(গ) যেরূপ প্রযোজ্য সেরূপ, আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও জাহাজ-সংশ্লিষ্ট উৎসসমূহ থেকে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) ব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্য ব্যবহার করে, প্রতিটি কার্যপ্রণালী/প্রক্রিয়ার জন্য যথাযথ ও পর্যাপ্ত প্রতিরোধমূলক ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নির্বাচন; যে কোন অতিরিক্ত শর্তাবলী যেমন দায়িত্ব, জবাবদিহিতা, তদারকি, সামর্থ্য ও প্রশিক্ষণ এবং ক্রয়, লিজ ও চুক্তির স্পেসিফিকেশনের জন্য পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) সংক্রান্ত শর্তাবলী বিবেচনাকরণ।

নিরাপদ জাহাজভাঙ্গার কাজে মালিকপক্ষের জন্য একটি শর্ত হল, তাদেরকে কাজের আগাম পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে এবং জাহাজভাঙ্গার কাজ চলাকালে এবং শেষ হওয়ার পর অব্যাহতভাবে এই পরিকল্পনা পর্যালোচনা করতে হবে।

৭.২.১.৩. চিত্র ১-এ প্রদর্শিত মডেল অনুসারে নিরাপদ জাহাজভাঙ্গা পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম পর্যায় শুরু হবে জাহাজ-ভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য ও উপকরণের ইনভেন্টরি সংগ্রহের মাধ্যমে। এ সূত্রে, জাহাজ এসে পৌঁছার আগেই দুটো দলিল সংগ্রহ করতে হবে, যেগুলো হচ্ছে;

(ক) এ নির্দেশাবলীর ২.৩.৫-এ বর্ণিত বিচ্ছিন্নকরণ সার্টিফিকেট; এবং

(খ) IMO Assembly resolution No. A. 962 (23) [আইএমও এ্যাসেমব্লী সিদ্ধান্ত নং এ. ৯৬২ (২৩)]-এ গৃহীত "গ্রীন পাসপোর্ট", যার মধ্যে থাকবে জাহাজভাঙ্গা স্থাপনায় জাহাজ এসে পৌঁছানোর সময় তাতে থাকা মানব স্বাস্থ্য বা পরিবেশের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে এমন সব উপকরণের একটি ইনভেন্টরি (সংযোজনী ৪ এবং পরিভাষা দেখুন)। এটি জাহাজ নির্মাণের সময় তৈরি করার কথা (এবং জাহাজের পুরো জীবন ধরে সংরক্ষণ করার কথা), অথবা জাহাজ চালু থাকাকালীন সময়ে একবার পরিদর্শনের পর তৈরি করার কথা।

৭.২.১.৪. বিচ্ছিন্নকরণ সার্টিফিকেট এবং/অথবা "গ্রীন পাসপোর্ট" থাকুক বা না থাকুক, জাহাজভাঙ্গা স্থাপনার মালিকপক্ষ, প্রতি জাহাজের ক্ষেত্রে, যে কোন জাহাজের ভৌত ভাঙ্গন শুরু করার আগে ন্যূনতম হিসাবে:

(ক) বাসেল কনভেনশন এবং আইসিএস প্রণীত Industry code of practice on ship recycling (জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প আচরণবিধি)-এর বিধানাবলী অনুসারে জাহাজমালিক কর্তৃক প্রদত্ত জাহাজে থাকা বিপজ্জনক পদার্থসমূহের একটি হালনাগাদ তালিকা সংগ্রহ করবেন:

(খ) প্রত্যয়ন করবেন, জাহাজের মালিক, দালাল ও ভাঙ্গনকারীরা নিশ্চিত করেছেন যে ভাঙ্গার জন্য নির্বাচিত জাহাজটি হট ওয়ার্কের জন্য গ্যাসমুক্ত ও দূষণমুক্ত করা হয়েছে;

(গ) নিরাপদ জাহাজভাঙ্গা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের (জাহাজের নক্শা, প্ল্যান ইত্যাদি) প্রাপ্যতা নিশ্চিত করবেন।

নিরাপদ জাহাজভাঙ্গা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং নিরাপদ প্রক্রিয়া ও কার্যপ্রণালী অনুসরণ করে ভাঙ্গার কাজ পরিচালনার জন্য উপরোক্ত তথ্যাবলী অতি গুরুত্বপূর্ণ। এসব তথ্য পরিকল্পনাটির ভিত্তি গঠন করে, কোথায় কি বিপদ আছে তা নিরূপণ করে এবং প্রাথমিক প্রতিরোধমূলক ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য প্রথম উদ্যোগ ও উপায় প্রদান করে।

৭.২.১.৫ জাহাজ-ভিত্তিক ভাঙ্গন পরিকল্পনার প্রধান পর্যায়গুলোকে সহায়তা করার জন্য, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্যের সমন্বয়ে ও করণীয় কাজসমূহের ধারাবাহিক ক্রমানুসারে জাহাজভাঙ্গা কাজের শিডিউল প্রণয়ন করতে হবে। সময় বাঁচানো এবং শিডিউলসমূহের পূর্ণাঙ্গতা নিশ্চিত করার জন্য, জাহাজ সম্পর্কিত তথ্য পাবার সাথে সাথেই অধিকতর বাঞ্ছনীয়ভাবে জাহাজভাঙ্গা স্থাপনায় জাহাজটি এসে পৌঁছার পূর্বেই, শিডিউল প্রণয়ন শুরু করতে হবে। প্রতিটি পর্যায়ের মূল উপাদানসমূহ নিচে চিত্র ২-এ বর্ণিত হয়েছে:

৭.২.১.৬. জাহাজভাঙ্গা কাজের শিডিউল:

(ক) চিত্র ২-এ যেরূপ দেখানো হয়েছে সেরূপ প্রতিটি চিহ্নিত উপাদান সহকারে প্রতিটি প্রধান পর্যায়ের জন্য প্রণয়ন করতে হবে; এবং

(খ) অগ্রগতি ছক হিসাবে ব্যবহার করতে হবে, যার মধ্যে কাজের অগ্রগতি চিহ্নিত করা যাবে।

৭.২.১.৭. চিত্র ৩ অনুসারে, জাহাজভাঙ্গা কাজের শিডিউলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে হবে;

(ক) প্রতিটি প্রধান প্রক্রিয়া (করণীয় কাজ);

(খ) সকল উপ-প্রক্রিয়া;

(গ) ঝুঁকি নিরূপণের জন্য যথাযথ তথ্যাবলী (ঝুঁকি উপাদানসমূহ);

(ঘ) নিরাপদ কাজ নিশ্চিতকরণমূলক প্রতিরোধ ব্যবস্থাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ; এবং

(ঙ) বাস্তবায়িতব্য প্রতিটি বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ।

সম্পন্নকৃত ঝুঁকি নিরূপণ থেকে প্রাপ্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহ (সংযোজনী ৫-এ ঝুঁকি নিরূপণ ফরমের মডেলের উদাহরণ দেখুন) চিত্র ৩-এ যথাযথ ঝুঁকি উপাদান কলামে লিখতে হবে, যাতে শিডিউলে যথাসম্ভব বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় এবং কোন বাড়তি নথি ব্যবহারের প্রয়োজন না হয়। কোন প্রক্রিয়ার ঝুঁকি নিরূপণে যদি দেখা যায় কাজ শুরু করার আগেই নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কঠোর ও সুনির্দিষ্ট প্রতিরোধমূলক ও পূর্ব-সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে সে ক্ষেত্রে শিডিউলে ঝুঁকি নিরূপণ নথি নম্বর (যেমন চিত্র ৩-এ প্রদর্শিত উদাহরণ-"১৫ নং প্রতিবেদন") দেখাতে হবে। সাধারণ (generic) ঝুঁকি নিরূপণের সাহায্যে প্রাথমিক ঝুঁকি নিরূপণ করা যেতে পারে; তবে জাহাজ যাচাই/জরিপ করার পর তা হালনাগাদ করে নিতে হবে।

চিত্র ২। জাহাজভাঙ্গা কাজের প্রতিটি প্রধান পর্যায়ের শিডিউল প্রণয়নের উপাদানসমূহ

চিত্র ৩। জাহাজভাঙ্গা কাজের তিনটি প্রধান পর্যায়ের মডেল শিডিউল

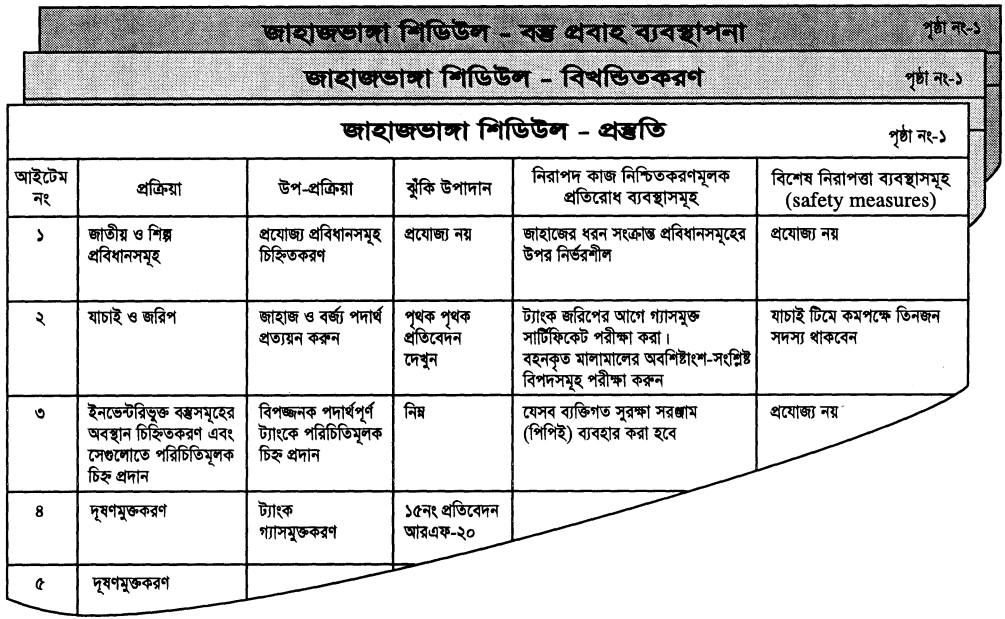

জাহাজভাঙ্গা শিডিউল - বস্তু প্রবাহ ব্যবস্থাপনা — পৃষ্ঠা নং-১

জাহাজভাঙ্গা শিডিউল - বিখণ্ডিতকরণ — পৃষ্ঠা নং-১

জাহাজভাঙ্গা শিডিউল - প্রস্তুতি — পৃষ্ঠা নং-১

আইটেম নং	প্রক্রিয়া	উপ-প্রক্রিয়া	ঝুঁকি উপাদান	নিরাপদ কাজ নিশ্চিতকরণমূলক প্রতিরোধ ব্যবস্থাসমূহ	বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থাসমূহ (safety measures)
১	জাতীয় ও শিল্প প্রবিধানসমূহ	প্রযোজ্য প্রবিধানসমূহ চিহ্নিতকরণ	প্রযোজ্য নয়	জাহাজের ধরন সংক্রান্ত প্রবিধানসমূহের উপর নির্ভরশীল	প্রযোজ্য নয়
২	যাচাই ও জরিপ	জাহাজ ও বর্জ্য পদার্থ প্রত্যয়ন করুন	পৃথক পৃথক প্রতিবেদন দেখুন	ট্যাংক জরিপের আগে গ্যাসমুক্ত সার্টিফিকেট পরীক্ষা করা। বহনকৃত মালামালের অবশিষ্টাংশ-সংশ্লিষ্ট বিপদসমূহ পরীক্ষা করুন	যাচাই টিমে কমপক্ষে তিনজন সদস্য থাকবেন
৩	ইনভেন্টরিভুক্ত বস্তুসমূহের অবস্থান চিহ্নিতকরণ এবং সেগুলোতে পরিচিতিমূলক চিহ্ন প্রদান	বিপজ্জনক পদার্থপূর্ণ ট্যাংকে পরিচিতিমূলক চিহ্ন প্রদান	নিম্ন	যেসব ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ব্যবহার করা হবে	প্রযোজ্য নয়
৪	দূষণমুক্তকরণ	ট্যাংক গ্যাসমুক্তকরণ	১৫নং প্রতিবেদন আরএফ-২০		
৫	দূষণমুক্তকরণ				

৭.২.২. প্রস্তুতি পর্যায়

৭.২.২.১. প্রস্তুতি পর্যায়ে, অর্থাৎ জাহাজ এসে পৌঁছার পূর্ব থেকে শুরু করে বাস্তবে জাহাজ বিখন্ডিত করার কাজ শুরু করা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে, নিম্নোক্ত করণীয়সমূহ সম্পন্ন করতে হবে;

(ক) আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও শিল্প প্রবিধান ও গাইডলাইনসমূহ: এগুলোর মধ্যে রয়েছে জাহাজের মালিক/বিক্রেতা (vendor) কর্তৃক আইএমও-র Guidelines on ship recycling (জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ গাইডলাইনস), বাসেল কনভেনশনের Technical guidelines for the environmentally sound management of the full and partial dismantling of ships (পূর্ণ ও আংশিক জাহাজ বিচ্ছিন্নকরণের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কারিগরি গাইডলাইনস), আইসিএস প্রণীত Industry code of practice on ship recycling (জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প আচরণবিধি), পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) সংক্রান্ত জাতীয় গাইডলাইনসমূহ, অথবা যে কোন সমতুল্য নিয়ন্ত্রণমূলক বা আচরণবিধিভুক্ত শর্তসমূহ পালন;

(খ) যাচাই ও জরিপ: এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে "গ্রীন পাসপোর্টে" বর্ণিত তথ্য অথবা অন্যান্য উপকরণ ইনভেন্টরি নথি যাচাই অথবা কোন ইনভেন্টরি সরবরাহ করা না হয়ে থাকলে জাহাজ জরিপের ব্যবস্থা। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রাথমিক পর্যালোচনা সম্পন্নকরণ (আরও দেখুন সেকশন ৪.৩) এবং, পাওয়া গেলে, অন্যান্য বিদ্যমান উপাত্ত, বিশেষ করে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ, কাজের পরিবেশ নিরীক্ষণ, সক্রিয় ও প্রতিক্রিয়ামূলক পরিবীক্ষণ এবং ঝুঁকি নিরূপণ পর্যালোচনা থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ;

(গ) ইনভেন্টরিভুক্ত মালামালের অবস্থান চিহ্নিতকরণ এবং সেগুলোতে পরিচিতিমূলক চিহ্ন প্রদান: জাহাজে থাকা বিপজ্জনক বর্জ্যসমূহের বিপদ সম্পর্কে সকল শ্রমিকের সচেতন হওয়া নিশ্চিত করার জন্য জাহাজে সেসব বর্জ্যের অবস্থান চিহ্নিত করতে হবে এবং, সম্ভব হলে, সেগুলোতে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে পরিচিতিমূলক চিহ্ন

প্রদান করতে হবে এবং নিরাপদ জাহাজভাঙ্গা শিডিউলে এবং প্রতিটি কাজের নকশা (working drawing), পরিকল্পনা, ও উপ-ঠিকাদারদের জন্য প্রণীত নির্দেশনা, ইত্যাদিতে সেগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে;

(ঘ) দূষণমুক্তকরণ: যে কোন অবশিষ্ট গ্যাসমুক্তকরণ, ট্যাংক/প্রকোষ্ঠ পরিস্কারকরণ এবং বহনকৃত মালামালের অবশিষ্টাংশ (বিপজ্জনক রাসায়নিক বা অন্য কোন ধরনের পদার্থ) অপসারনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং সেসব কাজ সম্পন্ন করা;

(ঙ) বন্ধ করা ও খুলে ফেলা: এর শর্তাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে জাহাজের হাইড্রলিক সিস্টেম, বয়লার, অগ্নি সুরক্ষা ব্যবস্থা, জ্বালানি তেল ও বিদ্যুৎচালিত সিস্টেমসমূহ যেমন জেনারেটর, ইনসিনারেটর, ফ্রেশওয়াটার সিস্টেম, ফিডট্যাংক ও আনুষংগিক ফিটিংসসমূহ বন্ধ করা অথবা খুলে ফেলা।

৭.২.২.২. সরবরাহকৃত বা ঘোষণাকৃত তথ্যে যাতে কোন অপূর্ণতা না থাকে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি পর্যায়ে 'বর্ণিত শর্তপালন নথি' (stated compliance documents) যাচাই করতে হবে। এ ধরনের যাচাইয়ে নির্দেশিত নথিপত্রের সাথে বাস্তবে উপস্থাপিত নথিপত্রের তুলনা করা প্রয়োজন হতে পারে। যে ক্ষেত্রে তথ্যে কোন ভুল থাকবে, তথ্য বাদ পড়বে অথবা তথ্যবিকৃতি ঘটবে সে ক্ষেত্রে এগুলো সযত্নে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং শ্রমিকদের নিকট প্রতিটি শিডিউল পাঠানোর আগেই প্রতিটি পার্থক্য নিরসন করতে হবে। জাহাজে থাকা বর্জ্য পদার্থ বা অন্যান্য বিপজ্জনক পদার্থের ইনভেন্টরি যাচাই করার সময় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

৭.২.২.৩. ইনভেন্টরিতে উল্লেখিত বর্জ্য ও বিপজ্জনক পদার্থসমূহের অবস্থান চিহ্নিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। জাহাজের জেনারেল অ্যারেঞ্জমেন্ট প্ল্যানে (জিএ প্ল্যান-পরিভাষা দেখুন) পদার্থসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য টীকা আকারে অন্তর্ভুক্ত করে এবং, পরবর্তীকালে, জাহাজ এসে পৌছালে অথবা জাহাজভাঙ্গা স্থাপনার মালিকের নিকট হস্তান্তরের অব্যবহিত পরেই জাহাজে থাকা বস্তুসমূহে পরিচিতিমূলক চিহ্ন প্রদানের মাধ্যমে এই চিহ্নিতকরণের কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে। ইনভেন্টরিতে উল্লেখিত সকল বস্তু কোথায় কি অবস্থায় আছে তা অবশ্যই নিরূপণ করতে হবে এবং

বর্জ্য বা বিপজ্জনক পদার্থসমূহ অপসারণের যে কোন প্রচেষ্টার আগেই, তথ্যে থাকা প্রতিটি ভুল ও প্রতিটি বর্জনের (পরিমাণ/বস্তু) সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে রেফারেন্সের জন্য এবং অবশেষে জাহাজ থেকে অপসারিত বস্তুসমূহের হিসাব মেলানোর জন্য সর্বদা শিডিউলের সাথে ইনভেন্টরির একটি টীকাযুক্ত (annotated) ও অনুমোদিত অনুলিপি সংরক্ষন করতে হবে। যে ব্যক্তি শিডিউল তৈরি করবেন এবং শিডিউলের দায়িত্বে থাকবেন তার পরিচয় লিখতে হবে।

৭.২.২.৪. স্থান ও যন্ত্রপাতিসমূহ দূষণমুক্ত করার জন্য প্রতিটি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সেগুলোর বিস্তারিত বিন্যাসসহ প্রতিটি প্রকোষ্ঠ ও যন্ত্রপাতি চিহ্নিত করা আবশ্যক। কাজ শুরু করার পূর্বে যেসব এলাকা, স্থান ও যন্ত্রপাতিতে বিপদের সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন সেগুলো শিডিউল ও জেনারেল অ্যারেঞ্জমেন্ট প্ল্যানে, অথবা কেবলমাত্র দূষণমুক্তকরণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহারের জন্য এর একটি অনুলিপিতে, সুস্পষ্টভাবে দেখাতে হবে। দূষণমুক্তকরণের (বিপজ্জনক দূষণকারী পদার্থ বা বস্তু অপসারণ) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে গ্যাসমুক্তকরণ, পরিস্কারকরণ, রাসায়নিক পদার্থের/বহনকৃত মালামালের অবশিষ্টাংশ, ইত্যাদি অপসারণ।

৭.২.২.৫. জাহাজভাঙ্গা স্থাপনার মালিকের কাছে ডেলিভারীর জন্য অপেক্ষমাণ জাহাজ ডেলিভারী দানে ও চালনায় ব্যবহৃত সিস্টেমসমূহ জাহাজ ভাঙ্গা শুরু করার আগেই বন্ধ করতে ও খুলে ফেলতে হবে। সচরাচর, এসব সিস্টেমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে হাইড্রলিক সিস্টেম, বয়লার, অগ্নি সুরক্ষা ব্যবস্থা, জ্বালানি তেল ও বিদ্যুৎচালিত সিস্টেমসমূহ, ইনসিনারেটর, ফ্রেশওয়াটার ইভাপোরেটর সিস্টেম, ট্যাংক ও ফিটিংস ইত্যাদি বন্ধ ও দূষণমুক্ত করা। সকল ক্ষেত্রে, অবশ্যই নিরাপদে কাজ সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন উপযুক্ত কর্মীরা কাজটি সম্পন্ন করবেন। আদর্শগতভাবে, এগুলোকে সংশ্লিষ্ট জাহাজভাঙ্গা কাজের শিডিউলে চিহ্নিত করা বাঞ্ছনীয়।

৭.২.২.৬. বিপজ্জনক বস্তুসমূহ চিহ্নিত করা ও সেগুলোতে পরিচিতিমূলক চিহ্ন প্রদান এবং রাসায়নিক দূষণমুক্তকরণের পূর্বে আবদ্ধ স্থানে প্রবেশ, হট ওয়ার্ক, ইত্যাদির

অনুমতি দেয়া যাবে না। কাজ শুরু করার আগে অবশ্যই ট্যাংক গ্যাসমুক্তকরণ নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকদের, বিশেষ করে অপসারণ প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি যুক্ত নয় এমন শ্রমিকদের, বিপদের সংস্পর্শের সম্ভাবনা হ্রাস করার জন্য বিপজ্জনক বস্তুসমূহ অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭.২.২.৭. বিপজ্জনক কাজের এলাকাগুলোতে সুস্পষ্ট পরিচালিতমূলক চিহ্ন প্রদান এবং সেখানে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। বিশেষ অপসারণ দলসমূহের ও অন্যান্য উচ্চঝুঁকি শ্রমিকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, উপযুক্ত হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি, কারিগরি ও ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) প্রদান করতে হবে এবং তাদেরকে প্রাসঙ্গিক কাজের অনুমতিপত্র (work permit) ইস্যু করতে হবে। নিরাপদ কাজের রুটিন প্রণয়ন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৭.২.৩. বিখন্ডিতকরণ পর্যায়

৭.২.৩.১. নিরাপদ জাহাজভাঙ্গা শিডিউলসমূহে সকল প্রধান বিখন্ডিতকরণ প্রক্রিয়া ও উপ-প্রক্রিয়া চিহ্নিত করতে হবে। এগুলোতে অন্যান্য কাজসহ, নিম্নোক্ত কাজগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে :

(ক) নিরাপদ কাজ নিশ্চিত করার মূলনীতিসমূহ ও সম্পন্নকৃত প্রতিটি ঝুঁকি নিরূপণের ভিত্তিতে প্রযোজ্য প্রতিরোধমূলক ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাসমূহ নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন;

(খ) একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং দৈনিক ভিত্তিতে নিশ্চিত করা যে তা শ্রমিকদেরকে বিপজ্জনক অবস্থানে স্থাপন করে না, উদাহরণস্বরূপ কর্ম-পরিকল্পনাটি কোন শ্রমিককে, নিচের স্তরে অন্য যারা কাজ করে তাদের সরাসরি উপরে কাজ করার অনুমতি দেয় না;

(গ) সমস্ত সাইটের জন্য মানব সম্পদ বরাদ্দ করা;

(ঘ) যেসব হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হবে সেগুলোর অবস্থান নির্ণয় করা।

৭.২.৩.২. বিখন্ডিতকরণ পর্যায়ের প্রথম দিকের প্রক্রিয়াগুলোর একটি হলো, যে কোন ভৌত ভাঙ্গার কাজ শুরু করার আগেই পূর্ব-সতর্কতামূলক ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

কার্যকর করা নিশ্চিত করতে ব্যবস্থাপক, সুপারভাইজার ও শ্রমিকদের দায়িত্ব নির্ধারণ করা। এ সংক্রান্ত শর্তাবলীর মধ্যে রয়েছে :

(ক) কর্মস্থলে নিরাপদ প্রবেশ ও কর্মস্থল থেকে নিরাপদ নিষ্ক্রমণ নিশ্চিত করা;

(খ) প্লাটফরম নির্মাণ করা এবং লোকজন প্রকৃতপক্ষে যে স্থানে থেকে কাজ করবে সে স্থান মজবুত করা;

(গ) নিশ্চিত করা যে, হট-ওয়ার্ক কার্যপ্রণালী এবং অগ্নিকান্ড ও বিস্ফোরণ প্রতিরোধে গৃহীত পূর্ব-সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসমূহ বোধগম্য, এগুলো বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং অনুসরণ করা হচ্ছে;

(ঘ) কর্মস্থলে নিরাপদ বায়ুমন্ডল নিশ্চিত করা, যাতে সেখানকার বাতাস শ্বাস গ্রহণের উপযোগী হয়; এবং

(ঙ) অগ্নিনির্বাপণ ও প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা প্রতিষ্ঠা করা এবং দুর্ঘটনা ঘটলে সাথে সাথে এগুলো ব্যবহার করা।

৭.২.৩.৩. নিরাপদ জাহাজভাঙ্গা শিডিউলে যেভাবে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে সেভাবে, কাজের প্রচলিত রীতি অনুসারে- কাঠামোর উপর থেকে নিচের দিকে জাহাজভাঙ্গার কাজ সম্পন্ন করতে হবে- অর্থাৎ জাহাজের প্রধান ডেক থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে তলার দিকে যেতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য কারণে যেমন পুনঃব্যবহার বা পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করার জন্য ইঞ্জিন/জেনারেটর অপসারণ, ইত্যাদি, এবং সাইড প্লেটিং থেকে ছিদ্রমুখ (apertures) কেটে তা অপসারণ করার কারণে কাজের এই ধারাবাহিকতা ব্যাহত হতে পারে। যে ক্রমানুসারে প্রক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন হবে সে ক্রমানুসারে শিডিউলসমূহ একত্রিত করার সময় সংশ্লিষ্ট অপারেশন সম্পন্ন করার জন্য যে সময় ও লোকবল প্রয়োজন হবে তার পরিমাণ নিরূপণ করতে পারা উচিত। এর ফলে ভাঙ্গন প্রক্রিয়ার পরিকল্পনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ এ ধরনের অপারেশনসমূহ বিবেচনায় নিতে ও শ্রমিকদেরকে বিপজ্জনক অবস্থানে মোতায়েন করা পরিহার করতে সমর্থ হবেন। এসব উপাদানের জন্য শিডিউলে এক বা একাধিক কলাম যোগ করার বিষয়টি ঐচ্ছিক।

৭.২.৩.৪. কাটার পরিকল্পনা প্রণয়নে জেনারেল অ্যারেঞ্জমেন্ট প্ল্যানের (জিএ প্ল্যান) অনুলিপি ব্যবহার বিবেচনা করতে হবে। এভাবে জিএ প্ল্যানের ব্যবহার সাইট ব্যবস্থাপক/সুপারভাইজারকে কেবল অপারেশনসমূহের ধারাবাহিকতার সার্বিক চিত্রই প্রদান করবে না, বরং প্ল্যানটিকে একটি অগ্রগতি ছক হিসাবেও ব্যবহার করা সম্ভব হবে- একেকটি অংশ কাটা হবে এবং সম্পন্নকৃত কাজ সম্পর্কে প্ল্যানে টীকা যোগ করা হবে। বিপজ্জনক বস্তুসমূহের অবস্থান প্রদর্শন ছাড়াও জিএ প্ল্যানে আরও অনেক পরিচালনাগত বিষয় সংযোজিত করা যেতে পারে যেমন:

(ক) বিভিন্ন কাটা ও অপসারিত বস্তুর গন্তব্য-(স্থাপনা জোন এ,বি, সরাসরি পরিবহন যানে, ইত্যাদি);

(খ) নিরাপত্তা ব্যবস্থাসমূহের অবস্থান-প্রবেশ পথ ও নিষ্ক্রমণ পথ, অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্রপাতি, প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা ইত্যাদি;

(গ) অগ্রিম কাজের প্রস্তুতি, পূর্ব-সতর্কতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

৭.২.৩.৫. ঠিকাদার (তৃতীয়-পক্ষ শ্রমিক) নিয়োগ ও মোতায়েনের দায়িত্বে নিয়োজিতদের জন্য এটা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক যে এসব ব্যক্তির কাজের সাথে যাতে অন্য কারো কাজের বিরোধ না ঘটে।

৭.২.৩.৬. কাজের শিডিউল এবং নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুবিধাসমূহকে কাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে প্রতিদিন পর্যালোচনা করতে হবে। কাটা, শ্রেণীবিন্যাসকরণ, পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি কাজের অগ্রগতিকে অবশ্যই শুধুমাত্র উৎপাদনশীলতার প্রেক্ষাপটে নয় বরং নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিধানাবলীর কার্যকারিতা ও বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটেও বিবেচনা করতে হবে।

৭.২.৩.৭. জাহাজে ও জাহাজ থেকে অপসারণ/গুদামজাতকরণ ও হ্যান্ডলিং ব্যবস্থাসমূহ অবশ্যই অগ্রিম পরিকল্পনা করতে হবে যাতে নিম্নাভিমুখী বস্তুসমূহ নিরাপদে রাখার জন্য রিসেপশন এলাকাকে যথাযথভাবে সজ্জিত ও উপযুক্ত করা যায় (নিচে প্যারাগ্রাফ ৭.২.৪ দেখুন)।

৭.২.৩.৮. সাইটে সকল শ্রমিকের সুরক্ষাকে অবশ্যই সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য যে সময় ও সম্পদ ব্যয় হয় তা জানা মতে উৎপাদনশীলতা কমায় না, বরং বাড়ায়। উপরে প্যারাগ্রাফ ৭.২.৩.১-এ যেরূপ উল্লেখ করা হয়েছে সেরূপ, কোন শ্রমিককে অন্য শ্রমিকের নিচে অবস্থিত জায়গায় কাজ করতে নির্দেশ দেয়া যাবে না, বিশেষ করে যেখানে উপরে অবস্থিত কাজের স্থান থেকে হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি, কাটা অংশ বা অন্য যে কোন আলগা কাজের জিনিস পড়ার আশংকা রয়েছে। শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের সুরক্ষা এবং সেজন্য উদ্বেগ তাদের মধ্যে আস্থা ও কল্যাণ বোধ সৃষ্টি করে, যা তাদেরকে জখম বা দুর্ঘটনার ভয় ছাড়া কাজ করতে সাহায্য করে।

৭.২.৩.৯. নিরাপদ কাজের পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন কেবল জাহাজের ভাঙ্গন কাজেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এই মূলনীতি অবশ্যই সমগ্র কর্মস্থলে অর্থাৎ সৈকত, ড্রাইডক, সৈকতস্থ পাটাতন এবং ক্রেন চালনা, গুদামজাতকরণ/শ্রেণীবিন্যাসকরণ /পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকাতেও প্রয়োগ করতে হবে। শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত কর্তব্যে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শর্তাবলী পালনে শ্রমিকদের ব্যর্থতার ঝুঁকি ও ফলাফল সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

৭.২.৩.১০. ভাঙ্গন কাজে নিয়োজিত সকল ব্যক্তিকে অবশ্যই তাদের কাজ (task) ও কর্তব্য (duties) সম্পর্কে এবং জাহাজভাঙ্গা স্থাপনায় থাকাকালে তাদের স্ব স্ব নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষামূলক ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হবে।

৭.২.৩.১১. কোন হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি এমন কোন ব্যক্তিকে ইস্যু করা যাবে না বা এমন কোন ব্যক্তি তা ব্যবহার করবে না যে এর চালনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয় এবং যে এ ধরনের হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সক্ষম নয়। সকল শ্রমিকের সক্ষমতা লিপিবদ্ধ করার জন্য একটি রেজিস্টার প্রবর্তন করতে হবে।

৭.২.৩.১২. শুধুমাত্র ব্যবহারযোগ্য হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি ইস্যু ও ব্যবহার করতে হবে। হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতিতে নিরাপত্তা সরঞ্জাম লাগাতে হবে যাতে এগুলোর ভুল ব্যবহার ও বিপর্যয় (অধ্যায় ১৩ দেখুন) প্রতিরোধ করা যায়। কাজের শিডিউলের (work schedule) প্রতিটি কাজের (task) দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিরা সঠিক হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতির যথাযথ ও নিরাপদ ব্যবহার এবং ত্রুটিপূর্ণ হাতিয়ার চিহ্নিত করে তা কর্মস্থল থেকে সরিয়ে ফেলা নিশ্চিত করবেন।

৭.২.৪. বস্তু প্রবাহ ব্যবস্থাপনা পর্যায়

৭.২.৪.১. এ চূড়ান্ত প্রধান পর্যায়ে জাহাজ বিখন্ডিত করার প্রাথমিক কর্মকান্ডের ফলে প্রাপ্ত মালামালসমূহের ব্যবস্থাপনা করা হয়। এসব মালামালকে বর্জ্য বা টুকরা কিংবা, এগুলোর দ্বিতীয় দফা ব্যবহার থাকলে, এগুলোকে পুনরুদ্ধারযোগ্য, পুনঃব্যবহারযোগ্য বা পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণযোগ্য মালামাল হিসাবে অভিহিত করা যায়। নিরাপদ জাহাজভাঙ্গা পরিকল্পনার এই পর্যায়ে সাধারণত যেসব কাজ সম্পন্ন করা হয় নিচে তার কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো:

(ক) দ্বিতীয় দফা বিখন্ডিতকরণ : জাহাজের মূল কাঠামো থেকে অপসারণের পর বড় বস্তুসমূহকে ভেঙ্গে ছোট করা অর্থাৎ আরো প্রক্রিয়াজাতকরণ ও নিষ্কাশনের জন্য বড় খন্ডসমূহকে কাটা;

(খ) শ্রেণীবিন্যাসকরণ: সমরূপ ধাতব বস্তু বা অংশসমুহকে (component) চিহ্নিত করে এক গ্রুপভুক্ত করা, যেমন ভ্যালভ্ (valve), পাইপ, ভিন্ন ধাতু (ইস্পাত থেকে পিতল), ইত্যাদি;

(গ) পৃথকীকরণ : এক বস্তুকে অন্য বস্তু থেকে বিযুক্ত করা, যেমন ক্যাবল থেকে তামার তার, পাইপ থেকে অ্যাসবেস্টস বিযুক্ত করা, রং অপসারণ করা, ইত্যাদি;

(ঘ) রিসেপশন ফ্যাসিলিটি: রিসেপশন ফ্যাসিলিটিতে তরল/কঠিন পদার্থ, বিপজ্জনক পদার্থ ও ইনভেন্টরিভুক্ত অন্যান্য মালামাল গ্রহণের উপযোগী ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

(ঙ) নিষ্কাশন: যেসব বস্তু পুনরুদ্ধার বা পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করা যাবে না কিংবা পুনঃব্যবহারের জন্য অন্য ব্যবহারকারীকে দেয়া যাবে না সেসব বস্তু নিরাপদে

নিষ্কাশন করার যথোপযুক্ত উপায় ও নিয়মকানুন, যেমন ইনসিনারেটরে ভস্মীভূত করা এবং মাটিচাপা দেয়া;

(চ) পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ (recycling) : যেসব বস্তু ও কলকব্জা বিক্রয় করা অথবা পুনঃব্যবহারসহ অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার আগে সেগুলোর আরো প্রক্রিয়াজাত করা লাগতে পারে বা নাও লাগতে পারে।

৭.২.৪.২. ভাঙ্গন এলাকাকে জোন হিসাবে বিভক্ত করতে হবে যাতে প্রত্যেক ধরনের নিম্নাভিমুখী বস্তুসমূহ এমন অবস্থানে রাখা যায় এবং এমনভাবে হ্যান্ডলিং করা যায় যাতে তা সাইটের বা নিকটবর্তী কাজের এলাকার শ্রমিকদের বা স্থাপনার সীমানার বাইরে কোন বিপজ্জনক জোনে বসবাসকারী মানুষের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি কোন বিপদ সৃষ্টি না করে। মালামাল হ্যান্ডলিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও গুদামজাতকরণ-জনিত দুর্ঘটনার ঝুঁকি প্রতিরোধ ও হ্রাস করার জন্য কিভাবে একটি সাইটকে বিভিন্ন জোনে বিভক্ত করা যেতে পারে তা চিত্র ৪-এ প্রদর্শন করা হয়েছে।

৭.২.৪.৩. একটি জোনে যে ধরনের কর্মকান্ড সম্পন্ন হয় সে অনুসারে সেখানে বিশেষ ধরনের বিপদ সৃষ্টি হয় এবং এগুলোকে অবশ্যই চিহ্নিত করতে হবে যাতে পূর্ব-সতর্কতামূলক ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে তা মোকাবিলা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় (সারণি ১ দেখুন)। এটা মনে রাখা জরুরি যে, জোন বিভাজন এবং কোন জোনে কি কর্মকান্ড সম্পন্ন হবে তা সাইটের ভৌগোলিক অবস্থা, পরিবেশ, ভাঙ্গার কাজ ও বর্জ্যের ধরন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হবে।

৭.২.৪.৪. চিত্র ৪-এ প্রদর্শিত জোনসমূহ এবং সেগুলোতে সচরাচর উদ্ভূত বিপদসমূহ নিচে ব্যাখ্যা করা হল :

- **জোন এ:** এটি হচ্ছে আন্তঃস্রোত (Inter-tidal) এলাকা যেখানে ভাঙ্গার জন্য জাহাজ প্রস্তুত করা, বাস্তব বিখন্ডিতকরণ কাজ সম্পন্ন করা এবং মালামাল অপসারণ করা হয়। যেখানে ভাসমান অবস্থায় জাহাজ ভাঙ্গা হবে সেখানে সমতুল্য এলাকাটি হচ্ছে জেটির পার্শ্ববর্তী বা বন্দরের বয়াগুলোর মধ্যবর্তী স্থান, যেখানে জাহাজ অন্তিম শয়নে শায়িত হবে। এখানে যে প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন হবে সেগুলোর

চিত্র ৪। জাহাজভাঙ্গা এলাকার জোন বিভাজন

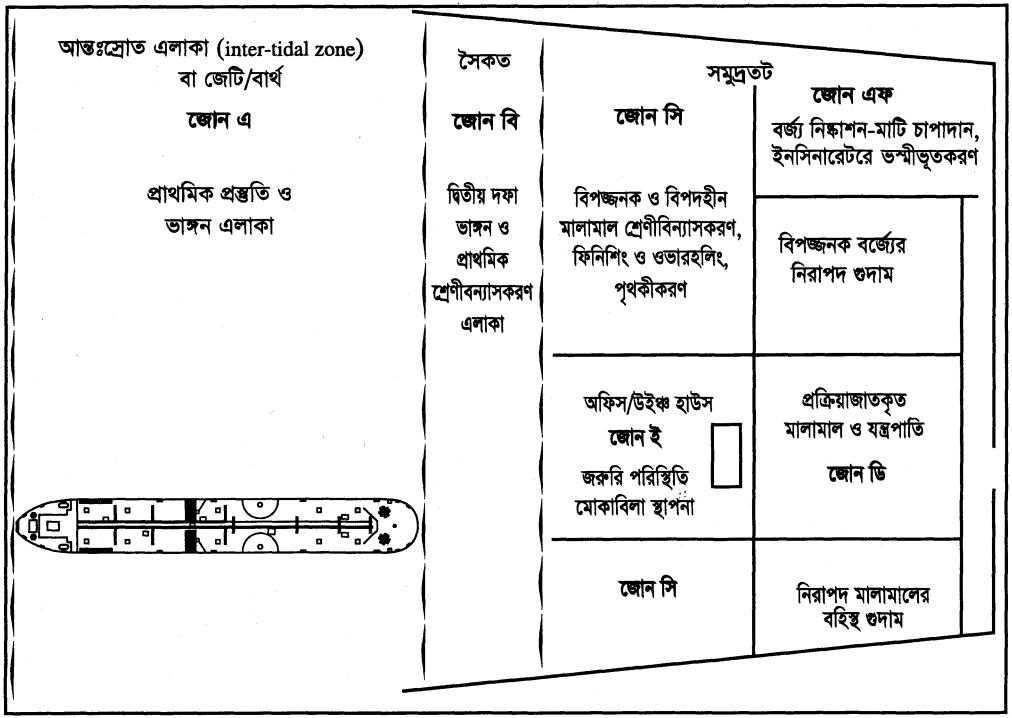

মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিযুক্তকরণ কর্মকান্ড, তেল ও অন্যান্য তরল ও বায়বীয় বর্জ্য অপসারণ, অ্যাসবেস্টস অপসারণ, পুনঃব্যবহারযোগ্য কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি বিচ্ছিন্নকরণ, জাহাজের কাঠামোর বড় অংশগুলো কাটা, ইত্যাদি। এই জোনে যেসব বিপদ দেখা দিতে পারে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে :

- কাটার কাজে নির্গত বাষ্প ও আবদ্ধ স্থানে কাজ করার কারণে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বিপদ;
- অগ্নিকান্ড ও বিস্ফোরণের ঝুঁকি;
- পড়ন্ত বস্তু সৃষ্ট ঝুঁকি;
- পড়ে যাওয়া, হোঁচট খাওয়া ও পা পিছলে যাওয়া;
- অ্যাসবেস্টস অপসারণ;
- বিপজ্জনক তরল পদার্থ ও গ্যাসের সংস্পর্শ (তেল ও পরিষ্কারক যৌগ, অপ্রয়োজনীয় গ্যাস যেমন ফ্রিওন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, পিসিবি, ইত্যাদি);
- নিমজ্জিত হওয়া (ভাসমান বা আংশিক ভাসমান কাঠামোর ক্ষেত্রে)।

- **জোন বি:** এ জোনটি হচ্ছে দ্বিতীয় দফা বিখন্ডিতকরণ ও মালামাল শ্রেণীবিন্যস্ত করার এলাকা। এখানে যেসব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে সেগুলোর মধ্যে থাকতে পারে বড় খন্ডসমূহ কাটা, অবশিষ্ট তরল ও বর্জ্য পদার্থসমূহ নিয়ন্ত্রণ করা, অংশসমূহ শ্রেণীবিন্যস্ত করা এবং ছোট খন্ড সমূহ পরিবহন যানে ওঠানো। এ জোনে যেসব বিপদ দেখা দিতে পারে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে:
  - অগ্নিকান্ড ও বিস্ফোরণের ঝুঁকি;
  - বিপজ্জনক বাষ্পের উপস্থিতি;
  - বিপজ্জনক তরল পদার্থের সংস্পর্শ;
  - পড়ে যাওয়া, হোঁচট খাওয়া ও পা পিছলে যাওয়া;
  - অ্যাসবেস্টস হ্যান্ডলিং।

- **জোন সি:** এটিও একটি বিখন্ডিতকরণ এলাকা যেখানে বিপজ্জনক ও বিপদহীন মালামাল আরো বিযুক্ত, শ্রেণীবিন্যস্ত, ওভারহলিং (পুনঃব্যবহারের জন্য ঘষেমেজে ঝকঝকে করা) এবং পৃথক করা হয়। অ্যাসবেস্টসের মত অতি বিপজ্জনক

বস্তুসমূহ এ জোনের মধ্যে একটি পৃথক ও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত স্থাপনায় প্রক্রিয়াজাত করতে হবে। জোন সি-তে যেসব বিপদ দেখা দিতে পারে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- বাষ্প (কাটা, ছেঁড়া, বিচ্ছিন্নকরণ থেকে সৃষ্ট);
- হোঁচট খাওয়া ও পা পিছলে যাওয়া;
- দৈহিকভাবে ভারী বস্তু উত্তোলন ও হ্যান্ডলিং;
- অ্যাসবেস্টস হ্যান্ডলিং;
- কান, চোখ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের জন্য ক্ষতিকর অন্যান্য ভৌত বিপদ (ধূলিকণা, উচ্চশব্দ, কম্পন, ইত্যাদি)

- **জোন ডি:** এ জোন হল প্রক্রিয়াজাতকৃত বস্তু ও বর্জ্য গুদামজাত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য একটি প্রাথমিক বস্তু ব্যবস্থাপনা জোন। বিদ্যমান বিপদসমূহের ক্ষতিকর প্রভাব নিম্নতম স্তরে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে বিপজ্জনক বর্জ্য, নিরাপদ বস্তু ও প্রক্রিয়াজাতকৃত বস্তু ও যন্ত্রপাতিসমূহ পৃথক করার জন্য এ জোনকে আরও বিভক্ত করা উচিত। এ জোনের সচরাচর বিপদসমূহের মধ্যে রয়েছে:
  - হোঁচট খাওয়া ও পা পিছলে যাওয়া;
  - দৈহিকভাবে ভারী বস্তু উত্তোলন ও হ্যান্ডলিং;
  - বিপজ্জনক পদার্থ হ্যান্ডলিং (তরল পদার্থ ও পুনরুদ্ধারকৃত গ্যাস);
  - চোখ, কান ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের জন্য ক্ষতিকর অন্যান্য ভৌত বিপদ (ধূলিকণা, উচ্চশব্দ, কম্পন, ইত্যাদি);
  - অগ্নিকান্ড ও বিস্ফোরণের ঝুঁকি (তেল ও অন্যান্য গ্যাস-সৃষ্টিকারী পদার্থ গুদামজাতকরণ)।
- **জোন ই :** এ জোনটি প্রশাসনিক ও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা কর্মকান্ডের জন্য ব্যবহার করা হবে। এ জোনের যে স্থানে উইঞ্চ বা উত্তোলন/টানার অন্যান্য যন্ত্র থাকবে সে স্থান ছাড়া অন্য কোথাও তেমন কোন বিপদ নেই। যেসব ভাঙ্গন কাজ ও মালামাল জরুরি পরিস্থিতি ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা বাধাগ্রস্ত করতে পারে সেসব প্রক্রিয়া ও মালামাল থেকে এ এলাকাকে মুক্ত রাখতে হবে।

- **জোন এফ :** অন্যান্য সকল কর্মকান্ডের প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন এ জোনকে বর্জ্য নিষ্কাশন কাজে অর্থাৎ ইনসিনারেটরে বর্জ্য ভস্মীভূত করা, সরাসরি মাটিচাপা দেয়া অথবা ভূমিতে অবস্থিত অন্য কোন নিষ্কাশন স্থাপনায় পরিবহনের মাধ্যমে বর্জ্য নিষ্কাশন কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এ জোনের বিপদসমূহের মধ্যে রয়েছে:
  - বিপজ্জনক বস্তু (কঠিন পদার্থ, তরল পদার্থ, পিসিবি, ইত্যাদি);
  - বাষ্প (নির্গত হওয়া অথবা নির্গত করে দেয়া);
  - বিস্ফোরণের ঝুঁকি;
  - বিপজ্জনক পদার্থ হ্যান্ডলিং।

৭.২.৪.৫. ভাঙ্গার জন্য অপেক্ষমান থাকাকালে কখনও কখনও জাহাজ থেকে বেআইনীভাবে বর্জ্য ও বিষাক্ত পদার্থ সমুদ্রে ফেলা হয়। জাহাজ তীরে ভিড়ানোর ক্ষেত্রে, বর্জ্য সমুদ্রে ফেলার উদ্দেশ্য হলো জাহাজের ভার কমিয়ে জাহাজকে ভাঙ্গার স্থাপনার যথাসম্ভব কাছে এনে ভিড়ানো। এরকম বর্জ্য নিক্ষেপের প্রথা সৈকত এলাকা দূষিত করা এবং স্নানকারীদের উপর সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব ফেলা, মাছ দূষিত করা এবং অসন্দিগ্ধ (unsuspecting) জনসাধারণের এ ধূষিত মাছ খাওয়ার ফলে পরবর্তীকালে তাদের সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার মত অজানা বিপদ সৃষ্টি করে। তাই সাইটের জোন বিভাজনের সময় সমুদ্রে বর্জ্য নিক্ষেপ বন্ধ করাকে উৎসাহ দেয়ার জন্য জাহাজভাঙ্গা প্রক্রিয়া থেকে প্রাপ্ত সকল বস্তুর ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

৭.২.৪.৬. ঝুঁকি নিরূপণ ভৌত কাজে (physical practice) সীমাবদ্ধ না রেখে বরং তা যেসব এলাকায় ভাঙ্গন প্রক্রিয়া বা গুদামজাতকরণের কাজ সম্পন্ন করা হবে সেসব এলাকাতেও সম্পন্ন করতে হবে। উপরে বর্ণিত সাইটের জোন বিভাজনের উদাহরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, কোন একটি প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত বিপদ অন্যান্য প্রক্রিয়াকেও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, বিশেষ করে যখন সেগুলো পরস্পরের খুব কাছাকাছি পরিচালনা করা হবে এবং যেখানে সাইটের কাছাকাছি জনবসতি থাকবে।

৭.৩. বিপদ চিহ্নিতকরণ ও ঝুঁকি নিরূপণ

৭.৩.১. প্রকৃতপক্ষে সকল কাজের প্রক্রিয়া ও রীতির সাথে বিপদ যুক্ত থাকে। কাজের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতালব্ধ দক্ষতার সাহায্যে অনেক বিপদ চিহ্নিত করা যায়। তবে অনেক বিপদই আপনাআপনি প্রকাশ পায় না; এসব বিপদ ও এগুলোর ক্ষতি করার সম্ভাবনা উদঘাটন বা চিহ্নিত করার জন্য প্রক্রিয়ার বিশদ বিশ্লেষন প্রয়োজন। শুধু অনুমানের ভিত্তিতে কোন বিপদের প্রকৃতি যেমনই হোক না কেন, শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের উপর এর সম্ভাব্য প্রভাবের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য প্রতিটি প্রক্রিয়া বিশদভাবে পরীক্ষা করতে হবে।

৭.৩.২. ঝুঁকিকে সাধারণত বিপদের একটি ফল (function) হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে এ অর্থে যে তা 'বিপদ' শব্দটিকে একটি মাত্রা দান করে। যখন কোন বিপদ চিহ্নিত করা হবে তখন অবশ্যই এটিকে যথাযথ প্রেক্ষাপটে রেখে বিবেচনা করতে হবে এবং এর পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে, কারণ কোন কোন বিপদ শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের জন্য কোন উদ্বেগের কারণ না হলেও অন্য অনেক বিপদ রয়েছে যেগুলো দ্বারা সামান্য জখম থেকে শুরু করে প্রাণহানি পর্যন্ত বিভিন্ন মাত্রার জখম ঘটতে পারে। বেশ কিছু কৌশল ব্যবহার করে কর্মস্থলে শ্রমিকদের ক্ষতির ঝুঁকি নিরূপণ করা যায়; তবে শর্ত থাকে যে, কৌশলগুলোতে মানুষের সম্ভাব্য ক্ষতি নিরূপণের মানদন্ড অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

৭.৩.৩. একটি বিপজ্জনক কাজ কত ঘনঘন করা হয় তার উপরও ঝুঁকির মাত্রা নির্ভর করে। সাধারণত এবং ক্লান্তি ও দুর্বল স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন কারণে কাজের পুনরাবৃত্তির ফলে ঝুঁকি বৃদ্ধি পেতে পারে, যেমনটি চিত্র ৫-এ দেখানো হয়েছে।

৭.৩.৪. নিয়োগকর্তাগণ অথবা তাদের পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গ, যারা প্রয়োজনীয় তথ্য, নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তারা, শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনাক্রমে, ঝুঁকি নিরূপণ করবেন। ঝুঁকি নিরূপণের ফলাফল যদি সম্ভাব্য জখম বা নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি ঝুঁকি নির্দেশ করে তাহলে ফলাফল লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং তা উপযুক্ত পরিদর্শন কর্তৃপক্ষকে, এবং বিদ্যমান বিপজ্জনক অবস্থার সম্মুখীন শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধিদেরকে, সরবরাহ করতে হবে।

৭.৩.৫. বিপদের নতুন উৎস এলে, শ্রমিকরা সে বিপদের সংস্পর্শে আসার আগেই তার ঝুঁকি নিরূপণ করতে হবে। এ ঝুঁকি নিরূপণে কর্মস্থলে বিদ্যমান বিপজ্জনক পারিপার্শ্বিক উপাদান, বিপদের সংস্পর্শ ও ঝুঁকির মাত্রা, যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। নিম্নে যেরূপ বর্ণিত হয়েছে সেরূপ পর্যালোচনা সম্পন্ন করতে হবে।

৭.৩.৬. জাতীয় আইন ও প্রবিধান অনুসারে নিয়োগকর্তাগণ:

(ক) প্রতিটি স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মস্থলে বিভিন্ন অপারেশন, হাতিয়ার, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি ও পদার্থ ব্যবহারের ফলে বিপজ্জনক পারিপার্শ্বিক উপাদান থেকে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি সৃষ্ট বিপদ ও ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত এবং সময়ে সময়ে মূল্যায়ন করার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবেন;

চিত্র ৫. ঝুঁকির মাত্রা ও কত ঘনঘন কাজটি করা হয় তার মধ্যকার সম্পর্ক

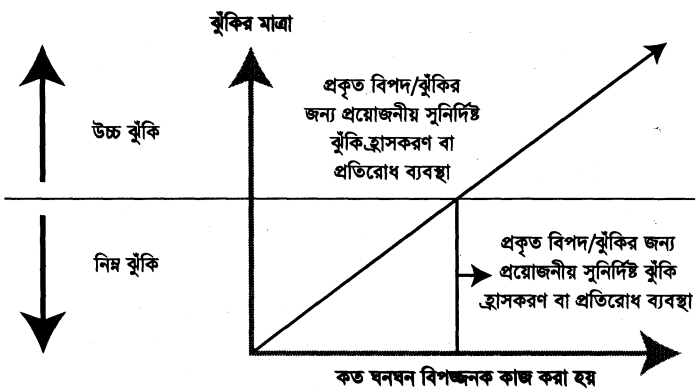

(খ) জাতীয় আইন ও প্রবিধানের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে, সেসব বিপদ ও ঝুঁকি প্রতিরোধ করা অথবা সেগুলোকে যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তবসম্মত নিম্নতম মাত্রায় নামিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় যথাযথ প্রতিরোধমূলক ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করবেন।

৭.৩.৭. বাধ্যতামূলক জরুরি পরিস্থিতি পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে নিয়োগকর্তাগণের মধ্যে ঘটমান পরিস্থিতি মোকাবিলার সামর্থ্য সৃষ্টি নিশ্চিত করতে হবে, যেমন অগ্নিকান্ড, বিস্ফোরণ ও দূষণের ঘটনা ঘটার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও সম্ভাব্য পরিস্থিতি মোকাবিলা ব্যবস্থা (অধ্যায় ১৬ দেখুন)।

৭.৩.৮. নিরাপদ জাহাজভাঙ্গা পরিকল্পনার সাহায্যে ভাঙ্গার জন্য নির্ধারিত জাহাজ এবং ভাঙ্গন কাজে যেসব প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হবে সেসব প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিপদসমূহকে চিহ্নিত করতে হবে। জাহাজে থাকা বিপজ্জনক মালামালের ইনভেন্টরি পেলে ঘোষণাকৃত মালামাল অনুসারে জাহাজভাঙ্গা স্থাপনার মালিক বিভিন্ন বিপদ চিহ্নিত করতে এবং সেসব বিপদ মোকাবিলার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সমর্থ হবেন। অধিকন্তু, সঠিক ও উপযোগী ঝুঁকি নিরূপণ কৌশল ব্যবহারের মধ্যমে সুনির্দিষ্ট বিপদসমূহ ও সেসব বিপদের ঝুঁকিসমূহও চিহ্নিত করা সম্ভব হবে (স্বতন্ত্র ঝুঁকি ও প্রক্রিয়া-সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি নিরূপণ কৌশল মডেলের উদাহরণের জন্য সংযোজনী ৫ দেখুন)।

৭.৩.৯. ভাঙ্গন পর্যায়ের প্রক্রিয়া-সংশ্লিষ্ট (গ্রুপ) বিপদসমূহ সহজেই চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করা যায়, যেমন কাজের এলাকায় যাতায়াতের নিরাপদ পথের ব্যবস্থা করার সাথে সংশ্লিষ্ট বিপদসমূহ। একই কথা তৃতীয় পর্যায়ে চিহ্নিত কর্মকান্ডের ক্ষেত্রেও প্রযাজ্য, যখন বর্জ্য পদার্থ শ্রেনীবিন্যস্ত ও গুদামজাত করার কাজ বেশ কিছু প্রক্রিয়া-সংশ্লিষ্ট বিপদ ও স্বতন্ত্র বিপদ সৃষ্টি করে, যেগুলোর জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৭.৩.১০. পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অথবা সমতুল্য কোন পদ্ধতিগত নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বিদ্যমান বা বাস্তবায়নের কথা থাক বা না থাক, নিয়োগকর্তাগণ :

(ক) পরিমাপযোগ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) উদ্দেশ্যাবলী নির্ধারণ করবেন;

(খ) এসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রক্রিয়া পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করবেন;

(গ) প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) কর্মকান্ডের পারফরমেন্স মূল্যায়ন করবেন;

(ঘ) নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহের অব্যাহত উন্নতি সাধন করবেন, যেগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে ক্রয়, লিজ ও চুক্তি স্পেসিফিকেশনের ক্ষেত্রে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) শর্তাবলী।

৭.৩.১১. প্রতিটি ঝুঁকি নিরূপণের প্রথম পর্যায়ে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলো চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে, কর্মস্থলকে অবস্থান বা প্রক্রিয়া অনুসারে পর্যালোচনা করতে হবে (চিত্র ৬ দেখুন):

(ক) কি কি বিপজ্জনক পারিপার্শ্বিক উপাদান বিদ্যমান রয়েছে অথবা কি কি বিপজ্জনক পারিপার্শ্বিক উপাদান দেখা দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং কোন কোন কর্মকান্ডে ও কোন কোন স্থানে (সারণি ১-এ সচরাচর বিপদসমূহের একটি তালিকা দেয়া হয়েছে, যেসব বিপদ থেকে জাহাজভাঙ্গা শ্রমিকদের মধ্যে কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক ক্ষতি, রোগব্যাধি, স্বাস্থ্যহানি ও অনিরাপদ ঘটনা ঘটতে পারে);

চিত্র ৬. কর্মস্থলের ঝুঁকি নিরূপণ মডেল

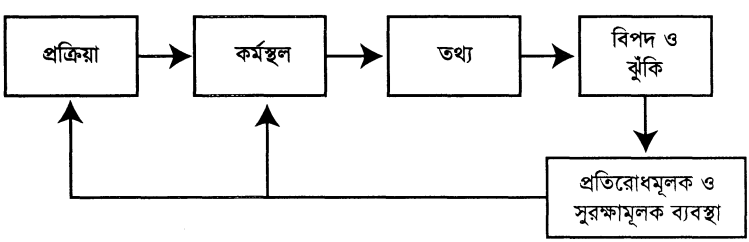

(খ) সংগঠন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কারকরণ ও জরুরি পরিস্থিতি কার্যপ্রণালীসহ, কি কি কর্মকান্ডের কারণে শ্রমিক ও অন্যান্যরা চিহ্নিত বিপজ্জনক পারিপার্শ্বিক উপাদানসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারে।

৭.৩.১২. ঝুঁকি নিরূপণের দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকবে বিপজ্জনক পারিপার্শ্বিক উপাদানসমূহের ব্যাপকতা ও গুরুত্ব, কর্ম-সংগঠনের এগুলোর প্রাসঙ্গিকতা এবং বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহারযোগ্যতা মূল্যায়ন করার জন্য তথ্য সংগ্রহ। এ তথ্যাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে বিপদের সংস্পর্শ মাত্রা সংক্রান্ত তথ্যসহ সরবরাহকারী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য এবং অন্য যে কোন প্রকাশ্য তথ্য। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্ধারিত সংস্পর্শ মাত্রা বা তার দ্বারা নির্দেশিত মানদন্ডের সাথে সংস্পর্শ মাত্রাকে তুলনা করতে হবে। যেখানে এরূপ কোন সীমা বা মান ঠিক করা নেই সেখানে জাতীয় বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অন্য কোন মানের সাথে সংস্পর্শ মাত্রা তুলনা করতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই, যে ভিত্তি ব্যবহার করে এসব সীমা স্থির করা হয়েছে তা যথাযথভাবে বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হবে।

৭.৩.১৩. ঝুঁকি নিরূপণের তৃতীয় পর্যায়ে, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি বিপদ ও ঝুঁকিসমূহ দুর করা যায় কিনা তা স্থির করতে হবে। যদি সেগুলো দূর করা না যায় তবে নিয়োগকর্তাকে নির্ধারণ করতে হবে কি উপায়ে সেগুলোকে বাস্তবসম্মত নিম্নতম মাত্রায় নামিয়ে আনা যায় অথবা, বিদ্যমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জ্ঞান ও উপাত্তের আলোকে, এমন মাত্রায় নামিয়ে আনা যায় যাতে কর্মজীবনব্যাপী সংস্পর্শ অব্যাহত থাকলেও তার ফলে কোন জখম না হয়।

৭.৩.১৪. ঝুঁকি নিরূপণের অংশ হিসাবে নিয়োগকর্তা:

(ক) স্থির করবেন, শ্রমিকদের এবং, যেখানে যথাযথ সেখানে, তাদের প্রতিনিধিদের, এবং আর যাদের বিপজ্জনক পারিপার্শ্বিক উপাদানের সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা রয়েছে তাদের কি কি নির্দেশনা, প্রশিক্ষণ ও তথ্য প্রদান করা আবশ্যক;

(খ) স্থির করবেন, তথ্যসমূহ হালনাগাদ রাখা নিশ্চিত করার জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন;

(গ) নবনিযুক্ত ও বদলী হয়ে আসা শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করবেন;

(ঘ) সংস্পর্শ মাত্রার ভবিষ্যত পরিবীক্ষণসহ, ঝুঁকি নিরূপণ পর্যালোচনা করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

৭.৩.১৫. উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যেরূপ নির্ধারণ করতে পারেন সেরূপ মেয়াদের জন্য অথবা এসব বিপজ্জনক পারিপার্শ্বিক উপাদানের অস্তিত্ব লোপ পাবার বা প্রক্রিয়ার ব্যবহার শেষ হবার পরেও ঝুঁকি নিরূপণ নথি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে। এমনকি দ্বিতীয়োক্তটি ঘটার ক্ষেত্রে কিংবা ঝুঁকি নিরূপণ কোন ঝুঁকি নির্দেশ না করলেও নথি তৈরি ও সংরক্ষণ করা সমীচীন যাতে ভবিষ্যতে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে তা পর্যালোচনা করা যায়।

৭.৩.১৬. সংস্পর্শ মাত্রার ভবিষ্যত পরিবীক্ষণ কত ঘনঘন হবে ও কি ধরনের হবে তা নির্ভর করবে স্বীকৃত সংস্পর্শ সীমার অনুপাতে প্রাপ্ত সংস্পর্শ মাত্রা কতটা তার উপর। সংস্পর্শ মাত্রা সংস্পর্শ সীমা থেকে অনেক নিচে হলে এবং প্রক্রিয়ায় কোন পরিবর্তন না ঘটলে অথবা এই নিম্ন মাত্রার অন্য কোন কারণ না থাকলে তা শুধু মাঝে মাঝে পুনঃপরিমাপ করা প্রয়োজন হবে। সংস্পর্শ মাত্রা তুলনামূলকভাবে উঁচু হলে, ঝুঁকি নিরূপণ পর্যালোচনাসমূহের মধ্যবর্তী সময়ে কয়েকবার তা পরিমাপ করা প্রয়োজন হতে পারে, যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, কোন অজ্ঞাত কারণে মাত্রায় পরিবর্তন ঘটেনি।

৭.৩.১৭. 'বিপদের মানচিত্র', অর্থাৎ চিহ্নিত বিপদ ও ঝুঁকিসমূহের অবস্থানের সুস্পষ্ট ও বোধগম্য উপস্থাপন এবং এসব বিপদ ও ঝুঁকি থাকার কারণে জাহাজের নকশা, প্ল্যান, মানচিত্র বা অন্য কোন উপযোগী উপকরণে অন্তর্ভুক্ত আবশ্যক সুরক্ষামূলক ও প্রতিরোধমূলক শর্তাবলীকে জাহাজভাঙ্গা স্থাপনায় কর্মরত সকল ব্যক্তির জন্য যথাযথ তথ্য হিসাবে ব্যবহার করতে হবে।

৭.৪. ঝুঁকি নিরূপণ পর্যালোচনা

৭.৪.১. জাহাজভাঙ্গা পরিকল্পনার প্রতি পর্যায়ে বিপদ চিহ্নিতকরণ ও ঝুঁকি নিরূপণ শুধুমাত্র এককালীন কাজ নয়। প্রকৃতপক্ষে, বাস্তবায়িত সুরক্ষামূলক ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাসমূহ প্রতিদিন না হলেও নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করতে হবে। অধিকন্তু, গৃহীত বা প্রস্তাবিত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থাসমূহের সাফল্য বা ব্যর্থতা বোঝার জন্য রিপোর্টকৃত অনিরাপদ ঘটনা বা ঘটিত দুর্ঘটনাকে পর্যালোচনা প্রক্রিয়ায় ফিডব্যাক হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

৭.৪.২. যখনই কাজে কোন তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটবে যার সাথে ঝুঁকি নিরূপণের সম্পর্ক রয়েছে তখন অথবা যখন সম্পন্নকৃত ঝুঁকি নিরূপণ আর কার্যকর নয় বলে সন্দেহ করার কারণ ঘটবে তখন ঝুঁকি নিরূপণ পর্যালোচনা করতে হবে। পর্যালোচনাকে জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে প্রাথমিক (বা পরবর্তী) ঝুঁকি নিরূপণে ও ঝুঁকি নিরূপণ পর্যালোচনায় চিহ্নিত প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপের প্রকৃত বাস্তবায়ণ নিশ্চিত হয়। ঝুঁকি নিরূপণের পরিবর্তন কিংবা এমনকি বাতিলের উল্লেখসহ ঝুঁকি নিরূপণ পর্যালোচনা নির্ধারিত নথিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৭.৪.৩. যেসব কারণে কোন ঝুঁকি নিরূপণের কার্যকারিতা নষ্ট হতে পারে সেগুলোর মধ্যে থাকতে পারে:

(ক) শ্রমিকের নিকট থেকে তার স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাবের অভিযোগ পাওয়া এবং স্বাস্থ্যের ক্ষতি চিহ্নিত হওয়া;

(খ) কোন দুর্ঘটনা, বিপজ্জনক ঘটনা বা অনিরাপদ ঘটনা যার ফলে বিপজ্জনক পারিপার্শ্বিক উপাদান বা ঝুঁকির সংস্পর্শ ঘটেছে, যে সংস্পর্শ প্রাথমিক ঝুঁকি নিরূপণে পরিমাণ-নির্ণীত (quantified) সংস্পর্শ থেকে ভিন্ন;

(গ) সংস্পর্শ মাত্রার পরবর্তী পরিমাপ;

(ঘ) বিপদ বা বিপজ্জনক পারিপার্শ্বিক উপাদানের ঝুঁকি সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্যের প্রাপ্যতা;

(ঙ) নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ স্থাপনায় সংশোধন, প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিতে এবং উৎপাদনের পরিমাণ বা হারে পরিবর্তন সাধন, যার ফলে বিদ্যমান বিপজ্জনক পারিপার্শ্বিক উপাদানসমূহে পরিবর্তন ঘটে।

৭.৪.৪. পর্যালোচনায় প্রাথমিক (বা পরবর্তী) ঝুঁকি নিরূপণের সকল অংশ পুনর্বিবেচনা করতে হবে। পুনর্বিবেচনা করতে হবে বিশেষ করে বর্তমানে:

(ক) কোন বিপজ্জনক পারিপার্শ্বিক উপাদান অপসারণ করা বাস্তবে সম্ভব কিনা;

(খ) ইতিপূর্বে যেসব বিপদ বা ঝুঁকির জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) প্রয়োজন হয়েছে সেসব বিপদ বা ঝুঁকিকে উৎসস্থলে নিয়ন্ত্রণ করা এবং নিম্নতম মাত্রায় নামিয়ে আনা সম্ভব কিনা।

৭.৪.৫. পর্যালোচনায় সংস্পর্শ মাত্রা পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের ফলাফলও বিবেচনা করতে হবে এবং আরও বিবেচনা করতে হবে:

(ক) বিপদ ও বিপজ্জনক পারিপার্শ্বিক উপাদানের ঝুঁকি সম্পর্কিত বর্তমান ও হালনাগাদ তথ্যের আলোকে ইতিপূর্বে গ্রহণযোগ্য হিসাবে বিবেচিত সংস্পর্শ মাত্রা এখন অতি উঁচু বলে বিবেচিত হবে কিনা;

(খ) কোন নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপ প্রয়োজন কিনা;

(গ) কত ঘনঘন ও কি ধরনের পরিবীক্ষণ করা হবে সে সম্পর্কে পর্যালোচনায় যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল তা এখনও যথাযথ কিনা।

৭.৫. বিপদ ও ঝুঁকি মোকাবিলা - প্রতিরোধমূলক ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা

৭.৫.১. অনেক কর্মকান্ডেই প্রতিরোধমূলক ও সমষ্টিগত বা ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করা যায়। পৃথক পৃথক বা সুনির্দিষ্ট ঝুঁকিসমূহ, যা সহজ বা জটিল (কয়েকটি বিপদের মিলিত রূপ) হতে পারে, চিহ্নিত করতে প্রতিটি ঝুঁকিই পরীক্ষা করে দেখতে হবে যাতে কোন দিক উপেক্ষিত না থাকা নিশ্চিত হয়।

৭.৫.২. ঝুঁকি নিরূপণে প্রথম সূত্র (reference) হিসাবে বিবেচিত হবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা শিল্পখাত মানে নির্দেশিত গ্রহণযোগ্য ঝুঁকির মাত্রা। যেখানে ঝুঁকির উপাদান রয়েছে বলে স্থাপনা স্থির করেছে অথচ কোন সূত্র মান বা মাত্রা নেই সেখানে নিয়োগকর্তা ঝুঁকির মাত্রা নিরূপণ করবেন এবং নিম্নোক্ত অগ্রাধিকারক্রম অনুসারে তা মোকাবিলা করবেন;

(ক) বিপদ/ঝুঁকি হ্রাস বা দূর করবেন;

(খ) প্রকৌশলগত নিয়ন্ত্রণ বা সাংগঠনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎসে বিপদ/ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করবেন;

(গ) নিরাপদ কর্ম-ব্যবস্থা, যার মধ্যে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত, প্রণয়নের মাধ্যমে বিপদ/ঝুঁকি নিম্নতম মাত্রায় নামিয়ে আনবেন, এবং

(ঘ) যেখানে সমষ্টিগত ব্যবস্থা দ্বারা অবশিষ্ট বিপদ/ঝুঁকিসমুহ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না সেখানে নিয়োগকর্তা শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে সুরক্ষা পোশাকসহ যথোপযুক্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই)-এর ব্যবস্থা করবেন এবং এসবের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ঝুঁকির মাত্রা নিরূপণ প্রক্রিয়া চলাকালে নিয়োগকর্তা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পরামর্শ গ্রহণ করবেন।

৮. সাধারণ প্রতিরোধমূলক ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা

৮.১. সাধারণ বিধানাবলী

৮.১.১. সকল যথাযথ পূর্ব-সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে :

(ক) যাতে সকল কর্মস্থল নিরাপদ হওয়া এবং সেগুলোতে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি কোন ঝুঁকি না থাকা নিশ্চিত হয়;

(খ) যাতে জাহাজ বিখন্ডিতকরণ স্থাপনা বা তার আশেপাশে থাকা লোকজন সে সাইট বা সংশ্লিষ্ট জাহাজভাঙ্গা কর্মকান্ড থেকে উদ্ভূত সকল ঝুঁকি থেকে সুরক্ষিত থাকে।

৮.২. প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের উপায়

৮.২.১. সকল জাহাজভাঙ্গা কর্মকান্ড চলাকালীন সময়ে সকল কাজের স্থানে প্রবেশ ও সকল কাজের স্থান থেকে নিষ্ক্রমণের জন্য পর্যাপ্ত ও নিরাপদ উপায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এই উপায়গুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করে নিরাপদ রাখতে হবে।

৮.২.২. জাহাজে প্রবেশের উপায় হবে :

(ক) যেখানে বাস্তবসম্মত সেখানে, জাহাজের অ্যাকোমোডেশন মই, গ্যাংওয়ে বা অনুরূপ সরঞ্জাম; অথবা

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, মই, সিঁড়ি, বা, প্রয়োজনে, দড়ির মই বা অনুরূপ সরঞ্জাম।

৮.২.৩. প্রবেশের উপায়গুলোকে:

(ক) বাধামুক্ত রাখতে হবে; সেগুলো কোন কাজের স্থানের নিচে অবস্থিত হলে, সেগুলোকে পড়ন্ত বস্তু থেকে সুরক্ষিত রাখতে হবে;

(খ) বাস্তবে যতটা সম্ভব, এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে এগুলোর উপর দিয়ে কোন ভার বহন করে নিয়ে যাওয়া না হয়। কোন অবস্থাতেই প্রবেশ পথে শ্রমিক থাকাকালে তার উপর দিয়ে ভার বহন করে নিয়ে যাওয়া চলবে না।

৮.২.৪. হ্যাচে, প্রবেশ মুখে অথবা জাহাজের খোল, ডেক বা একাধিক ডেকের মধ্যবর্তী স্থানের প্রবেশ পথে নিরাপত্তা বাধা (safety barrier) স্থাপন করতে হবে। ফিক্সড হোল্ড মই স্থাপন করা বাস্তবসম্মত না হলে, বহনযোগ্য ধাতব মই (বা যথোপযুক্ত কাঠের মই) স্থাপন করতে হবে। দড়ির মই শুধুমাত্র খোলে প্রবেশের বাড়তি

ব্যবস্থা হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। ব্যবহারের আগে সকল মইয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে নিতে হবে।

৮.৩. অগ্নিকান্ড বা অন্যান্য বিপদের ক্ষেত্রে জরুরি নিষ্ক্রমণ উপায়

৮.৩.১. জরুরি নিষ্ক্রমণ পথগুলোকে সর্বদা বাধামুক্ত রাখতে হবে। নিষ্ক্রমণ পথগুলো ঘনঘন পরিদর্শন করতে হবে এবং ভাঙ্গন চলাকালে এগুলো অব্যাহতভাবে সংশোধন করতে হবে। যে ক্ষেত্রে যথাযথ সে ক্ষেত্রে, যথাযথ দৃষ্টিগোচর সংকেতের সাহায্যে অগ্নিকান্ডের সময় ব্যবহারের জরুরি নিষ্ক্রমণ পথের দিক সুস্পষ্টভাবে দেখাতে হবে।

৮.৩.২. জরুরি নিষ্ক্রমণ উপায়গুলো:

(ক) সকল ভাঙ্গন প্রক্রিয়া চলাকালীন সময় ধরে জাহাজের উপরে চলাচলের এবং জাহাজ থেকে বাইরে যাওয়ার জন্য স্থাপন করতে হবে;

(খ) সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে; তা নৈশকালীন কাজের সময় জরুরি আলোর মাধ্যমে করতে হবে;

(গ) পরিকল্পনার মধ্যে প্রদর্শন করতে হবে, যা, যেরূপ উপযুক্ত সেরূপ, জাহাজের প্রবেশ পথে ও অভ্যন্তরে এবং, ভূমিতে অবস্থিত স্থাপনায় লাগাতে হবে।

৮.৪. সড়কপথ, মাল খালাসের ঘাট, ইয়ার্ড, ও অন্যান্য স্থান

৮.৪.১. সড়কপথ, মাল খালাসের ঘাট, ইয়ার্ড ইত্যাদি যেখানে লোকজন বা যানবাহন চলাচল করে অথবা স্থির অবস্থানে থাকে সেগুলোকে এমনভাবে নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে যাতে লোকজন বা যানবাহন যেসব মালামাল বা যাত্রী বহন করবে সেগুলোর জন্য সেসব স্থান নিরাপদ হয়।

৮.৪.২. বেষ্টিত ইয়ার্ড ও অন্যান্য স্থানসমূহে পায়ে হেঁটে চলাচলকারী ব্যক্তি ও যানবাহনের জন্য আলাদা আলাদা গেট রাখতে হবে।

৮.৪.৩. বিপজ্জনক ক্রসিং, যার মধ্যে দিয়ে ভারী মালামাল পরিবহন করা হয় তাকে সম্ভব হলে স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল বা গেট দ্বারা সুরক্ষিত রাখতে হবে, অথবা তাকে পাহারাদার দ্বারা পাহারা দিতে হবে।

৮.৫. হাউসকিপিং

৮.৫.১. প্রতিটি জাহাজভাঙ্গা স্থাপনায় ও জাহাজে একটি যথাযথ হাউসকিপিং কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং তা নিরবিচ্ছিন্নভাবে চালু রাখতে হবে, যার মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো থাকবে:

(ক) মালামাল ও যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু গুদামজাতকরণ ব্যবস্থা;

(খ) যেরূপ উপযুক্ত সেরূপ সময় অন্তর অন্তর টুকরা, বর্জ্য ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অপ্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ অপসারণের ব্যবস্থা।

৮.৫.২. আশু ব্যবহারের জন্য আবশ্যক নয় এমন সব আলগা মালামাল সাইটে এমনভাবে রাখা যাবে না অথবা জমতে দেয়া যাবে না যাতে কাজের স্থানে ও প্যাসেজওয়েতে প্রবেশের পথ এবং সেসব স্থান থেকে নিষ্ক্রমণের পথ বিপজ্জনকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়।

৮.৫.৩. তেল বা অন্যান্য কারণে কাজের স্থান বা প্যাসেজওয়ে পিচ্ছিল হলে সেগুলো পরিস্কার করতে হবে অথবা সেগুলোতে বালি, করাতের গুঁড়ো, ছাই বা অনুরূপ জিনিস ছিটিয়ে দিতে হবে।

৮.৫.৪. হাতিয়ার, নাট, বল্টু ও অন্যান্য জিনিসপত্র এমন কোন জায়গায় ফেলে রাখা চলবে না যেখানে সেগুলো হোঁচট খাওয়ার বিপদ সৃষ্টি করতে পারে।

৮.৫.৫. কাজের জায়গায় বা প্যাসেজওয়েতে টুকরা, বর্জ্য, আবর্জনা ও ময়লা জমতে দেয়া যাবে না।

৮.৫.৬. জাহাজ থেকে আবর্জনা, ময়লা ও বর্জ্য পানিতে ফেলা যাবে না বরং এগুলোকে পরিবেশগতভাবে টেকসই পন্থায় অপসারণ করতে হবে।

৮.৬. মাচা ও মই

৮.৬.১. যে ক্ষেত্রে ভূমিতে থেকে বা ভূমি থেকে অথবা জাহাজের কোন অংশ থেকে বা অন্য কোন স্থায়ী কাঠামো থেকে নিরাপদে কাজ করা সম্ভব নয়, সে ক্ষেত্রে একটি নিরাপদ ও উপযোগী মাচা বা অন্য কোন সমরূপ নিরাপদ ও উপযোগী ব্যবস্থা তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

৮.৬.২. বিভিন্ন প্রকারের যেসব মাচা ও মই ব্যবহার করা হবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সেগুলোর নকশা, নির্মাণ, স্থাপন, ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ, খোলা ও পরিদর্শনের বিশদ কারিগরি বিধানাবলী বিষয়ক আইন, প্রবিধান বা মান প্রবর্তন ও প্রয়োগ করবেন।

৮.৬.৩. মাচায় নিরাপদে ওঠা-নামার উপায়, যেমন গ্যাংওয়ে, স্টেয়ারওয়ে বা মই থাকতে হবে। মইকে অনভিপ্রেত নড়াচড়া করা থেকে সুরক্ষিত রাখতে হবে।

৮.৬.৪. প্রতিটি মাচা ও তার অংশগুলো :

(ক) এমনভাবে নকশা করতে হবে যতে যথাযথভাবে ব্যবহার করা হলে সেগুলো শ্রমিকদেরকে বিপদ থেকে সুরক্ষিত রাখে এবং ভেঙ্গে না পড়ে কিংবা দুর্ঘটনাজনিত কারণে স্থানচ্যুত না হয়;

(খ) এমনভাবে নকশা করতে হবে যাতে, যেরূপ যথোপযুক্ত সেরূপ, গার্ড রেইল ও অন্যান্য সুরক্ষা সরঞ্জাম, প্লাটফরম, পুটলগ, রেকার, ট্রানসম, মই, সিঁড়ি বা র‍্যাম্প, সহজেই একত্রে জোড়া লাগানো যায়;

(গ) যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে তার উপযোগী ও সঠিক উপকরণ দ্বারা তৈরি হতে হবে, পর্যাপ্ত আকারের ও মজবুত হতে হবে এবং রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সঠিক অবস্থায় রাখতে হবে।

৮.৭. মানুষ ও বস্তুর পতন প্রতিরোধে পূর্ব-সতর্কতা

৮.৭.১. প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের সকল খোলা মুখ, যেগুলো দিয়ে শ্রমিকরা পড়ে যেতে পারে সেগুলো কার্যকরভাবে আচ্ছাদিত করতে অথবা বেষ্টনী দ্বারা ঘিরে দিতে হবে এবং সর্বাধিক উপযুক্ত পন্থায় সুস্পষ্টভাবে দেখাতে হবে।

৮.৭.২. মালামাল বা হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি ওঠানো বা নামানোর সময় তার পতন দ্বারা জখম হতে পারে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে সুরক্ষিত রাখার জন্য পর্যাপ্ত পূর্বসতর্কতামূলক ব্যবস্থা, যেমন বেষ্টনী, পর্যবেক্ষণকারী বা বাধার (barrier) ব্যবস্থা করতে হবে।

৮.৭.৩. বাস্তবে যতদূর সম্ভব এবং জাতীয় আইন ও প্রবিধান অনুসারে, উঁচুতে স্থাপিত কাজের স্থান থেকে শ্রমিকদের পড়ে যাওয়া ঠেকাতে গার্ড রেইল ও টো বোর্ডের ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে গার্ড রেইল ও টো বোর্ডের ব্যবস্থা করা যাবে না সেখানে:

(ক) পর্যাপ্ত নিরাপত্তা জাল বা নিরাপত্তা শীট স্থাপন করতে ও বহাল রাখতে হবে; অথবা
(খ) পর্যাপ্ত সেফটি হারনেস (harness)-এর ব্যবস্থা ও তা ব্যবহার করতে হবে।

৮.৭.৪. বিপদ ঠেকাতে যেখানে প্রয়োজন সেখানে, কোন কাঠামো বা কাঠামোর অংশ বিযুক্ত করা বা ভাঙ্গার সময় তার ভেঙ্গে পড়া ঠেকাতে গাই (guy), স্টে (stay) বা সাপোর্ট (support) ব্যবহার করতে হবে অথবা অন্যান্য কার্যকর পূর্ব-সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮.৭.৫. বর্জ্য পদার্থ বা বস্তু উঁচু স্থান থেকে নিচে ছুড়ে ফেলা যাবে না। কোন পদার্থ ও বস্তু নিরাপদে উঁচু স্থান থেকে নিচে নামানো না গেলে, পর্যাপ্ত পূর্ব-সতর্কতামূলক ব্যবস্থা যেমন বেষ্টনী বা বাধার ব্যবস্থা করতে হবে। আলগা জিনিসপত্র এমন **স্থানে ফেলে** রাখা চলবে না যেখান থেকে সেগুলো নিচে লোকজনের উপর পড়তে পারে। **উঁচুতে স্থাপিত** কাজের স্থানে নিয়োজিত শ্রমিকদেরকে স্ক্রু, নাট, বল্টু ও অনুরূপ **জিনিস রাখার জন্য** পাত্র সরবরাহ করতে হবে।

৮.৮. অগ্নি প্রতিরোধ ও অগ্নি নির্বাপণ

৮.৮.১. নিয়োগকর্তা নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে সকল যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ **করবেন:**

(ক) অগ্নিকান্ডের ঝুঁকি এড়ানো;
(খ) অগ্নিকান্ড ঘটলে তা দ্রুত ও সুদক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা;
(গ) দ্রুত ও নিরাপদভাবে লোকজনদেরকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া।

৮.৮.২. দাহ্য তরল পদার্থ, কঠিন পদার্থ ও গ্যাস যেমন তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি)-এর ট্যাংক ও অ্যাসিটিলিন সিলিন্ডার, রং ও অনুরূপ অন্যান্য পদার্থের জন্য পর্যাপ্ত ও নিরাপদ গুদামজাতকরণ এলাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

৮.৮.৩. যেসব স্থানে তাৎক্ষণিক-দাহ্য পদার্থ বা দাহ্য পদার্থ থাকে সেসব স্থানে ধুমপান নিষিদ্ধ করতে হবে এবং "ধুমপান-নিষেধ" বিজ্ঞপ্তি সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করতে হবে।

৮.৮.৪. আবদ্ধ স্থানে এবং অন্যান্য জায়গায় যেখানে দাহ্য গ্যাস, বাষ্প বা ধূলিকণা বিপদের কারণ হতে পারে সেখানে:

(ক) বহনযোগ্য ল্যাম্পসহ, শুধুমাত্র যথাযথভাবে সুরক্ষিত বৈদ্যুতিক কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার কতে হবে;

(খ) কোন খোলা আগুনের শিখা বা অনুরূপ কোন উৎস যা থেকে আগুন লাগতে পারে তা থাকতে পারবে না;

(গ) "ধুমপান-নিষেধ" বিজ্ঞপ্তি থাকতে হবে;

(ঘ) তৈলাক্ত ন্যাকড়া, বর্জ্য ও কাপড়চোপড় বা অন্যান্য জিনিস যাতে নিজে নিজেই আগুন ধরে যেতে পারে সেগুলো অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে অপসারণ করতে হবে;

(ঙ) পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে;

(চ) যেসব ব্যক্তি এমন পোশাক পরিধান করেন যা স্থির বিদ্যুত উৎপন্ন করতে পারে বা এমন জুতা পরিধান করেন যা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে সেসব ব্যক্তিকে কাজে নিয়োগ করা চলবে না।

৮.৮.৫. সহজ-দাহ্য পদার্থ, পিচ্ছিল বা তৈলাক্ত বর্জ্য ও টুকরা কাঠ বা প্লাস্টিক নিরাপদ স্থানে ধাতব পাত্রে বন্ধ করে রাখতে হবে।

৮.৮.৬. যেসব স্থানে অগ্নিকান্ডের ঝুঁকি রয়েছে সেসব স্থান নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করতে হবে। হিটিং সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক স্থাপনা ও সুপরিবাহী বস্তু (conductor), সহজ-দাহ্য ও দাহ্য পদার্থের ভান্ডার এবং হট ওয়েল্ডিং ও কাটিং অপারেশনের আশেপাশের এলাকা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

৮.৮.৭. অগ্নিকান্ড ও বিস্ফোরণের ঝুঁকি কমানোর জন্য, যেরূপ প্রয়োজন সেরূপ, উপযুক্ত পূর্ব-সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার পর, শুধুমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তির নির্দেশে ঝালাই, ফ্লেম কাটিং ও অন্যান্য হট ওয়ার্ক করতে হবে।

৮.৮.৮. যেসব স্থানে অগ্নিকান্ডের বিপদ রয়েছে, জাতীয় আইন ও প্রবিধান অনুসারে সেসব স্থানে:

(ক) উপযুক্ত ও যথেষ্টসংখ্যক অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র রাখতে হবে, যা অনায়াসলভ্য এবং সহজে দৃষ্টিগোচর ও হাতের নাগালে হতে হবে;

(খ) যথেষ্ট চাপযুক্ত পর্যাপ্ত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৮.৮.৯. অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রপাতি নির্বাচন করতে ও যোগান দিতে হবে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইন ও প্রবিধান অনুসারে এবং প্রাথমিক বিপদ চিহ্নিতকরণ ও ঝুঁকি নিরূপণ ফলাফল এবং নিরাপদ জাহাজভাঙ্গা পরিকল্পনায় স্থিরকৃত প্রক্রিয়াসমূহের ভিত্তিতে। যেসব যন্ত্রপাতি মোতায়েন করা হবে সেগুলোকে নিম্নোক্ত প্রয়োজন ও ব্যবহারের উপযোগী ও সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে :

(ক) সংরক্ষিত প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ পথ এবং জাহাজের অভ্যন্তরে আবদ্ধ স্থান;

(খ) জাহাজভাঙ্গার কাজে যেসব বিপজ্জনক, দাহ্য ও বিস্ফোরক পদার্থ হ্যান্ডলিং করা হবে সেগুলোর পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য;

(গ) সাইটের পরিবহন ও গুদামজাতকরণ ব্যবস্থা;

(ঘ) প্রাথমিক অগ্নি-নির্বাপণ উদ্দেশ্য (হাতে বা ট্রলিতে বহনযোগ্য অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র)।

চিহ্নিত বিপদ ও ঝুঁকি এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অনুসারে অগ্নি-নির্বাপণের মাধ্যম নির্বাচন করতে হবে।

৮.৮.১০. অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রপাতি সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় রাখতে হবে এবং যথাযথ বিরতিতে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা তা পরিদর্শন করাতে হবে। অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রপাতি যেমন হাইড্র্যান্ট, বহনযোগ্য অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র ও হোস পাইপের সংযোগস্থলে যাবার পথকে সব সময় বাধামুক্ত রাখতে হবে।

৮.৮.১১. অগ্নিকান্ডের বিপদ, উপযুক্ত পূর্ব-সতর্কতামূলক ব্যবস্থা এবং অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রপাতি ব্যবহার বিষয়ে সকল সুপারভাইজার ও যথেষ্ট সংখ্যক শ্রমিককে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, নির্দেশ ও তথ্য প্রদান করতে হবে যাতে সকল কার্যকালীন সময়ে যথেষ্ট সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকজন দ্রুত পাওয়া যায়। যে প্রশিক্ষণ, নির্দেশ ও তথ্য প্রদান করা হবে তার মধ্যে, বিশেষ করে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে:

(ক) যেসব পরিস্থিতিতে শ্রমিকরা নিজে আগুন নেভাবার চেষ্টা না করে অগ্নিকান্ডের স্থান ত্যাগ করবে এবং অগ্নি-নির্বাপণ কর্মীদেরকে ডেকে আনবে;
(খ) কখন ও কোথায় এলার্ম বাজাতে হবে;
(গ) জরুরি নিষ্ক্রমণ পথের ব্যবহারসহ, অগ্নিকান্ডের সময় কি কি করণীয়;
(ঘ) যেসব শ্রমিকের অগ্নি-নির্বাপক ও অগ্নিকান্ড সুরক্ষা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার কথা তাদের জন্য এসব যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহারবিধি;
(ঙ) ধূমোদগারের বিষাক্ত প্রকৃতি এবং প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা;
(চ) উপযুক্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই)-এর সঠিক ব্যবহার;
(ছ) নিরাপদ স্থানে লোকজন সরিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা (evacuation plan) ও কার্যপ্রণালী।

৮.৮.১২. অগ্নিকান্ড ঘটলে যাতে সতর্ক করা যায় সেজন্য পর্যাপ্ত, উপযুক্ত ও কার্যকর উপায় (দর্শন ও শ্রবণ সংকেত) স্থাপন করতে হবে। নিরাপদ স্থানে লোকজন সরিয়ে নেয়ার একটি কার্যকর পরিকল্পনা থাকতে হবে যাতে সকল লোকজনকে ভয়ভীতি ছাড়াই দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া যায়।

৮.৮.১৩. সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানসমূহে বিজ্ঞপ্তি লাগাতে হবে যার মধ্যে, প্রযোজ্য হলে:
(ক) নিকটতম ফায়ার এলার্মের অবস্থান দেখাতে হবে;
(খ) নিকটতম জরুরি সেবাসমূহের টেলিফোন নম্বর ও ঠিকানা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
(গ) নিকটতম প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের অবস্থান দেখাতে হবে।

৮.৯. বিপজ্জনক বায়ুমন্ডল ও আবদ্ধ স্থান

৮.৯.১. যে ক্ষেত্রে শ্রমিকদের এমন এলাকায় প্রবেশ করতে হবে যেখানে বিষাক্ত বা ক্ষতিকর পদার্থ থাকতে পারে কিংবা হয়তো পূর্বে ছিল, অথবা যেখানে অক্সিজেন ঘাটতি বা দাহ্য বায়ুমন্ডল থাকতে পারে, সে ক্ষেত্রে বিপদ ঠেকাতে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮.৯.২. বিপজ্জনক বায়ুমন্ডলের ব্যাপারে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে সেগুলোকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা জাহাজের বেষ্টিত স্থানে প্রবেশ সংক্রান্ত আইএমও সুপারিশমালা

(আইএমও সিদ্ধান্ত নং এ. ৯৬২(২৩)-এর সংযোজনী ১-এর পরিশিষ্ট)-এর সাথে সঙ্গতি রক্ষাপূর্বক অনুমোদিত হতে হবে এবং সেসব ব্যবস্থার জন্য সেগুলোর সথে কোন উপযুক্ত ব্যক্তির পূর্ব-অনুমতি থাকতে হবে, কিংবা সেসব ব্যবস্থা এমন অন্য কোন পদ্ধতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে যে পদ্ধতি অনুসারে বিপজ্জনক বায়ুমন্ডল বিদ্যমান থাকতে পারে এমন এলাকায় শুধুমাত্র নির্ধারিত কার্যপ্রণালী অনুসরণপূর্বক প্রবেশ করা যায়।

৮.৯.৩. আবদ্ধ স্থান বা এলাকার অভ্যন্তরে খোলা আলো বা আগুনের শিখা নিয়ে যাবার বা হট ওয়ার্ক করার অনুমতি দেয়া যাবে না যদি না সে স্থান বা এলাকাকে সম্পূর্ণভবে দাহ্য-পরিবেশমুক্ত করা হয়ে থাকে এবং উপযুক্ত ব্যক্তি পরীক্ষা করে তাকে নিরাপদ পেয়ে থাকেন। এরূপ আবদ্ধ স্থান বা এলাকাকে নিরাপদ করার লক্ষ্যে প্রাথমিক পরিদর্শন, পরিষ্কারকরণ বা অন্য কোন কাজের জন্য সেখানে শুধুমাত্র স্ফুলিঙ্গবিহীন হাতিয়ার, গার্ডযুক্ত অগ্নিরোধী হ্যান্ডল্যাম্প ও নিরাপদ টর্চ ব্যবহার করা যাবে।

৮.৯.৪. কোন শ্রমিক আবদ্ধ স্থানে থাকাকালে:

(ক) উদ্ধার কাজের জন্য ব্রিদিং অ্যাপারেটাস, প্রাথমিক চিকিৎসা কিট, স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস/রক্ত সঞ্চালন ফিরিয়ে আনার সরঞ্জাম (resuscitation apparatus) ও অক্সিজেনসহ পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি ও সুযোগ সুবিধা অনায়াসলভ্য রাখতে হবে;

(খ) আবদ্ধ স্থানের প্রবেশমুখে বা প্রবেশ মুখের নিকটে এক বা একাধিক পূর্ণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পরিচর্যাকারীকে মোতায়েন রাখতে হবে;

(গ) শ্রমিক ও পরিচর্যাকারীদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৮.১০. চিহ্ন, বিজ্ঞপ্তি ও রং সংকেত (color codes)

৮.১০.১. বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করতে এবং ভাষার ব্যবহার ছাড়া তথ্য জানাতে চিহ্ন ও প্রতীক একটি অতি কার্যকর পদ্ধতি। নিরাপত্তা চিহ্ন ও বিজ্ঞপ্তির আকার ও রং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্ধারিত শর্ত অনুসারে হতে হবে।

৮.১০.২. উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্ধারিত শর্তাবলী অনুসারে বহনযোগ্য অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রের ভেতরের উপাদান রং সংকেত দ্বারা নির্দেশ করতে হবে। প্রতিটি অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রের গায়ে তার ব্যবহারবিধি সম্বলিত লেবেল আঁটা থাকতে হবে।

৮.১০.৩. বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং কোর-এ (core) রং সংকেত ব্যবহারের বিভিন্ন মান রয়েছে এবং সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে প্রতিটি জাহাজে ব্যবহৃত কোর রংসমূহের অর্থ সম্বন্ধে কর্মচারীদের সচেতন থাকা নিশ্চিত হয়। কোন প্রতিস্থাপন প্রয়োজন হলে, তা কোডিং সিস্টেম অনুসারে করতে হবে।

৮.১০.৪. গ্যাস সিলিন্ডারসমূহের গায়ে সুস্পষ্টভাবে গ্যাসের নাম ও প্রতীক অংকিত থাকতে হবে এবং ভেতরের পদার্থ অনুসারে সিলিন্ডারের গায়ের রং হতে হবে। একটি কালার কোডিং কার্ড সরবরাহ করতে হবে।

৮.১১. অননুমোদিত প্রবেশ প্রতিরোধ

৮.১১.১ জাহাজভাঙ্গা স্থাপনায় বা জাহাজে দর্শনার্থীদের প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না যদি না, যেরূপ যথাযথ সেরূপ, কোন উপযুক্ত ব্যক্তি তাদের সঙ্গী হন বা তাদের পরিদর্শন অনুমোদন করেন এবং তাদেরকে যথোপযুক্ত সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রদান করা হয়।

৮.১১.২. জাতীয় আইন ও প্রবিধান বা যৌথ চুক্তির বিধান অনুসারে, শ্রমিক প্রতিনিধিদের [জাহাজভাঙ্গা স্থাপনা বা জাহাজে] প্রবেশের ব্যাপারে যথাযথ নিয়মকানুন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৯. বিপজ্জনক বস্তু ব্যবস্থাপনা

৯.১. সাধারণ বিধানাবলী

৯.১.১. *Ambient factors in the workplace* (কর্মস্থলে পারিপার্শ্বিক উপাদান) শীর্ষক আইএলও আচরণবিধির বিধানসমূহকে বিপজ্জনক পদার্থের (ধূলিকণা, ধূমোদগার ও গ্যাসসহ) সংস্পর্শের আশংকা দূরীকরণ বা সংস্পর্শ নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। যেখানে শ্রমিকরা বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসবে সেখানে *Safety in the use of chemicals at work* (কর্মস্থলে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারে নিরাপত্তা) শীর্ষক আইএলও আচরণবিধির বিধানসমূহ প্রয়োগ করতে হবে।

৯.১.২. উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষামূলক ব্যবস্থার জন্য মানদন্ড নির্ধারণ নিশ্চিত করবেন, বিশেষ করে:

(ক) বিপজ্জনক পদার্থ হ্যান্ডলিং, গুদামজাতকরণ ও পরিবহনে;

(খ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রবিধানসমূহের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ ও বিপজ্জনক বর্জ্য পণ্য নিষ্কাশন ও শোধনে।

৯.১.৩. নিয়োগকর্তা নিশ্চিত করবেন যে, ভাঙ্গার জন্য নির্ধারিত প্রতিটি জাহাজ বা অন্য কোন বস্তু ভাঙ্গন কাজের জন্য নিরাপদ অবস্থায় রয়েছে, এগুলোর প্রয়োজনীয় প্রত্যয়ন ও লাইসেন্স রয়েছে এবং এগুলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মান অনুসারে ভাঙ্গন কাজের জন্য নির্ধারিত সকল শর্ত পূরণ করেছে, যেমন:

(ক) জাহাজের শেষবারের যাত্রায় জাহাজের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল না এমন বিপজ্জনক বস্তু/পদার্থসমূহ অপসারণ ও পরিবেশসম্মত টেকসই পন্থায় পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে;

(খ) জাহাজ ও জাহাজের ট্যাংকসমূহ গ্যাসমুক্ত করা হয়েছে।

৯.১.৪. নিয়োগকর্তা ভাঙ্গার জন্য নির্ধারিত জাহাজে থাকা বিপজ্জনক পদার্থসমূহের একটি ইনভেন্টরি তালিকা চাইবেন অথবা, ইতিমধ্যে তা না পাওয়া গিয়ে থাকলে, প্রস্তুত করবেন। এ ইনভেন্টরিকে বিশেষ করে জাহাজে থাকা সম্ভাব্য বিপজ্জনক মালামালের

আইএমও ইনভেন্টরিতে অন্তর্ভুক্ত বিপজ্জনক পদার্থসমূহ (বর্জ্য) (সংযোজনী ৪ দেখুন) এবং, প্রযোজ্য হলে এগুলোর অবস্থান ও পরিমাণ, চিহ্নিতকরণে ব্যবহার করতে হবে।

৯.১.৫. জাতীয় আইন ও প্রবিধানে যেরূপ নির্দেশিত হয়েছে সেরূপ নিয়োগকর্তা নিশ্চিত করবেন যে, শ্রমিকরা এমন মাত্রায় বিপজ্জনক পদার্থের সংস্পর্শে আসবে না যা সংস্পর্শ সীমাকে ছাড়িয়ে যায় অথবা যা কাজের পরিবেশ মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য মানদন্ডের পরিপন্থী। তারা শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মস্থলে বিপজ্জনক পদার্থ রয়েছে কিনা তা নিরূপণ করবেন এবং শ্রমিকদের সংস্পর্শ পরিবীক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করবেন। পরিবীক্ষণ থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের ভিত্তিতে নিয়োগকর্তা বিপজ্জনক পদার্থের সাথে শ্রমিকদের সংস্পর্শ নিরূপণ করবেন।

৯.১.৬. নিম্নোক্ত দলিলসমূহের বিধান অনুসারে নিয়োগকর্তা নিশ্চিত করবেন যে, যেসব রাসায়নিক পদার্থ হ্যান্ডলিং, গুদামজাত ও পরিবহন করা হবে অথবা অন্য কোনভাবে ব্যবহার করা হবে সেসবের প্রতিটিতে তার প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ও ব্যবহারবিধি দেখিয়ে পরিচিতিমূলক চিহ্ন প্রদান করা হয়েছে:

(ক) *Safety in the use of chemicals at work (কর্মস্থলে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারে নিরাপত্তা)* শীর্ষক আইএলও আচরণবিধি;

(খ) সরবরাহকারী কর্তৃক প্রদত্ত কেমিক্যাল সেফটি ডাটা শীট।

৯.১.৭. যেসব রাসায়নিক পদার্থ পরিচিতিমূলক চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়নি অথবা কেমিক্যাল ডাটা শীটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি সেসব পদার্থ, যতক্ষণ পর্যন্ত না নিয়োগকর্তা অনুরূপ প্রাসঙ্গিক তথ্য পান এবং শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধিদেরকে তা সরবরাহ করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত, হ্যান্ডলিং ও গুদামজাত করা যাবে না।

৯.২. ঝুঁকি নিরূপণ

৯.২.১ বিপজ্জনক পদার্থের ইনভেন্টরির ভিত্তিতে (প্যারাগ্রাফ ৯.১.৪. দেখুন) এবং এ নির্দেশাবলীর সেকশন ৭.৩ অনুসরণে, ঝুঁকি নিরূপণের প্রথম পর্যায়ে কর্মস্থলটি পরিদর্শন করতে এবং নিম্নোক্ত পদার্থসমূহ ও কর্মকান্ড সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে:

(ক) বিদ্যমান রয়েছে বা পরে আসতে পারে এমন বিপজ্জনক পদার্থসমূহ, অন্যান্য বিপজ্জনক পারিপার্শ্বিক উপাদানসহ;

(খ) যেসব বিপজ্জনক কর্মকান্ড সম্পন্ন করা হবে এবং যেসব প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হবে।

৯.২.২. চিহ্নিত রাসায়নিক পদার্থসমূহের ক্ষেত্রে, সেসব পদার্থ বা পণ্য যে যে ভৌত অবস্থায় (যেমন কঠিন, তরল, বায়বীয়) পাওয়া যায় সে সে অবস্থায় তাদের মধ্যে নিহিত থাকা বিপদসমূহ সম্পর্কে নিয়োগকর্তা সরবরাহকারীদের নিকট থেকে এবং, পাওয়া গেলে, বিপজ্জনক পদার্থের ইনভেন্টরি থেকে তথ্য সংগ্রহ করবেন। যেক্ষেত্রে তা বাস্তবসম্মত নয় সেক্ষেত্রে, নিয়োগকর্তা উক্ত তথ্য International Agency for Research on Cancer (IARC) [আন্তর্জাতিক ক্যানসার গবেষণা সংস্থা (আইএআরসি)], বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও), International Programme on Chemical Safety (IPCS) [আন্তর্জাতিক রাসায়নিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (আইপিসিএস), ইউরোপিয়ান কমিউনিটিজ এবং অন্যান্য উপযুক্ত আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করবেন।

৯.২.৩. যে ক্ষেত্রে খনিজ বা কৃত্রিম আঁশ, খনিজ ধূলিকণা ও উদ্ভিজ্জ ধূলিকণা থেকে ঝুঁকি উদ্ভূত হবে সে ক্ষেত্রে, নিয়োগকর্তা, বিশেষ করে, Asbestos Convention (No. 162) and Recommendation (No. 172), 1986 [অ্যাসবেস্টস কনভেনশন (নং ১৬২) এবং সুপারিশ (নং ১৭২), ১৯৮৬]-এর বিধানসমূহ; *Occupational exposure to airborne substances harmful to health (স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বায়ুবাহিত পদার্থের পেশাগত সংস্পর্শ), Safety in the use of asbestos (অ্যাসবেস্টস ব্যবহারে নিরাপত্তা)* এবং *Safety in the use of synthetic vitreous fibre insulation wools (glass wool, rock wool, slag wool)* [কৃত্রিম কাচীয় আঁশ অপরিবাহী পশম (কাচের পশম, পাথুরে পশম, বর্জ্য পশম) ব্যবহারে নিরাপত্তা] শীর্ষক আইএলও আচরণবিধিসমূহ, এবং Dust Control in the Working Environment (Silicosis) [কাজের পরিবেশে ধূলিকণা নিয়ন্ত্রণ (সিলিকোসিস) শীর্ষক আইএলও গাইড বিবেচনা করবেন।

৯.২.৪. শ্রমিকরা যেসব সুনির্দিষ্ট কাজের পরিস্থিতিতে, উদাহরণস্বরূপ, নিম্নোক্ত [বিপদসমূহের] সংস্পর্শে আসতে পারে নিয়োগকর্তাগণ ঝুঁকি নিরূপণের জন্য তথ্য সংগ্রহের সময় সেসব কাজের পরিস্থিতি বিবেচনায় রাখবেন:

(ক) উপজাত হিসাবে সৃষ্ট বিপজ্জনক ধূমোদগার (যেমন ঝালাই থেকে);

(খ) আবদ্ধ স্থানে বিপজ্জনক পদার্থের উপস্থিতি ও অক্সিজেন ঘাটতি;

(গ) পুঞ্জীভূত উচ্চতর মাত্রার ঝুঁকিসহ দীর্ঘ সময়ের কাজ (যেমন ওভারটাইমের সময়);

(ঘ) পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পরিবর্তনের কারণে [বিপজ্জনক পদার্থের] অধিকতর ঘনত্ব (higher concentration) (যেমন উত্তপ্ত পরিবেশ যেখানে বিপজ্জনক পদার্থের বাষ্পের চাপ বেড়ে যেতে পারে);

(ঙ) একাধিক পথে শোষণ (নাক, মুখ, ত্বকের মাধ্যমে শোষণ);

(চ) কঠোর পরিশ্রমের কাজ করাকালে বিপজ্জনক পদার্থসমূহ, এমনকি সেগুলোর ঘনত্ব সংস্পর্শ সীমার নিচে থাকলেও।

৯.২.৫. উপরে ৯.২.৪. প্যারাগ্রাফে বর্ণিত পরিস্থিতিসমূহে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা স্বাভাবিক কাজের পরিস্থিতির জন্য নির্ধারিত সংস্পর্শ মাত্রা প্রায়ই অকার্যকর (invalid) হয়ে পড়ে। তাই নিয়োগকর্তাগণ পরিস্থিতি অনুসারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান (আইএলও, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, আইপিসিএস) বা অন্যান্য সংস্থা থেকে কার্যকর তথ্য সংগ্রহ করবেন।

৯.২.৬. ঝুঁকি নিরূপণের দ্বিতীয় পর্যায় হিসাবে, নিয়োগকর্তা সংস্পর্শ থেকে সৃষ্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ, বিশেষ করে রাসায়নিক মিশ্রণের প্রভাব থেকে সৃষ্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ, নিরূপণের জন্য সংগৃহীত তথ্যাবলী ব্যবহার করবেন, এবং নিম্নোক্ত বিষয়গুলোও বিবেচনায় নেবেন:

(ক) প্রবেশ পথ (ত্বক, নাক, মুখ);

(খ) ক্ষতিগ্রস্ত ত্বকের মাধ্যমে প্রবেশ বা ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই)-এর মধ্য দিয়ে চুঁইয়ে ঢোকার ঝুঁকি;

(গ) মুখ দিয়ে ঢোকার ঝুঁকি (ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি পালনের মান ও সাংস্কৃতিক তারতম্যের দরুন);

(ঘ) বায়ুবাহিত বিপজ্জনক পদার্থের ঘনত্বের মাত্রা;
(ঙ)) যে হারে কাজ সম্পাদন করা হয় (যেমন কঠোর পরিশ্রমের কাজ);
(চ) সংস্পর্শের মেয়াদ (যেমন দীর্ঘ ওভারটাইমের কারণে উচ্চতর সংস্পর্শ);
(ছ) সংস্পর্শ ঝুঁকি বৃদ্ধিতে অন্যান্য পারিপার্শ্বিক উপাদানের (যেমন, তাপ) প্রভাব।

৯.২.৭. ঝুঁকি নিরূপণের তৃতীয় পর্যায়ে, বায়ুবাহিত দূষণকারী পদার্থ পরিমাপের (পরিবীক্ষণ) জন্য একটি কার্যক্রমের চাহিদা স্থির করতে হবে। এরূপ একটি কার্যক্রম প্রয়োজন:
(ক) শ্রমিকদের সংস্পর্শের ব্যাপ্তি নির্ধারণ করার জন্য; এবং
(খ) প্রকৌশলগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য।

৯.৩. কর্মস্থলে রাসায়নিক বিপদ পরিবীক্ষণ

৯.৩.১. সাধারণ মূলনীতিসমূহ

৯.৩.১.১. সংস্পর্শ ঝুঁকির কার্যকর হিসাব প্রদানে এবং বিদ্যমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মূল্যায়নে অন্যান্য কৌশল যদি যথেষ্ট না হয় তাহলে কর্মস্থলে বায়ুবাহিত দূষণকারী পদার্থের পরিমাপ (পরিবীক্ষণ) আবশ্যক হবে। তা করতে হবে *Safety in the use of chemicals at work (কর্মস্থলে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারে নিরাপত্তা)* শীর্ষক আইএলও আচরণবিধির অধ্যায় ১২ অনুসারে।

৯.৩.১.২. ঝুঁকি নিরূপণ কৌশলসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত তথ্য ও কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত হতে পারে :
(ক) অন্তর্নিহিত স্বাস্থ্য ও শারীরিক বিপদ সম্পর্কিত তথ্য, যা নিতে হবে জাহাজের বিপজ্জনক পদার্থের ইনভেন্টরি ও কেমিক্যাল সেফটি ডাটা শীট থেকে, যা *Safety in the use of chemicals at work (কর্মস্থলে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারে নিরাপত্তা)* শীর্ষক আইএলও আচরণবিধির অধ্যায় ৫-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং, বিশেষ করে, আইপিসিএস প্রণীত International Chemical Safety Cards (আন্তর্জাতিক রাসায়নিক নিরাপত্তা কার্ড) মোতাবেক হতে হবে (সেকশন ৯.৫ ও গ্রন্থপঞ্জি দেখুন);

(খ) কর্ম-পদ্ধতি ও কাজের ধরনের (pattern) ভিত্তিতে সংস্পর্শের হিসাব;
(গ) কর্মস্থলে সংস্পর্শের অভিজ্ঞতা অথবা অন্য ব্যবহারকারী কর্তৃক লব্ধ সংস্পর্শের অভিজ্ঞতা;
(ঘ) সহজ গুণগত পরীক্ষা, যেমন বায়ু চলাচলের বৈশিষ্ট্য নিরূপণের জন্য স্মোক টিউব বা পেলেট (pellet) ব্যবহার এবং নির্গত ধূলিকণা আলোকিত করার জন্য ডাস্ট ল্যাম্প ব্যবহার।

৯.৩.২. পরিমাপ পদ্ধতি

৯.৩.২.১. নমুনা সংগ্রহ করার যন্ত্রপাতিকে বিদ্যমান বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং সংস্পর্শ সীমার নিচে ও উপরে যথাযথ আওতায় (range) থাকা ঘনত্বের জন্য কিংবা, যদি থাকে তাহলে, প্রকাশিত জাতীয় বা আন্তর্জাতিক মান অনুসারে প্রণীত অন্য কোন সংস্পর্শ মানদন্ড দ্বারা কার্যকর প্রমাণিত হতে হবে।

৯.৩.২.২. স্থির পরিবীক্ষণের মাধ্যমে কাজের এলাকার সামগ্রিক বায়ুমন্ডলে বায়ুবাহিত রাসায়নিক পদার্থের বন্টন নিরূপণ করতে হবে এবং সমস্যা ও অগ্রাধিকার নির্ণয় করতে হবে।

৯.৩.২.৩. ব্যক্তিগত পরিবীক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত সংস্পর্শ ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে হবে। ব্যক্তি নমুনার সাহায্যে শ্রমিকদের শ্বাসগ্রহণ এলাকার (breathing zone) বাতাসের নমুনা ব্যক্তি পর্যায়ে সংগ্রহ করতে হবে। প্রতিটি কর্মকান্ড চলাকালীন সময়ে নমুনা সংগ্রহ করতে হবে।

৯.৩.২.৪. যেখানে কাজের অপারেশন বা পর্যায় ভিন্ন হওয়ার কারণে ঘনত্বে ভিন্নতা ঘটে, সেখানে এমন উপায়ে ব্যক্তিগত নমুনা সংগ্রহ করতে হবে যাতে প্রতিটি আলাদা শ্রমিকের গড়, এবং সকল ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ, সংস্পর্শ মাত্রা নিরূপণ করা সম্ভব হয়।

৯.৩.২.৫. ব্যক্তিগত নমুনা সংগ্রহে কাজের পুরো শিফট ধরে সংস্পর্শ পরিমাপ করতে হবে অথবা সংস্পর্শ মূল্যায়ন করা সম্ভব হতে হবে। এই সংস্পর্শকে পেশাগত

সংস্পর্শ সীমার সাথে তুলনা করতে হবে, যা সাধারণত আট ঘন্টা বা, স্বল্প মেয়াদের ক্ষেত্রে, ১৫ মিনিট সময়ের জন্য হয়ে থাকে। সংস্পর্শ পরিমাপ অবিরামভাবে পুরো শিফট ধরে চলতে পারে কিংবা বিরতি দিয়েও চলতে পারে, যদি তাতে গড় সংস্পর্শের সঠিক হিসাব নিরূপণ করা সম্ভব হয় এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে সর্বোচ্চ মাত্রার উদগিরণ সময় অতিরিক্ত স্বল্প-মেয়াদী নমুনা নেয়া হয়।

৯.৩.২.৬. বিশেষ বিশেষ কাজ ও পেশা-শ্রেণীর জন্য (যেমন গ্যাস কাটার; অ্যাসবেস্টস, পিসিবি, পেইন্ট রিমুভার ইত্যাদি) বিভিন্ন অপারেশন চলাকালীন সময়ে বাতাসের নমুনা সম্পর্কিত উপাত্ত ও সেসব কাজে শ্রমিকদের সংস্পর্শ সময়ের ভিত্তিতে সংস্পর্শ প্রোফাইল তৈরি করতে হবে।

৯.৩.৩. পরীবীক্ষণ কৌশল

৯.৩.৩.১ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্দেশিত অথবা প্রাথমিক ঝুঁকি নিরূপণে চিহ্নিত কিছু বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের সাথে শ্রমিকদের সংস্পর্শকে নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হচ্ছে কিনা তা একটি পদ্ধতিগত পরিমাপ কার্যক্রমের সাহায্যে মূল্যায়ন করতে হবে।

৯.৩.৩.২. এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হবে :

(ক) সুদক্ষভাবে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করা;

(খ) যেসব প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে পরেও সেগুলোর কার্যকর থাকা নিশ্চিত করা;

(গ) ঝুঁকির মাত্রা, পূর্বে যেরূপ পরিমাপ করা হয়েছিল সেরূপ, এখনও যাতে সবার জন্য অপরিবর্তিত থাকে অথবা নিচে নামে তা নিশ্চিত করা;

(ঘ) পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ প্রক্রিয়াতে বা কাজের রীতিতে কোন পরিবর্তন ঘটানোর ফলে বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শ যাতে মাত্রাতিরিক্ত না হয় তা নিশ্চিত করা;

(ঙ) অধিকতর দক্ষ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার বাস্তবায়ন উৎসাহিত করা।

৯.৩.৩.৩. বায়ুবাহিত দূষণকারী পদার্থসমূহের পরিবীক্ষণ পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতির সাহায্যে এবং শুধুমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হতে হবে।

৯.৩.৩.৪. নিয়োগকর্তা :

(ক) পরিবীক্ষণ যন্ত্রপাতির নিয়মিত পরিদর্শন, রক্ষণাবেক্ষণ ও সঠিক ক্যালিব্রেশনের (calibration) ব্যবস্থা করবেন;

(খ) এ নির্দেশাবলীর সেকশন ৭.৪-এ যেরূপ বলা হয়েছে ঝুঁকি নিরূপণের সেরূপ পর্যালোচনা করবেন।

৯.৩.৪. নথি সংরক্ষণ

৯.৩.৪.১. নিয়োগকর্তাগণ বায়ুবাহিত দূষণকারী পদার্থ পরিমাপের তারিখ সম্বলিত নথি সংরক্ষন করবেন। এসব নথি রাখতে হবে:

(ক) কৌশল ও ধরন (যেমন স্থির, ব্যক্তিগত) অনুসারে, স্থাপনার (plant) অবস্থান, কাজের এলাকা, কাজের প্রক্রিয়া, বিপজ্জনক পদার্থের প্রকৃতি, সংস্পর্শে আসা শ্রমিকদের এবং বিদ্যমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসমূহের নাম ও তালিকা সম্পর্কিত উপাত্তসহ;

(খ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়কালের জন্য।

৯.৩.৪.২. শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধিদের এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের এসব নথি দেখার অধিকার থাকবে।

৯.৩.৪.৩. পরিবীক্ষণ উপাত্তের মধ্যে, পরিমাপের সংখ্যাবাচক (numerical) ফলাফল ছাড়াও, উদাহরণস্বরূপ, নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

(ক) বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থসমূহকে পরিচিতিমূলক চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিতকরণ;

(খ) কর্মস্থলের অবস্থান, প্রকৃতি, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ও অন্যান্য পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের নাম ও পদবি;

(গ) বায়ুবাহিত উদ্‌গিরণের উৎস বা উৎসসমূহ, তাদের অবস্থান এবং নমুনা সংগ্রহকালে চলমান কাজ ও অপারেশনসমূহের ধরন;

(ঘ) কাজের প্রক্রিয়া, প্রকৌশলগত ও ব্যক্তিগত সুরক্ষা উপায় এবং উদগীরণ চলাকালীন আবহাওয়া পরিস্থিতি সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক তথ্য;

(ঙ) নমুনা সংগ্রহে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, এর আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতি;

(চ) নমুনা সংগ্রহের তারিখ ও হুবহু (exact) সময়;

(ছ) শ্রমিকদের সংস্পর্শের মেয়াদ, শ্বাস-প্রশ্বাসের সুরক্ষা ব্যবহার করা হয়েছে কি হয়নি এবং সংস্পর্শ মূল্যায়ন সম্পর্কে অন্যান্য মতামত;

(জ) নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের উপসংহারের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের নাম।

৯.৩.৫. পরিবীক্ষণ থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ

৯.৩.৫.১. প্রাপ্ত সংখ্যাবাচক ফলাফলের ভিত্তিতে সংস্পর্শ ঝুঁকি নিরূপণ করতে হবে, যাকে সমর্থিত হতে হবে ও ব্যাখ্যা করতে হবে অন্যান্য তথ্যের আলোকে, যেমন সংস্পর্শের মেয়াদ, কাজের কার্যপ্রণালী ও ধরন (pattern), বায়ু সঞ্চালনের পরিমাপ এবং পরিমাপ চলাকালীন সময়ে অন্য যেসব পরিস্থিতিতে কাজ চলছিল তা।

৯.৩.৫.২. পরিবীক্ষণে যদি দেখা যায় যে সংস্পর্শ মাত্রা সংস্পর্শ সীমা ছাড়িয়ে গেছে তবে নিয়োগকর্তা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধিদেরকে ঝুঁকিটি সম্পর্কে এবং তা হ্রাস করার জন্য যে পদক্ষেপ নিতে হবে সে সম্পর্কে যেভাবে শ্রমিকরা সহজে বুঝে সেভাবে অবহিত করবেন।

৯.৪. নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

৯.৪.১. নিম্নোক্ত সর্বাধিক সচরাচর (most common) বিপদসমূহের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত প্রতিরোধমূলক ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করতে হবে:

(ক) অ্যাসবেস্টস অপসারণ ও নিষ্কাশন;

(খ) পিসিবি;
(গ) জাহাজের তলায় জমা ও ব্যালাস্টে থাকা পানি অপসারণ;
(ঘ) তেল ও জ্বালানি অপসারণ;
(ঙ) রং অপসারণ ও নিষ্কাশন;
(চ) ধাতব বস্তু কাটা ও ধাতব বস্তু নিষ্কাশন;
(ছ) জাহাজের বিবিধ কলকব্জা অপসারণ ও নিষ্কাশন।

৯.৪.২. *Safety in the use of chemicals at work (কর্মস্থলে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারে নিরাপত্তা)* শীর্ষক আইএলও আচরণবিধির ৬.৫ থেকে ৬.৯ সেকশনসমূহের বিধানাবলী অনুসারে, নিম্নোক্ত বিপদসমূহের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করতে হবে:

(ক) স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ;

(খ) দাহ্য, বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়াপ্রবণ বা বিস্ফোরক রাসায়নিক পদার্থ;

(গ) বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ গুদামজাতকরণ;

(ঘ) রাসায়নিক পদার্থ পরিবহন; এবং

(ঙ) রাসায়নিক পদার্থ নিষ্কাশন ও শোধন।

৯.৪.৩. অ্যাসবেস্টস উপকরণযুক্ত কোন কাঠামোর ভাঙ্গন এবং অ্যাসবেস্টস বা অ্যাসবেস্টসযুক্ত উপকরণ হ্যান্ডলিং, পরিবহন ও গুদামজাতকরণের কাজে বায়ুবাহিত অ্যাসবেস্টস ধূলিকনার সাথে পেশাগত সংস্পর্শের ঝুঁকি রয়েছে এমন প্রতিটি পরিস্থিতি বা অপারেশনের ক্ষেত্রে *Safety in the use of asbestos (অ্যাসবেস্টস ব্যবহারে নিরাপত্তা)* শীর্ষক আইএলও আচরণবিধির বিধানসমূহ প্রযোজ্য হবে।

৯.৫. কেমিক্যাল সেফটি ডাটা শীট

৯.৫.১. প্রতিটি চিহ্নিত বিপজ্জনক পদার্থের জন্য কেমিক্যাল সেফটি ডাটা শীট

(কোন কোন দেশে যা "মেটেরিয়াল সেফটি ডাটা শীট" অথবা "সেফটি ডাটা শীট" নামেও অভিহিত) সংগ্রহ ও সরবরাহ করতে হবে।

৯.৫ ২. *Safety in the use of chemicals at work (কর্মস্থলে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারে নিরাপত্তা)* শীর্ষক আইএলও আচরণবিধির অধ্যায় ৫-এর শর্তাবলী অনুসারে, সরবরাহকারী বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থসমূহের জন্য কেমিক্যাল সেফটি ডাটা শীট সরবরাহ করবেন এবং এই ডাটা শীটে রসায়নিক পদার্থসমূহের পরিচিতি, সরবরাহকারী, শ্রেণীবিভাগ, বিপদ, নিরাপত্তামূলক পূর্ব-সতর্কতা ও প্রাসঙ্গিক জরুরি পরিস্থিতি কার্যপ্রণালী সম্পর্কে তথ্য থাকতে হবে। আইপিসিএস প্রণীত International Chemical Safety Card (আন্তর্জাতিক রাসায়নিক নিরাপত্তা কার্ড), যা ইন্টারনেটে পাওয়া যায় (গ্রন্থপঞ্জি দেখুন), তাকে আন্তর্জাতিক মডেল ও সূত্র (reference) হিসাবে ব্যবহার করতে হবে।

৯.৬ স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ

৯.৬.১ এ নির্দেশাবলীর সংযোজনী ১-এ শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ, এর ফলাফল ব্যবহার ও নথি সংরক্ষণ সংক্রান্ত যেসব বিধান রয়েছে সেগুলো প্রয়োগ করতে হবে।

৯.৬.২. নিম্নবর্ণিত ধরনের বিপজ্জনক পদার্থসমূহের সাথে সংস্পর্শের ক্ষেত্রে উপযুক্ত স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ আবশ্যক হতে পারে:

(ক) মানবদেহে যেসব পদার্থের (ধূলিকণা, আঁশ, কঠিন পদার্থ, তরল পদার্থ, ধূমোদগার (fume), গ্যাস) স্বীকৃত ক্রিয়াশীল বিষাক্ততা অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে বা গোপনে অনিষ্টকারী বিষাক্ত প্রভাব রয়েছে ;

(খ) যেসব পদার্থ দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে বলে পরিচিত;

(গ) যেসব পদার্থ উত্তেজনা, বিরক্তি বা এলার্জি সৃষ্টি করে বলে পরিচিত;

(ঘ) যেসব পদার্থকে ক্যান্সার, গর্ভস্থ শিশুর বিকলাঙ্গতা, প্রাণীর জিনগত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনের কারণ অথবা প্রজনন স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে বা সন্দেহ করা হয়;

(ঙ) অন্যান্য যেসব পদার্থ বিশেষ বিশেষ কাজের পরিস্থিতিতে অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পরিবর্তন হেতু স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

৯.৬.৩. সুনির্দিষ্ট বিপদের সাথে শ্রমিকদের সংস্পর্শের ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্যের উপর তার প্রভাব আগেভাগেই চিহ্নিত করার জন্য স্বাস্থ্য নিরীক্ষণে জৈব পরিবীক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যখন :

(ক) একটি কার্যকর ও সাধারণভাবে স্বীকৃত রেফারেন্স পদ্ধতি বিদ্যমান থাকবে;

(খ) এর সাহায্যে বিস্তারিত ডাক্তারি পরীক্ষা দরকার এমন শ্রমিকদের (শ্রমিকের ব্যক্তিগত সম্মতি সাপেক্ষে) চিহ্নিত করা যেতে পারে;

(গ) সংস্পর্শ মাত্রা এবং প্রাথমিক অবস্থায় জৈব প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া চিহ্নিত করার জন্য এটি প্রয়োজন হতে পারে।

১০. ভৌত (physical) বিপদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

১০.১. সাধারণ বিধানাবলী

১০.১.১. ভৌত বিপদের সংস্পর্শ দূরীকরণ বা নিয়ন্ত্রণের জন্য *Ambient Factors in the Workplace (কর্মস্থলে পারিপার্শ্বিক উপাদান)* শীর্ষক আইএলও আচরণবিধির বিধানাবলী বিবেচনা করতে হবে।

১০.২. উচ্চশব্দ

১০.২.১. নিয়োগকর্তাগণ:

(ক) যেসব এলাকায় উচ্চশব্দের সংস্পর্শ ঘটবে সেসব এলাকা এবং যেসব শ্রমিক উচ্চশব্দের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেসব শ্রমিককে চিহ্নিত করার জন্য একটি পরিবীক্ষণ কার্যক্রম প্রণয়ন করবেন;

(খ) ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক বা তাদের প্রতিনিধিদেরকে উচ্চশব্দের সংস্পর্শ পরিবীক্ষণ পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ দেবেন;

(গ) যেখানে সম্ভব সেখানে, কর্মস্থলের নকশা এমনভাবে তৈরি করার ব্যবস্থা করবেন যাতে উচ্চশব্দের সাথে শ্রমিকদের সংস্পর্শ ন্যূনতম মাত্রায় রাখা সম্ভব হয়;

(ঘ) উচ্চশব্দপূর্ণ প্রক্রিয়াসমূহ উচ্চশব্দ সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোনভাবে সম্পন্ন করা যায় কিনা তা বিবেচনা করবেন; অথবা

(ঙ) এর উচ্চশব্দপূর্ণ যন্ত্রাংশগুলোর পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম উচ্চশব্দপূর্ণ বিকল্প ব্যবহারের বিষয় বিবেচনা করবেন।

১০.২.২. যদি সামগ্রিকভাবে উচ্চশব্দপূর্ণ প্রক্রিয়া ও যন্ত্রপাতিসমূহ অপসারণ করা বাস্তবসম্মত না হয় তবে সেগুলোর স্ব স্ব উৎস চিহ্নিত করতে হবে এবং উচ্চশব্দকে উৎসে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে হবে।

১০.২.৩. যদি উৎসে প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সংস্পর্শকে যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস না করে তাহলে শব্দের উৎসকে বেষ্টিত করার বিষয় বিবেচনা করতে হবে। বেষ্টনীর নকশা প্রণয়নে শ্রবণ ও উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিতে হবে।

১০.২.৪. যে ক্ষেত্রে অন্য সকল বাস্তবসম্মত ব্যবস্থার সমষ্টি শ্রমিকদের সংস্পর্শ যথেষ্ট পরিমাণে কমাতে ব্যর্থ হবে, সে ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তাগণ শ্রবণ সুরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ্ করবেন এবং সেগুলোর সঠিক ব্যবহার তদারকি করবেন। এসব সরঞ্জামঃ

(ক) উচ্চশব্দের মাত্রা যতটা কমানো প্রয়োজন সে মোতাবেক নির্বাচন করতে হবে;

(খ) সংশ্লিষ্ট কাজের পরিবেশে আরামদায়ক ও কার্যকর হতে হবে;

(গ) ব্যক্তির শ্রবণ চাহিদাসমূহকে (সতর্কীকরণ সংকেত, কথা ইত্যাদি শোনার সামর্থ্য) বিবেচনায় নেবে;

(ঘ) প্রস্তুতকারকের সরবরাহকৃত কারিগরি স্পেসিফিকেশন অনুসারে যথাযথভাবে ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও ভান্ডারজাত করতে হবে এবং, যখন প্রয়োজন হবে তখন, প্রতিস্থাপন করতে হবে।

১০.২.৫. সেই সব শ্রমিকদের সকলের জন্য উপযুক্ত স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ পরিচালনা করতে হবে যাদের উচ্চশব্দের সংস্পর্শ জাতীয় আইন ও প্রবিধান অথবা জাতীয় বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মান দ্বারা নির্দেশিত মাত্রায় পৌঁছে, যার উপরে স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ পরিচালনা করা আবশ্যক।

১০.২.৬. শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

(ক) নিয়োগ-পূর্ব বা দায়িত্ববণ্টন-পূর্ব ডাক্তারি পরীক্ষা, শ্রবণশক্তি পরিমাপক পরীক্ষা (audiometric testing) সহ;

(খ) সংস্পর্শ বিপদের গুরুত্ব বিবেচনায় যেরূপ প্রয়োজন সেরূপ সময় অন্তর অন্তর ডাক্তারি পরীক্ষা;

(গ) দীর্ঘ অসুস্থতার পর পুনরায় কাজে যোগদানের পূর্বে অথবা জাতীয় আইন বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মান দ্বারা যেরূপ নির্দেশিত হয়ে থাকতে পারে সেরূপ অবস্থায় ডাক্তারি পরীক্ষা;

(ঘ) উচ্চশব্দের সংস্পর্শের চূড়ান্ত প্রভাবের একটি সাধারণ চিত্র তুলে ধরার জন্য চাকুরি শেষ হবার পর ডাক্তারি পরীক্ষা;

(ঙ) যখন কোন অস্বাভাবিকতা দেখা যাবে এবং তার জন্য আরো অনুসন্ধানের প্রয়োজন হবে তখন সম্পূরক ও বিশেষ ডাক্তারি পরীক্ষা।

১০.২.৭. প্রত্যেক ব্যক্তির ডাক্তারি পরীক্ষা ও সম্পূরক পরীক্ষাসমূহের (যেমন শ্রবণশক্তি পরিমাপক পরীক্ষা) ফলাফল একটি গোপনীয় মেডিক্যাল ফাইলে লিপিবদ্ধ করতে হবে। শ্রমিককে এসব ফলাফল এবং তার তাৎপর্য সম্পর্কে যথানিয়মে অবহিত করতে হবে।

১০.৩. কম্পন

১০.৩.১ বিপজ্জনক কম্পনের সাথে শ্রমিকদের সংস্পর্শের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রধানত:

(ক) কোন কম্পনরত মেঝের উপর অবস্থান করে কাজ করার সময় পুরো শরীরের কম্পন, যা সব ধরনের যানবাহনে থাকার সময় এবং কম্পনরত শিল্প-কলকব্জার নিকট কাজ করার সময় সৃষ্টি হয়;

(খ) হস্ত-বাহিত কম্পন, যা হাতের মাধ্যমে শরীরে সঞ্চারিত হয় এবং যা সেই সব প্রক্রিয়া থেকে সৃষ্টি হয় যেসব প্রক্রিয়ায় কম্পনরত হাতিয়ার বা ওয়ার্কপিসকে (workpiece) হাত বা আঙুল দিয়ে আঁকড়ে ধরতে বা ঠেলে দিতে হয়।

১০.৩.২ যন্ত্রপাতি ও শিল্প-যানবাহন ক্রয় করার সময়, নিয়োগকর্তাদের নিশ্চিত হতে হবে যে এগুলো ব্যবহারকারীর কম্পন সংস্পর্শ নির্দেশিত জাতীয় মানের আওতাতেই থাকবে এবং তা অন্য কোনভাবে শ্রমিকের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের জন্য কোন উল্লেখযোগ্য বিপদ বা ঝুঁকি সৃষ্টি করবে না।

১০.৩.৩. হস্ত-বাহিত কম্পনের সংস্পর্শে আসা শ্রমিকদের মধ্যে নিম্নোক্ত জটিলতাগুলো দেখা দিয়েছে কিনা তা নিরূপণ করার জন্য সময়ে সময়ে তাদেরকে পরীক্ষা করতে হবে:

(ক) হ্যান্ড-আর্ম ভাইব্রেশন সিনড্রোম (এইচএভিএস), জাতীয় আইন ও প্রবিধানে যেরূপ নির্দেশিত হয়েছে সেরূপ;

(খ) কম্পনের সম্ভাব্য স্নায়বিক প্রভাবের লক্ষণ, যেমন অনুভূতিশূন্যতা এবং তাপমাত্রা, ব্যথা ও অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রে শারীরিক সহ্য ক্ষমতার মাত্রা উচ্চতর হওয়া।

১০.৪. আলোকরশ্মি বিকিরণ

১০.৪.১. যেসব কাজে শ্রমিকরা আলোকরশ্মি বিকিরণ অর্থাৎ অতিবেগুনি রশ্মি, সূর্যের আলোসহ দৃশ্যমান আলো ও ইনফ্রারেড রশ্মির সংস্পর্শে আসবে সেসব কাজ করার সময় বিশেষ করে টর্চ-কাটিং কাজের সময় তাদেরকে মুখমন্ডল ও চোখের সুরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত ব্যক্তিগত সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে।

১০.৪.২. ত্বকের ক্যান্সার-পূর্ব ক্ষত চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে, যেসব শ্রমিককে অব্যাহতভাবে সূর্যের আলোর সংস্পর্শসহ আলোকরশ্মি বিকিরণের সংস্পর্শে কাজ করতে হয় তাদেরকে ডাক্তারি নিরীক্ষণে রাখতে হবে।

১০.৫. উচ্চতাপ জনিত চাপ ও আর্দ্র অবস্থা

১০.৫.১. যখনই উচ্চতাপ জনিত চাপ বা আর্দ্র অবস্থার সংস্পর্শে আসার ফলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানি ঘটতে বা চরম অস্বস্তি সৃষ্টি হতে পারে তখনই নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে:

(ক) উচ্চতাপ জনিত অসুস্থতা প্রতিরোধ করা;
(খ) মাত্রাতিরিক্ত অতিবেগুনি রশ্মির বিকিরণ থেকে শ্রমিকদেরকে সুরক্ষিত রাখা;
(গ) শ্রমিকরা জখম বা অসুস্থ হতে পারে এমন আবহাওয়া/জলবায়ু থেকে তাদেরকে সুরক্ষিত রাখা।

১০.৫.২. আন্তর্জাতিক ও জাতীয় মান অনুসারে, উচ্চতাপ জনিত চাপ প্রতিরোধের জন্য নিয়োগকর্তাগণ নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করবেন:

(ক) সঠিক কর্ম-সংগঠন ও কর্মস্থলের নকশা দ্বারা শ্রমিকদের রোদের সংস্পর্শ ন্যূনতম মাত্রায় রাখা;
(খ) শ্রমিকরা যাতে প্রাথমিক অবস্থাতেই তাদের অসুস্থতার লক্ষণসমূহ চিহ্নিত করতে পারে সে জন্য তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
(গ) উপযুক্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ও পোশাকের সাহায্যে শ্রমিকদের সুরক্ষিত রাখা;
(ঘ) যেসব লোক অব্যাহতভাবে রোদে কাজ করবে তাদের ত্বকের ক্ষত চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে নিয়মিত ডাক্তারি নিরীক্ষণের অধীনে থাকার নিয়ম করা;
(ঙ) ঠান্ডা খাবার পানি সরবরাহ করা।

১০.৬ আলোর ব্যবস্থা

১০.৬.১. যেখানে প্রাকৃতিক আলো নিরাপদ কাজের পরিস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট নয় সেখানে, এবং রাতের বেলা, প্রতিটি কর্মস্থলে এবং জাহাজভাঙ্গার স্থাপনা বা জাহাজের অন্য প্রতিটি স্থানে যেখান দিয়ে শ্রমিকদের যাতায়াত করতে হতে পারে সেখানে, যে ক্ষেত্রে যথাযথ সে ক্ষেত্রে, বহনযোগ্য আলোসহ, পর্যাপ্ত ও যথোপযুক্ত কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।

১০.৬.২. বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থাকে প্রাসঙ্গিক শর্তাবলী মোতাবেক হতে হবে, বিশেষ করে স্ফুলিঙ্গ ও আগুন লাগার উৎস প্রতিরোধ এবং ন্যূনতম আলোর মাত্রা সংক্রান্ত শর্তাবলী মোতাবেক। সাধারণ আলোর ব্যবস্থায় (general lighting system) কেবলমাত্র অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই ল্যাম্পের সুইচ বন্ধ বা ল্যাম্প স্থানান্তর করবেন। জাহাজে আলোর জন্য দিয়াশলাই ও খোলা শিখাযুক্ত ল্যাম্প ব্যবহার করা যাবে না।

১০.৬.৩. যদি জাহাজের আলো সম্পূর্ণভাবে জাহাজের বাইরের উৎস থেকে সরবরাহ করা হয়, তবে পুরো ভাঙ্গার কাজ চলাকালীন সময় ধরে জাহাজেই পর্যাপ্ত জরুরি আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১০.৬.৪. কৃত্রিম আলো, বাস্তবে যতদূর সম্ভব, যেন চোখ-ধাঁধানো আলোকচ্ছটা বা অসুবিধাজনক ছায়া সৃষ্টি না করে।

১০.৬.৫. যেখানে বৈদ্যুতিক শকের বিপদ প্রতিরোধ করা প্রয়োজন সেখানে ওয়্যারিং, ল্যাম্প ও বৈদ্যুতিক কলকব্জার দুর্ঘটনা জনিত ভাঙ্গন ঠেকানোর জন্য যথোপযুক্ত গার্ডের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০.৬.৬. বহনযোগ্য বৈদ্যুতিক আলোর সরঞ্জামের ক্যাবলকে জাহাজভাঙ্গা কাজের বিদ্যুতের প্রয়োজনের জন্য পর্যাপ্ত আকার ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এবং সে সময়কার প্রচন্ড অবস্থায় অটুট থাকার যান্ত্রিক শক্তিসম্পন্ন হতে হবে।

১০.৭. বিদ্যুৎ

১০.৭.১. সমস্ত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও স্থাপনা উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করাতে হবে এবং এগুলো এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে বিপদ না ঘটে।

১০.৭.২. জাহাজভাঙ্গা শুরু করার পূর্বে এবং চলাকালে সাইটে অথবা তার উপরে বা নিচে অবস্থিত কোন সচল (live) বৈদ্যুতিক ক্যাবল বা যন্ত্রপাতি থেকে শ্রমিকদের বিপদের আশংকা আছে কিনা তা নির্ণয় করতে এবং বিপদ থেকে তাদেরকে সুরক্ষিত রাখার জন্য পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নিতে হবে।

১০.৭.৩. জাতীয় আইন ও প্রবিধান অনুসারে জাহাজভাঙ্গার সাইটে বৈদ্যুতিক ক্যাবল ও যন্ত্রপাতি স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

১০.৭.৪. বৈদ্যুতিক স্থাপনার সকল যন্ত্রাংশকে বিদ্যুতের চাহিদা এবং তাদের কাজের জন্য পর্যাপ্ত আকার ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হতে হবে এবং বিশেষ করে:

(ক) এগুলোকে জাহাজভাঙ্গা চলাকালীন কাজের পরিস্থিতিতে টিকে থাকার পর্যাপ্ত যান্ত্রিক শক্তিসম্পন্ন হতে হবে;

(খ) পানি, ধূলিকণা অথবা বৈদ্যুতিক, তাপীয় বা রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা যেন এগুলোর ক্ষতি না হয়, যার সংস্পর্শে এগুলো আসতে পারে।

১০.৭.৫. বৈদ্যুতিক স্থাপনার সকল যন্ত্রাংশ এমনভাবে প্রস্তুত, স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে যাতে বৈদ্যুতিক শক, অগ্নিকান্ড ও বহিস্থ বিস্ফোরণের বিপদ প্রতিরোধ করা যায়।

১০.৭.৬. বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির স্পর্শ বা নৈকট্য যেখানে বিপদ ঘটাতে পারে সেখানে সকল জায়গায় যথোপযুক্ত সতর্কীকরণ সংকেত প্রদর্শন করতে হবে।

১০.৭.৭. যেসব ব্যক্তিকে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চালাতে হবে তাদেরকে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির প্রতিটি সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে পরিপূর্ণ নির্দেশনা দিতে হবে।

১১. জৈব বিপদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

১১.১. প্রাসঙ্গিক জাতীয় ও অন্যান্য স্বীকৃত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য মান অনুসারে পরিচালিত কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে, জাতীয় আইন ও প্রবিধান দ্বারা জৈব ঘটকের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি যেমন সংক্রমণ, এলার্জি বা বিষক্রিয়ার ঝুঁকি প্রতিহত করা বা ন্যূনতম মাত্রায় রাখা নিশ্চিত করতে হবে।

১১.২. যেসব এলাকায় জৈব ঘটক থেকে বিপদের আশংকা রয়েছে (গাঁদ অপসারণ, জাহাজের তলা পরিষ্কার ও তলানি অপসারণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে) সেখানে এমন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যা সংক্রমণের মাধ্যমকে বিবেচনায় নেবে, বিশেষ করে:

(ক) শ্রমিকদের জন্য স্যানিটেশন ও তথ্যের ব্যবস্থা ;

(খ) ইঁদুর ও কীটপতঙ্গের মত রোগ বা সংক্রমণবাহী কীটপতঙ্গ ও প্রাণী দমন ব্যবস্থা;

(গ) রাসায়নিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা (prophylaxis) ও টিকাদান;

(ঘ) বিষাক্ত প্রাণী, কীটপতঙ্গ বা উদ্ভিদের স্পর্শ ঘটার ক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসা, এন্টিডোট ও অন্যান্য জরুরি পরিস্থিতি কার্যপ্রণালীর ব্যবস্থা এবং, প্রধানত গ্রামাঞ্চলে, যথোপযুক্ত প্রতিষেধক ও নিরাময়মূলক ঔষধের ব্যবস্থা;

(ঙ) পর্যাপ্ত সুরক্ষা সরঞ্জাম ও পোশাক সরবরাহ এবং অন্যান্য যথোপযুক্ত পূর্ব-সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।

১২. কাজের পরিবেশ ও দক্ষতা উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট (ergonomic) এবং মনো-সামাজিক বিপদ

১২.১. ব্যবহারকারী দেশসমূহের স্থানীয় পরিস্থিতি এবং, বিশেষ করে, কাজের পরিবেশ ও দক্ষতা উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট (ergonomic) ও আবহাওয়াগত প্রভাবকে বিবেচনায় নিয়ে যথাযথভাবে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) সহ হাতিয়ার, কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি নির্বাচন বা অভিযোজন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২.২. সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনসমূহের সাথে আলোচনা করে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ মালামাল হ্যান্ডলিং ও পরিবহনের জন্য, বিশেষ করে দৈহিকভাবে হ্যান্ডলিংয়ের ক্ষেত্রে, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য শর্তাবলী নির্ধারণ করবেন। জাতীয় আইন ও রেওয়াজ অনুসারে, প্রাসঙ্গিক সকল কাজের পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে ঝুঁকি নিরূপণ, কারিগরি মান ও ডাক্তারি মতামতের ভিত্তিতে এসব শর্ত নির্ধারণ করতে হবে।

১২.৩. শ্রমিকদেরকে দৈহিকভাবে এমন ভারের হ্যান্ডলিং বা তা বহন করতে বলা বা করতে দেয়া যাবে না যা তার ওজন, আকার ও প্রকৃতির দরুন শ্রমিকদের নিরাপত্তা বা স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে। যেখানে উপযুক্ত সেখানে, ক্রমবর্ধমানভাবে কাজের প্রক্রিয়াসমূহের যান্ত্রিকীকরণ করতে হবে যাতে দৈহিকভাবে উত্তোলন ও হ্যান্ডলিং প্রতিস্থাপিত হয়।

১২.৪. বিশেষ করে জনাকীর্ণ, অনিরাপদ, অস্বাস্থ্যকর ও অস্থিতিশীল বসবাসের পরিবেশ এবং গোপনীয়তার অভাবের কারণে সৃষ্ট শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক অস্বাচ্ছন্দ্য এড়ানোর উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত ও যথোপযুক্ত কল্যাণমূলক সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে (এ নির্দেশাবলীর অধ্যায় ১৮ দেখুন)

১৩. হাতিয়ার, কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির নিরাপত্তামূলক শর্তাবলী

১৩.১. সাধারণ শর্তাবলী

১৩.১.১. Guarding of Machinery Convention (No. 119) and Recommendation (No. 118), 1963 (কলকব্জা সুরক্ষা কনভেনশন (নং ১১৯) এবং সুপারিশ (নং ১১৮)]-এর বিধানাবলী অনুসারে জাহাজভাঙ্গার কাজে ব্যবহৃত হস্তচালিত (manual) ও বিদ্যুৎচালিত উভয় প্রকার হস্ত-ব্যবহৃত হাতিয়ার (hand tools) সহ, সকল হাতিয়ার, কলকব্জা ও যন্ত্রপাতিকে:

(ক) যেখানেই আন্তর্জাতিক বা জাতীয় মান ও সুপারিশ বিদ্যমান থাকবে সেখানেই এগুলোকে যেরূপ নির্দেশিত হয়েছে সেরূপ নিরপত্তা ও স্বাস্থ্য শর্তাবলী মোতাবেক হতে হবে ;

(খ) যতদূর সম্ভব, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য এবং কাজের পরিবেশ ও দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত মূলনীতিসমূহ বিবেচনায় রেখে, ভাল নকশার ও উত্তমভাবে তৈরি হতে হবে;

(গ) রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে উত্তম ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় রাখতে হবে;

(ঘ) যে কাজের জন্য তৈরি করা হয়েছে কেবলমাত্র সে কাজেই ব্যবহার করতে হবে, যদি না কোন উপযুক্ত ব্যক্তি এগুলো তৈরির মূল উদ্দেশ্যের বাইরে এগুলোর ব্যবহার মূল্যায়ন করেন এবং এ ধরনের ব্যবহার নিরাপদ বলে সিদ্ধান্ত দেন;

(ঙ) কেবলমাত্র সেই সব শ্রমিক ব্যবহার বা পরিচালনা করবে যাদেরকে এজন্য অনুমোদন ও যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

(চ) জাতীয় আইন বা প্রবিধানে যেরূপ বিধান করা হয়েছে সেরূপ, সুরক্ষামূলক বা অন্যান্য সরঞ্জামাদিসহ সরবরাহ করতে হবে।

১৩.১.২. চালক/ব্যবহারকারীগণকে যেভাবে হাতিয়ার, কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে তার এবং এসবের নিরাপদ ব্যবহারের সকল দিক সম্পর্কে নিয়োগকর্তা, প্রস্তুতকারক ও এজেন্টগণ সামগ্রিক ও সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও তথ্য সরবরাহ করবেন। এর মধ্যে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) সংক্রান্ত প্রতিটি শর্ত ও প্রশিক্ষণ চাহিদাও অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

১৩.১.৩. হাতিয়ার, কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী কোন শ্রমিক এগুলোর সাথে সরবরাহ করা গার্ড অকার্যকর করবে না এবং কোন শ্রমিকের ব্যবহার্য কলকব্জার গার্ডও অকার্যকর করা চলবে না।

১৩.১.৪. যন্ত্রপাতি এমনভাবে নকশা করতে হবে যাতে কাজের স্থানে এসবের সহজ ও নিরাপদ রক্ষণাবেক্ষণ এবং ছোটখাটো মেরামত সম্ভব হয়। যেসব শ্রমিক যন্ত্রপাতি চালাবে তাদেরকে কলকব্জা ও হাতিয়ারের দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। যেখানে তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয় সেখানে একজন উপযুক্ত লোককে কাজের স্থানের নাগালে রাখতে হবে।

১৩.১.৫. কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি এমনভাবে নির্মাণ ও স্থাপন করতে হবে যাতে চলন্ত ও স্থির অংশ বা বস্তুসমূহের মধ্যকার বিপজ্জনক স্থানগুলো (hazardous points) এড়ানো যায়। তা না করা গেলে জাতীয় আইন ও প্রবিধান অনুসারে সমস্ত বিপজ্জনক চলন্ত অংশ, যেমন রেসিপ্রোকেটিং কম্পোনেন্ট, ঘূর্ণায়মান হাতল (revolving shaft), গিয়ারিং বা বেল্ট ড্রাইভসমূহ বেষ্টিত বা পর্যাপ্ত পরিমাণে সুরক্ষিত করতে হবে।

১৩.১.৬. যেসব শ্রমিক হাতিয়ার, কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি চালাবে তাদেরকে যথোপযুক্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) সরবরাহ করতে হবে।

১৩.২. হস্ত-ব্যবহৃত হাতিয়ার (hand tools)

১৩.২.১. হস্ত-ব্যবহৃত হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি উপযুক্ত লোক দ্বারা পরিবর্তন (temper), ড্রেসিং ও মেরামত করাতে হবে। হাতুড়ি ও অন্যান্য শক টুলের মাথা ছড়িয়ে পড়তে বা তাতে ফাটল ধরতে শুরু করার সাথে সাথে এগুলোর মাথা উপযুক্ত দূরত্ব পর্যন্ত ড্রেসিং করতে বা ঘষে নিতে হবে। কাটার হাতিয়ারের কাটার প্রান্ত ধারালো রাখতে হবে।

১৩.২.২. যখন ব্যবহার করা হবে না তখন এবং বহন বা স্থানান্তর করার সময় ধারালো হাতিয়ার খাপ, ঢাল, চেস্ট (chest) বা অন্য কোন উপযুক্ত পাত্রে রাখতে হবে।

১৩.২.৩. দাহ্য বা বিস্ফোরক ধূলিকণা বা বাষ্পের কাছাকাছি বা উপস্থিতিতে কেবলমাত্র সেই সব হাতিয়ারই ব্যবহার করা যাবে যেগুলো স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে না।

১৩.২.৪. নিয়োগকর্তাগণ অনিরাপদ হাতিয়ার সরবরাহ করবেন না অথবা ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করবেন না।

১৩.৩. বিদ্যুৎচালিত হাতিয়ার

১৩.৩.১. প্রাণঘাতী শকের ঝুঁকি এড়াতে অধিকতর বাঞ্ছনীয়ভাবে বহনযোগ্য বিদ্যুৎচালিত হাতিয়ার যথাসম্ভব কম ভোল্টেজে ব্যবহার করতে হবে।

১৩.৩.২. সকল বিদ্যুৎচালিত হাতিয়ার:

(ক) আর্থিং করতে হবে যদি না সেগুলো "অল ইনসুলেটেড" বা "ডাবল ইনসুলেটেড" হাতিয়ার হয়, যেগুলোর আর্থিং প্রয়োজন হয় না; ধাতব কেসে আর্থিং ভরে রাখতে হবে, এবং, যেক্ষেত্রে তারটি হাতিয়ারের সাথে যুক্ত সেক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ক্যাবলের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসাবে;

(খ) একজন উপযুক্ত ইলেকট্রিশিয়ান দ্বারা নিয়মিতভাবে পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এগুলো সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ নথি সংরক্ষণ করতে হবে।

১৩.৪. ফ্লেম কাটিং ও অন্যান্য হট ওয়ার্ক

১৩.৪.১. শ্রমিকদেরকে:

(ক) ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং সেগুলো চালানোর জন্য উপযুক্ত হতে হবে এবং এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহারের আগে একজন উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা পরিদর্শন করাতে হবে;

(খ) বিশেষ পূর্ব-সতর্কতা অবলম্বনের দরকার হলে, যত্নের সাথে তার নির্দেশনা দিতে হবে;

১৩.৪.২. কাজ চলাকালে ক্ষতিকর ধূমোদগার নির্গত হতে এবং অক্সিজেন পরিমাণে কমে যেতে পারে। বেষ্টিত জায়গায় বা আবদ্ধ স্থানে কাজ চলাকালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

১৩.৪.৩. শ্রমিকদের ও কাজের প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও অনুমোদিত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) পরিধান করতে হবে। শ্রমিকদের নিম্নোক্ত সরঞ্জামসমূহ পরিধান করতে হবে:

(ক) ওয়েল্ডিং হেলমেট ও মানানসই আইশিল্ড।

(খ) চামড়ার ওয়ার্কিং গ্লাভস।

(গ) যখন উপযুক্ত তখন, চামড়ার অ্যাপ্রন; এবং

(ঘ) অন্যান্য উপযুক্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই)।

১৩.৪.৪. যে কোন অপারেশন শুরু করার আগে, কাজের এলাকায় বা নিকটবর্তী কোন প্রকোষ্ঠে উত্তাপ বা স্ফুলিঙ্গ দ্বারা জ্বলে ওঠার মত কোন সহজ-দাহ্য বস্তু, তরল পদার্থ বা গ্যাস না থাকা নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত লোক দ্বারা সেগুলো পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে।

১৩.৪.৫. যেসব মেঝের উপর হট ওয়ার্ক করা হবে সেগুলোকে তেল, গ্রীজ বা যে কোন দাহ্য বা সহজ-দাহ্য পদার্থ থেকে মুক্ত হতে হবে।

১৩.৪.৬. যে ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত সে ক্ষেত্রে, যেসব প্রবেশ মুখ দিয়ে স্ফুলিঙ্গ ঢুকতে পারে সেগুলো বন্ধ করে রাখতে হবে।

১৩.৪.৭. যেসব কার্গো ট্যাংক, ফুয়েল ট্যাংক, কার্গো হোল্ড বা অন্যান্য ট্যাংক ও স্থানে (কার্গো পাম্প ও পাইপলাইনসহ) দাহ্য পদার্থ ছিল, সেগুলোতে যে কোন কাজ শুরুর আগে, উপযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে সেগুলোর দাহ্য গ্যাসমুক্ত সার্টিফিকেট নিতে হবে।

১৩.৪.৮. কাজের এলাকা এবং সংশ্লিষ্ট বাল্কহেডের অপর দিকের স্থানসহ সকল সংলগ্ন এলাকা এ উভয় এলাকাতেই সকল অপারেশনের যথাযথ তদারকি করতে হবে এবং অগ্নিপ্রহরী (fire watch) নিয়োজিত করতে হবে। কাজের পরেও আগুন লাগার সম্ভাবনা রয়েছে বিধায় কাজ শেষ হয়ে যাবার পর যথোচিত সময়কালের জন্য অগ্নিপ্রহরী মোতায়েন রাখতে হবে।

১৩.৪.৯. পর্যাপ্তসংখ্যক যথোপযুক্ত অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র হাতের কাছে রাখতে হবে।

১৩.৫. গ্যাস সিলিন্ডার

১৩.৫.১. উচ্চচাপযুক্ত (compressed) বা তরলীকৃত গ্যাস রাখার সিলিন্ডারসমূহকে:

(ক) উৎকৃষ্ট উপকরণে যথাযথভাবে তৈরি হতে হবে;

(খ) জাতীয় আইন ও প্রবিধান অনুসারে, যথোপযুক্ত নিরাপত্তা সরঞ্জামযুক্ত হতে হবে;

(গ) যেরূপ নির্দেশিত হয়েছে সেরূপ, উপযুক্ত লোক দ্বারা পরিদর্শন ও পরীক্ষা করাতে হবে;

(ঘ) নির্দেশিত নিরাপত্তা ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে গুদামজাত, পরিবহন, হ্যান্ডলিং ও ব্যবহার করতে হবে।

১৩.৫.২.সিলিন্ডারসমূহকে যথাযথভাবে নিরাপদ করতে হবে এবং খাড়াভাবে রাখতে হবে, তবে এগুলোকে অবশ্যই দ্রুত মুক্ত করা সম্ভব হতে হবে। অক্সিজেন ও জ্বালানি গ্যাসের (যেমন অ্যাসিটিলিন) সিলিন্ডারসমূহকে রাখতে হবে অবাধ বায়ু চলাচলের সুব্যবস্থা সম্বলিত আলাদা আলাদা উপযুক্ত প্রকোষ্ঠে, যেখানে চরম তাপমাত্রা বিরাজ করে না। স্থানটিতে কোন বৈদ্যুতিক ফিটিংস বা আগুন লাগার অন্য কোন উৎস থাকা চলবে না। সে স্থানের প্রবেশমুখে ও ভেতরে "ধুমপান নিষেধ" বিজ্ঞপ্তি লাগাতে হবে। এ ধরনের স্থানে ধুমপানের উপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে হবে।

১৩.৬. বিদ্যুৎ জেনারেটর

১৩.৬.১. বিদ্যুৎ জেনারেটরসমূহকে:

(ক) জাতীয় আইন ও প্রবিধান অনুসারে নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য চালনার উপযোগী হতে হবে;

(খ) সর্বোচ্চ প্রত্যাশিত লোড নেয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন হিসাবে রেটিংপ্রাপ্ত হতে হবে;

(গ) বেষ্টিত এবং যথাযথ বায়ু চলাচল ব্যবস্থা সম্বলিত স্থানে স্থাপন করতে হবে;

(ঘ) রক্ষণাবেক্ষণকালে দুর্ঘটনাজনিত রিমোট স্টার্টিং এড়ানোর উদ্দেশ্যে ওভাররাইডিং পাওয়ার সুইচযুক্ত, এবং প্রয়োজনীয় সাইলেন্সার ও ধোঁয়া নির্গমন পাইপ দ্বারা সজ্জিত, হতে হবে।

১৩.৬.২. শ্রমিকদের বাসস্থানের কাছে বিদ্যুৎ জেনারেটর স্থাপিত হলে, উচ্চশব্দ জনিত অসুবিধা ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার জন্য এটিকে জাতীয় আইন ও প্রবিধান অনুসারে একটি কংক্রিট নির্মিত কক্ষে বা যথাযথভাবে কুপরিবাহী বস্তু দ্বারা সুরক্ষিত (insulated) রাখতে হবে।

১৩.৭. উত্তোলন যন্ত্র ও গিয়ার (lifting appliances and gear)

১৩.৭.১. নিয়োগকর্তার একটি সুপরিকল্পিত নিরাপত্তা কার্যক্রম থাকতে হবে যাতে সকল উত্তোলন যন্ত্র ও গিয়ার এমনভাবে নির্বাচন, স্থাপন, পরীক্ষা, টেস্ট, রক্ষণাবেক্ষণ, চালনা ও খোলা নিশ্চিত করা যায় যাতে করে:

(ক) যে কোন দুর্ঘটনা ঠেকানো যায়;

(খ) জাতীয় আইন, প্রবিধান ও মানে নির্ধারিত শর্তাবলী পূরণ হয়।

১৩.৭.২. প্রতিটি উত্তোলন যন্ত্রকে, তার মধ্যস্থিত অংশ, সংযুক্তি, অ্যাংকরেজ ও সাপোর্টসহ, উত্তম নকশা ও নির্মাণ শৈলীর, উৎকৃষ্ট উপকরণে তৈরি এবং যে উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করা হবে তার জন্য যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন হতে হবে।

১৩.৭.৩. প্রতিটি উত্তোলন যন্ত্র ও প্রতিটি উত্তোলন গিয়ার আইটেম ক্রয় করার সময় এর সাথে এর ব্যবহারবিধি ও এর জন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তির ইস্যুকৃত টেস্ট সার্টিফিকেট এবং নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে জাতীয় আইন ও প্রবিধানের সাথে এর সঙ্গতি রয়েছে মর্মে গ্যারান্টি থাকতে হবে:

(ক) সর্বোচ্চ নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা;

(খ) যদি উত্তোলন যন্ত্রের ঘূর্ণন-পরিধির দূরত্ব পরিবর্তনীয় হয় তাহলে বিভিন্ন দূরত্বে এর নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা;

(গ) যে ব্যবহারবিধি পালন সাপেক্ষে সর্বোচ্চ বা পরিবর্তনীয় নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা বাড়ানো বা কমানো যায় তা।

১৩.৭.৪. একক নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিটি উত্তোলন যন্ত্র ও প্রতিটি উত্তোলন গিয়ার আইটেমের গায়ে কোন সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর স্থানে জাতীয় আইন ও প্রবিধান মোতাবেক এর সর্বোচ্চ নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে।

১৩.৭.৫. পরিবর্তনীয় নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিটি উত্তোলন যন্ত্রের চালককে সুস্পষ্টভাবে তার প্রতিটি সর্বোচ্চ ভারবহন ক্ষমতা এবং কি শর্ত পালন সাপেক্ষে তা প্রযোজ্য তা নির্দেশ করতে যন্ত্রটিতে একটি ভারবহন ক্ষমতা নির্দেশক (load indicator) বা অন্য কোন কার্যকর উপায় থাকতে হবে।

১৩.৭.৬. সমস্ত উত্তোলন যন্ত্রে পর্যাপ্ত ও নিরাপদ সাপোর্ট থাকতে হবে; যে ভূমির উপর উত্তোলন যন্ত্র ব্যবহার করা হবে সে ভূমির ভারবহন বৈশিষ্ট্য সেখানে উত্তোলন যন্ত্র ব্যবহার করার পূর্বেই জরিপ করতে হবে।

১৩.৭.৭. উত্তোলন যন্ত্র উপযুক্ত লোক দ্বারা স্থাপন করাতে হবে যাতে:

(ক) তা ভার, কম্পন বা অন্যান্য প্রভাবের কারণে স্থানচ্যুত না হয়;

(খ) চালক ভার, দড়ি বা ড্রাম থেকে কোন বিপদের সংস্পর্শে না আসেন;

(গ) অপারেশন জোনটি চালকের দৃষ্টির মধ্যে থাকে অথবা সংকেত দ্বারা বা অন্য কোন কার্যকর উপায়ে সকল ভার ওঠানো-নামানোর পয়েন্টের সাথে তিনি যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন।

১৩.৭.৮. জাতীয় আইন ও প্রবিধানে যেরূপ নির্দেশিত হয়েছে সেরূপ, উত্তোলন যন্ত্রের চলন্ত অংশ বা ভার এবং নিম্নোক্ত বস্তুসমূহের মধ্যে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে:

(ক) আশেপাশের পরিবেশে বিদ্যামান স্থির বস্তুসমূহ, এবং

(খ) বৈদ্যুতিক পরিবাহকসমূহ।

১৩.৭.৯. উপযুক্ত ব্যক্তির অনুমতি ও তদারকি ব্যতিরেকে উত্তোলন যন্ত্রের কোন যন্ত্রাংশে এমন কোন কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটানো বা তা মেরামত করা যাবে না, যা যন্ত্রের নিরাপত্তাকে ক্ষুণ্ন করতে পারে।

১৩.৭.১০. Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152) [পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ডকের কাজ) কনভেনশন, ১৯৭৯ (নং ১৫২)] অনুসারে এবং জাতীয় আইন ও প্রবিধানে যেরূপ নির্দেশিত হয়েছে সেরূপ, প্রতিটি উত্তোলন যন্ত্র ও প্রতিটি আলগা গিয়ার আইটেমকে নিম্নোক্তভাবে একজন উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা পরীক্ষা ও টেস্ট করাতে হবে:

(ক) প্রথমবার ব্যবহারের পূর্বে;
(খ) সাইটে স্থাপনের পর;
(গ) পরবর্তীকালে, যেরূপ নির্দেশিত হয়েছে সেরূপ সময় অন্তর অন্তর;
(ঘ) ভারবহনকারী যন্ত্রাংশে যে কোন বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটানো বা মেরামত কাজ করার পর।

১৩.৭.১১. আইএলও-র সুপারিশকৃত মডেল বিবেচনায় রেখে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্দেশিত উপায়ে উত্তোলন যন্ত্র ও আলগা গিয়ার আইটেমসমূহের একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে।

১৩.৭.১২. কোন উত্তোলন যন্ত্র এমন কোন শ্রমিক দ্বারা চালানো যাবে না:

(ক) যার বয়স ১৮ বছরের কম;
(খ) ডাক্তারি মতে যে শারীরিকভাবে উপযুক্ত নয়;
(গ) জাতীয় আইন ও প্রবিধান অনুসারে যে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেনি এবং যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন নয়।

১৩.৭.১৩. কেবলমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা যেরূপ নির্দেশিত হয়েছে সেরূপভাবে এবং তার পরিচালনায় টেস্টিং-এর উদ্দেশ্য ছাড়া, কোন উত্তোলন যন্ত্রে বা উত্তোলন গিয়ার আইটেমে তার নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা বা ক্ষমতাসমূহের সীমার অতিরিক্ত ভার চাপানো যাবে না।

১৩.৭.১৪. শুধু নিম্নোক্ত জরুরি পরিস্থিতি ব্যতিরেকে কোন উত্তোলন যন্ত্র দ্বারা মানুষ ওঠানো, নামানো বা বহন করা যাবে না, যদি না তা জাতীয় আইন ও প্রবিধান অনুসারে সে উদ্দেশ্যে নির্মাণ, স্থাপন ও ব্যবহার করা হয়:
(ক) যখন গুরুতর শারীরিক জখম বা দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যু ঘটতে পারে;

(খ) যে কাজের জন্য উত্তোলন যন্ত্রটি নিরাপদে ব্যবহার করা যেতে পারে।

১৩.৮. উত্তোলন রজ্জু

১৩.৮.১. প্রস্তুতকারকের নির্দেশনা এবং জাতীয় আইন বা প্রবিধান অনুসারে উত্তোলন রজ্জু স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিদর্শন করতে হবে।

১৩.৮.২. কেবলমাত্র স্বীকৃত ও পর্যাপ্ত নিরাপদ বহনক্ষমতাসম্পন্ন রজ্জুকেই উত্তোলন রজ্জু হিসাবে ব্যবহার করতে হবে।

১৩.৮.৩. যে ক্ষেত্রে কোন ওয়ার্ক প্লাটফরম উত্তোলনের সময় তার স্থিতিশীলতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে কয়েকটি স্বতন্ত্র রজ্জু ব্যবহার করা হবে, সে ক্ষেত্রে প্রতিটি রজ্জুকে স্বতন্ত্রভাবে সেই ওয়ার্ক প্লাটফরমের ভার বহনের ক্ষমতাসম্পন্ন হতে হবে।

১৩.৯. পরিবহন সুবিধা

১৩.৯.১ মালামাল ও মানুষ পরিবহন যানকে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা প্রবিধান এবং নকশা, নির্মাণ ও চালনা সংক্রান্ত সু-রীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

১৩.৯.২. জরুরি পরিস্থিতি ছাড়া, মানুষ পরিবহনের উদ্দেশ্যে যেসব যানবাহন বা যন্ত্রপাতি নকশা করা হয়নি বা অনুমোদন করা হয়নি সেগুলোতে মানুষ পরিবহন নিষিদ্ধ করতে হবে। এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি সবার দৃষ্টিগোচর হয় এমনভাবে প্রদর্শন করতে হবে।

১৪. সামর্থ্য ও প্রশিক্ষণ

১৪.১. সাধারণ

১৪.১.১. জাতীয় আইন ও প্রবিধানের বিধানাবলীর ভিত্তিতে অথবা, তার অবর্তমানে, শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনাক্রমে, নিয়োগকর্তাগণ প্রয়োজনীয় পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) সামর্থ্য শর্তাবলী নির্ধারণ করবেন। সকল ব্যক্তির বর্তমান ও পরিকল্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্যে অন্তর্ভুক্ত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত দিকসমূহ পালনে উপযুক্ত হওয়া নিশ্চিত করার জন্য যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে ও বহাল রাখতে হবে।

১৪.১.২. কাজ-সংশ্লিষ্ট বিপদ ও ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত ও দূর বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন করার জন্য, নিয়োগকর্তার যথেষ্ট পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) সামর্থ্য, অথবা সেই সামর্থ্য ব্যবহার করার সুযোগ, থাকতে হবে। প্রাথমিক ও চলমান বিপদ চিহ্নিতকরণ ও ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ চাহিদাসমূহ চিহ্নিত করা যায়।

১৪.১.৩. প্রশিক্ষণ কর্মসূচী:

(ক) প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করবে, যেরূপ যথাযথ;

(খ) উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হতে হবে;

(গ) যথোচিত সময় অন্তর অন্তর কার্যকর ও সময়োচিত প্রাথমিক ও রিফ্রেশার (refresher) প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করবে;

(ঘ) প্রশিক্ষণ অনুধাবন করা ও ধরে রাখা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের নিজস্ব মূল্যায়ন বিবেচনা করবে;

(ঙ) নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কমিটি দ্বারা, যেখানে রয়েছে সেখানে, সময়ে সময়ে পর্যালোচনা করাতে হবে এবং প্রয়োজন অনুসারে সংশোধন করতে হবে;

(চ) নথিভুক্ত করতে হবে।

১৪.১.৪. শ্রমিক বা তাদের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনাক্রমে, প্রশিক্ষণের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। নিরূপিত চাহিদা অনুসারে প্রশিক্ষণ হতে হবে এবং এর মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

(ক) পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) সংক্রান্ত আইনের প্রাসঙ্গিক দিকসমূহ, যেমন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, নিয়োগকর্তা, ঠিকাদার ও শ্রমিকদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য;

(খ) নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যেসব বিপদ ও ঝুঁকি দেখা দিতে পারে সেসব বিপদ ও ঝুঁকির প্রকৃতি ও মাত্রা, সেই সাথে যে কোন উপাদান যা সেসব ঝুঁকির উপর প্রভাব ফেলতে পারে, যেমন যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি পালন;

(গ) প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষা ব্যবস্থার, বিশেষ করে প্রকৌশলগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সঠিক ও কার্যকর ব্যবহার এবং এ ধরনের ব্যবস্থাসমূহ ব্যবহারের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিজেদের দায়িত্ব;

(ঘ) আবদ্ধ স্থানে কাজ করার কার্যপ্রণালী;

(ঙ) মালামাল হ্যান্ডলিং, প্রক্রিয়া ও যন্ত্রপাতি চালনা, এবং গুদামজাতকরণ, পরিবহন ও বর্জ্য নিষ্কাশনের সঠিক কার্যপ্রণালী;

(চ) ঝুঁকি নিরূপণ, পর্যালোচনা, সংস্পর্শ পরিমাপ, এবং এসব ব্যাপারে শ্রমিকদের অধিকার ও কর্তব্য;

(ছ) স্বাস্থ্য নিরীক্ষণের ভূমিকা, এ ব্যাপারে শ্রমিকদের অধিকার ও কর্তব্য, এবং তথ্য পাবার সুযোগ;

(জ) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) সম্পর্কে যেরূপ প্রয়োজন হতে পারে সেরূপ নির্দেশনা, সেগুলোর তাৎপর্য, সঠিক ব্যবহার ও সীমাবদ্ধতা, এবং বিশেষ করে সেসব বিষয়ে নির্দেশনা যেগুলো এসব যন্ত্রপাতির অপর্যাপ্ততা বা ব্যর্থতা নির্দেশ করতে পারে, এবং নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখতে শ্রমিকদের জন্য যেসব ব্যবস্থা প্রয়োজন হতে পারে;

(ঝ) যেসব বিপজ্জনক পারিপার্শ্বিক উপাদানের উদ্ভব ঘটতে পারে সেগুলোর জন্য বিপদ সতর্কীকরণ সংকেত ও প্রতীক;

(ঞ) জরুরি পরিস্থিতি ব্যবস্থা, অগ্নি নির্বাপণ ও অগ্নি প্রতিরোধ, এবং প্রাথমিক চিকিৎসা;

(ট) বাড়িতে বা পারিবারিক পরিবেশে, উদাহরণস্বরূপ, বিপজ্জনক পদার্থের বিস্তার প্রতিরোধ করার জন্য যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি পালন;

(ঠ) পরিষ্কারকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ, গুদামজাতকরণ ও বর্জ্য নিষ্কাশন, সেই মাত্রা পর্যন্ত যে মাত্রায় এগুলো সংশিষ্ট শ্রমিকদের সংস্পর্শ ঘটাতে পারে;

(ড) জরুরি পরিস্থিতিতে যেসব কার্যপ্রণালী অনুসরণ করতে হবে।

১৪.১.৫. সকল অংশগ্রহণকারীকে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং কাজের সময়ে (working hours) প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান করতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয়, সময়সূচি ও অন্যান্য নিয়মকানুন নিয়োগকর্তা ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের ঐকমতের ভিত্তিতে হতে হবে।

১৪.১.৬. মূল্যায়ন পর্যালোচনা ও নথিভুক্তকরণের অংশ হিসাবে, নিয়োগকর্তাগণ প্রশিক্ষণ ও তথ্য চাহিদা ও কার্যপ্রণালী পর্যালোচনাধীনে রাখা নিশ্চিত করবেন।

১৪.২. ব্যবস্থাপক ও সুপারভাইজরের যোগ্যতা

১৪.২.১. ব্যবস্থাপক ও সুপারভাইজারদেরকে যথোচিত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণসম্পন্ন হতে হবে অথবা তাদের যথেষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে যাতে তারা সামর্থ্যের ভিত্তিতে যোগ্য বিবেচিত হন, এটা নিশ্চিত করার জন্য যে তারা:

(ক) বিপদ চিহ্নিত, ঝুঁকি নিরূপণ ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করাসহ, নিরাপদ জাহাজভাঙ্গার কাজ পরিকল্পনা ও আয়োজন করতে সক্ষম;

(খ) পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন করতে ও বহাল রাখতে সক্ষম;

(গ) যেসব অপারেশনের দায়িত্বে থাকবেন সেগুলোতে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের মান পরিবীক্ষণে সক্ষম;

(ঘ) শর্তাবলী না মানার ক্ষেত্রে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম।

১৪.৩. শ্রমিকের যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা যাচাই

১৪.৩.১. শ্রমিকদেরকে সেই সব কাজেরই দায়িত্ব দিতে হবে এবং তারা শুধু সেই সব কাজই করবে যেগুলোর জন্য তাদের প্রয়োজনীয় মাত্রার দক্ষতা, জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ রয়েছে।

১৪.৩.২. নিয়োগকর্তাগণ নিশ্চিত করবেন যে ঠিকাদার ও তাদের শ্রমিক, নৈমিত্তিক শ্রমিক, দিনমজুর ও অভিবাসী শ্রমিকসহ সকল শ্রমিক:

(ক) যে কাজের জন্য তাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সে কাজে পর্যাপ্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতার সার্টিফিকেট রয়েছে;

(খ) তাদের কাজ ও পরিবেশের সাথে সংশ্লিষ্ট বিপদসমূহ সম্পর্কে যথাযথ নির্দেশনা পেয়েছে এবং দুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি এড়াতে প্রয়োজনীয় পূর্ব-সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ পেয়েছে;

(গ) দুর্ঘটনা ও রোগব্যাধি প্রতিরোধ সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক আইন, প্রবিধান, শর্তাবলী, আচরণবিধি, নির্দেশনা ও উপদেশ সম্পর্কে সচেতন;

(ঘ) নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত;

(ঙ) ব্যক্তিগত সুরাক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই)-এর সঠিক ব্যবহার ও ফলাফল এবং এর যথাযথ যত্ন সম্পর্কে যথেষ্ট নির্দেশনা পেয়েছে এবং, যেরূপ যথাযথ সেরূপ, তাদের জন্য যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

১৪.৩.৩. প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও জ্ঞানের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে এবং দক্ষতা যাচাইয়ের মাধ্যমে তা বস্তুনিষ্ঠভাবে মূল্যায়ন করে সে সম্পর্কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা স্বীকৃত কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থার সার্টিফিকেট নিতে হবে। এ কার্যপ্রণালীকে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের সাথে সমন্বিত করা অথবা তা কাজের সাইটে সম্পন্ন করা যেতে পারে।

১৪.৩.৪. কোন সুনির্দিষ্ট কাজের প্রথম দায়িত্ব লাভের আগেই সকল শ্রমিককে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। প্রশিক্ষণে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত শিখন উদ্দেশ্য

ব্যাখ্যা করা থাকতে হবে এবং একজন যোগ্যতাসম্পন্ন প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবেন। এতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে:

(ক) কাজটির উদ্দেশ্য এবং ব্যবহার্য পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কিত তথ্য;

(খ) নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি বিপদসমূহ সম্পর্কে তথ্য;

(গ) হাতিয়ার ও কলকব্জা ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঘ) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম নির্বাচন ও ব্যবহার; এবং

(ঙ) কার্যকারিতা ও নিরাপত্তার জন্য যোগ্যতা যাচাই।

১৪.৩.৫. শ্রমিকরা যে তাদেরকে প্রদত্ত কাজের সাথে কুলিয়ে উঠতে এবং নিজেদেরকে, অন্যদেরকে ও কাজের পরিবেশকে বিপদগ্রস্ত না করে সে কাজ সম্পন্ন করার যথেষ্ট দক্ষতা অর্জনে সক্ষম তা নিশ্চিত করার জন্য প্রশিক্ষণ ফলাফল যাচাই কবতে হবে। যাচাইয়ের ফলাফল লিপিবদ্ধ, প্রত্যয়ন ও গ্রহীতাকে প্রজ্ঞাপিত করতে হবে।

১৪.৪. ঠিকাদার ও অন্যান্য তৃতীয় পক্ষের যোগ্যতা

১৪.৪.১. সেবা চুক্তিতে ঠিকাদারদের জন্য কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিক নিয়োগ এবং জাতীয় ও প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা মান অনুসরণ করার বিধান সম্বলিত ধারা অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

১৪.৪.২. উত্তম নিরাপত্তা পারফরমেন্সকে নিবন্ধনের একটি পূর্বশর্ত হিসাবে নির্ধারণ করে ঠিকাদারদের জন্য নিবন্ধন পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে। স্বেচ্ছা-সদস্যপদের ভিত্তিতে গঠিত ঠিকাদার সমিতি ঠিকাদারদের মধ্যে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যকে উৎসাহিত করার একটি কার্যকর পন্থা হতে পারে।

১৫. ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ও সুরক্ষা পোশাক

১৫.১. সাধারণ বিধানাবলী

১৫.১.১. প্যারাগ্রাফ ৪.৪.৩ অনুসারে, যে ক্ষেত্রে বিপদ/ঝুঁকি দূর করা, সেগুলো উৎসে নিয়ন্ত্রণ করা, নিরাপদ কর্ম-ব্যবস্থা প্রণয়নের মাধ্যমে সেগুলো ন্যূনতম মাত্রায় রাখা এবং সমষ্টিগত ব্যবস্থা দ্বারা বিপজ্জনক পারিপার্শ্বিক উপাদানের সংস্পর্শ থেকে পর্যাপ্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব নয় এবং অন্য সকল ব্যবস্থা হয় বাস্তবসম্মত নয় অথবা নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কাজের পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে ব্যর্থ কেবলমাত্র সে ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তাগণ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ও সুরক্ষা পোশাক সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

১৫.১.২. ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ও সুরক্ষা পোশাককে কাজের পরিবেশ ও দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত (ergonomic) মূলনীতিসমূহকে বিবেচনায় রেখে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্ধারিত, অথবা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক স্বীকৃত, মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে, এবং জাতীয় আইন ও প্রবিধানে যেরূপ নির্দেশিত হয়েছে সেরূপ এগুলো:

(ক) শ্রমিকদেরকে বিনামূল্যে সরবরাহ করতে হবে;

(খ) কাজ ও ঝুঁকির ধরন অনুসারে সরবরাহ করতে হবে;

(গ) শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনাক্রমে সরবরাহ করতে হবে।

১৫.১.৩. বিপদের প্রকৃতি এবং প্রয়োজনীয় সুরক্ষার ধরন, আওতা (range) ও পারফরমেন্স সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণাসম্পন্ন একজন উপযুক্ত ব্যক্তি:

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ও সুরক্ষা পোশাকের উপযুক্ত আইটেমসমূহ নির্বাচন করবেন;

(খ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্ধারিত বা স্বীকৃত মান বা নির্দেশনা অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ও সুরক্ষা পোশাক সঠিকভাবে গুদামজাত, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিস্কার, পরীক্ষা, প্রতিস্থাপন এবং, স্বাস্থ্যগত কারণে প্রয়োজন হলে, যথোচিত সময় অন্তর অন্তর জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা করবেন।

১৫.১.৪. নিয়োগকর্তাগণ শ্রমিকদেরকে যথাযথভাবে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ও সুরক্ষা পোশাক ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও গুদামজাত করতে সক্ষম করার জন্য তাদেরকে যথোপযুক্ত নির্দেশনা ও উপায় প্রদান করবেন।

১৫.১.৫. শ্রমিকদের জন্য নিয়ম করতে হবে যাতে তারা;

(ক) তাদের ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ও সুরক্ষা পোশাক যথাযথভাবে ব্যবহার করে এবং সেগুলোর উত্তম যত্ন নেয়;

(খ) প্রদত্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ও সুরক্ষা পোশাক যে ধরনের ঝুঁকির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা প্রয়োজন সে ধরনের ঝুঁকির সংস্পর্শে থাকাকালে পুরো সময় ধরে ব্যবহার করে।

১৫.১.৬. যেসব ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক পদার্থ দ্বারা দূষিত হতে পারে সেগুলো শ্রমিকদের বাড়িতে ধোয়া ও ইস্ত্রি করা, পরিস্কার করা বা রাখা চলবে না। সুরক্ষা পোশাক ব্যবহার করা প্রয়োজন হলে কিংবা বিপজ্জনক পদার্থ দ্বারা বাইরে ব্যবহারের পোশাক দূষিত হবার ঝুঁকি থাকলে পোশাক রাখার জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। পোশাক বদলানোর ঘর এমন স্থানে অবস্থিত এবং এমনভাবে তৈরি হতে হবে যাতে সুরক্ষা পোশাক থেকে ব্যক্তিগত পোশাকে এবং এক স্থাপনা থেকে আরেক স্থাপনায় দূষণ বিস্তার না ঘটে ।

১৫.১.৭. ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ও সুরক্ষা পোশাক প্রদানের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তাদের নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখতে হবে:

(ক)যে সুরক্ষার জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামটি (পিপিই) তৈরি করা হয়েছে সে সুরক্ষা পাবার জন্য, ব্যবহারকারীর যথাযথ ব্যবহারসহ, এর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার অত্যাবশ্যক;

(খ) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) নিজেই অস্বাচ্ছন্দকর, অস্বাস্থ্যকর বা অনিরাপদ কাজের পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে;

(গ) শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ব্যবহারকারীই সুরক্ষিত থাকে, সে পরিবেশে আগত অন্য সবাই বিপদের সংস্পর্শে থেকে যায়;

(ঘ) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) একটি ভিত্তিহীন নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করতে পারে, বিশেষ করে যখন তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় না কিংবা যখন ত্রুটিপূর্ণভাবে ভান্ডারজাত বা রক্ষণাবেক্ষণ করার কারণে এর কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়;

(ঙ) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) শ্রমিকদের জন্য বাড়তি বিপদ সৃষ্টি করতে পারে।

১৫.২. মাথার সুরক্ষা

১৫.২.১. মাথাকে পড়ন্ত বা উড়ন্ত বস্তুর আঘাত, কিংবা কোন বস্তু বা কাঠামোর সাথে ধাক্কা, জখম থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সকল ব্যক্তিকে জাহাজভাঙ্গা স্থাপনায় থাকাকালীন সময়ে সারাক্ষণ নিরাপদ হেলমেট বা শক্ত হ্যাট পরে থাকতে হবে। বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের হেলমেট সাথে রাখার প্রয়োজন হতে পারে।

১৫.২.২. সাধারণভাবে, হেলমেটের খোল এক খন্ডে নির্মিত (one piece construction) হতে হবে, এবং এটিকে পরিধানকারীর মাথায় থাকতে সাহায্য করার জন্য এর ভেতরে খাপ খাওয়ানো যায় এমন একটি ক্রেডল (cradle) এবং, যে ক্ষেত্রে যথাযথ সে ক্ষেত্রে, হেলমেটটির পড়ে যাওয়া ঠেকানোর জন্য এর সাথে একটি বন্ধনী (chinstrap) থাকতে হবে। হেলমেট পরিধান করার সাথে সাথে যাতে তা আঁটসাঁটভাবে মাথায় ফিট হয় তা নিশ্চিত করার জন্য ক্রেডল ও বন্ধনীর মধ্যে যথাযথ অ্যাডজাস্টমেন্ট হতে হবে।

১৫.৩. মুখমন্ডল ও চোখের সুরক্ষা

১৫.৩.১. বায়ুবাহিত ধূলিকণা বা উড়ন্ত বস্তুকণা, বিপজ্জনক পদার্থ, ক্ষতিকর উচ্চতাপ, আলো বা অন্য কোন বিকিরণ হেতু যখন চোখ বা মুখমন্ডলের জখমের আশংকা থাকবে তখন, এবং বিশেষ করে ঝালাই, ফ্লেম কাটিং, রক ড্রিলিং, কংক্রিট মিক্সিং বা অন্যান্য বিপজ্জনক কাজের সময়, স্বচ্ছ বা রঙিন গগলস, স্ক্রিন, ফেস শিল্ড বা অন্যান্য উপযোগী সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে।

১৫.৩.২. বিভিন্ন নকশার মুখমন্ডল ও চোখের সুরক্ষা সরঞ্জাম পাওয়া যায়। যথোপযুক্ত সুরক্ষা সরঞ্জাম নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য সতর্কতার সাথে সংশ্লিষ্ট বিপদের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনা করতে হবে। সাধারণ প্রেসক্রিপশন (corrective) গগলস নিরাপত্তা মান অনুযায়ী তৈরি না হলে সুরক্ষা প্রদান করে না। কিছু বক্স-টাইপ গগলস আছে যা এমনভাবে তৈরি যে সেগুলো সাধারণ চশমার উপরে পরা যায়।

১৫.৪. হাত ও পায়ের সুরক্ষা

১৫.৪.১. তাপ বিকিরণের সংস্পর্শে থাকাকালে কিংবা উত্তপ্ত, বিপজ্জনক বা ত্বক জখম করতে পারে এমন অন্যান্য পদার্থ হ্যান্ডলিং করাকালে হাত বা পুরো শরীরকে সুরক্ষিত রাখার জন্য, যেরূপ প্রয়োজন সেরূপ, সুরক্ষামূলক গ্লাভস বা শক্ত দস্তানা (gauntlet), যথোপযুক্ত প্রতিরোধক মলম (barrier creams) ও যথাযথ সুরক্ষা পোশাক পরিধান করতে হবে।

১৫.৪.২. যে কাজে গ্লাভস ব্যবহার করা হবে গ্লাভসকে সে কাজের সাথে যুক্ত বিপদ থেকে সুরক্ষা প্রদানে সক্ষম এবং অবশ্যই সে কাজের ধরনের উপযোগী হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, চামড়ার গ্লাভস সাধারণত অমসৃন ও ধারালো বস্তু হ্যান্ডলিংয়ের জন্য, তাপ-প্রতিরোধক গ্লাভস উত্তপ্ত বস্তু হ্যান্ডলিংয়ের জন্য, এবং রাবার, সিনথেটিক বা পিভিসি গ্লাভস এসিড, ক্ষার, বিভিন্ন ধরনের তেল, দ্রাবক ও রাসায়নিক পদার্থ হ্যান্ডলিংয়ের জন্য অপেক্ষাকৃত উত্তম।

১৫.৪.৩. যে ক্ষেত্রে কাজের জায়গায় প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথে সংস্পর্শের সম্ভাবনা রয়েছে কিংবা পড়ে যাওয়া বা বস্তু পায়ের তলায় চূর্ণ হওয়া, উত্তপ্ত বা বিপজ্জনক পদার্থ, ধারালো হাতিয়ার বা চোখা ধাতব বস্তু ও পিচ্ছিল ভেজা মেঝের কারণে জখম হবার সম্ভাবনা রয়েছে সে ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ধরনের পাদুকা ব্যবহার করতে হবে।

১৫.৪.৪. যথোপযুক্ত নিরাপদ পাদুকায় (যেমন জুতা ও বুটজুতা) দৃঢ় পিছলানো-প্রতিরোধক তলা ও রিইনফোর্সড টোক্যাপ (reinforced toecap) থাকতে হবে। কাজ করার সময় স্যান্ডেল বা অনুরূপ পাদুকা পরিধান করা চলবে না।

১৫.৫. শ্বাস-প্রশ্বাস সুরক্ষা সরঞ্জাম

১৫.৫.১. বায়ু চলাচল ব্যবস্থা বা অন্যান্য উপায়ে যখন শ্রমিকদেরকে বায়ুবাহিত ধূলিকণা, ধূমোদগার, বাষ্প বা গ্যাস থেকে সুরক্ষা প্রদান করা সম্ভব হবে না তখন সংশ্লিষ্ট কাজের পরিবেশের উপযোগী শ্বাস-প্রশ্বাস সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে।

১৫.৫.২. যে পরিস্থিতিতে অক্সিজেন ঘাটতি কিংবা বিষাক্ত, বিপজ্জনক বা অস্বস্তি কর ধূমোদগার, ধূলিকণা বা গ্যাসের সংস্পর্শের ঝুঁকি রয়েছে সে পরিস্থিতিতে যথোপযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রদান করতে হবে। সঠিক সুরক্ষা সরঞ্জাম নির্বাচন অত্যাবশ্যক। যেহেতু জাহাজে ব্যবহারের জন্য বহু ধরনের সুরক্ষা সরঞ্জাম পাওয়া যায় সেহেতু বিশেষ জাহাজে ও বিশেষ উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহারের ব্যাপারে পরামর্শ চাওয়া উচিত। শ্রমিকদেরকে সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার ও তার যত্ন নেয়ার ব্যাপারে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। রেসপিরেটরি ও ব্রিদিং অ্যাপারেটাসের ফেস-পিসকে (face-piece) অবশ্যই সঠিকভাবে ফিট হতে হবে যাতে লিকেজ না ঘটে। ব্যবহারের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ফেস সিল (face seal) যথাযথভাবে তৈরি না হলে দাড়ি ও গোঁফ এবং গগলসের ব্যবহার ফেস সিলের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

১৫.৬ শ্রবণ সুরক্ষা

১৫.৬.১. যেসব শ্রমিক তাদের কাজের প্রকৃতির কারণে উচ্চমাত্রার শব্দের সংস্পর্শে আসে তাদেরকে কান সুরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে এবং তাদের সেগুলো ব্যবহার করতে হবে। ইয়ার প্লাগ (ear plugs) ও ইয়ার মাফ (ear muffs) সহ (দ্বিতীয়োক্তটি সর্বাধিক কার্যকর সুরক্ষা প্রদান করে) বিভিন্ন ধরনের শ্রবণ সুরক্ষা সরঞ্জাম পাওয়া যায়, যেগুলোর প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন মানসম্পন্ন নকশার হতে পারে। যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও জলবায়ু পরিস্থিতির জন্য যে ধরনের সুরক্ষা সরঞ্জামকে উপযোগী হিসাবে সুপারিশ করা হয়েছে সে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও জলবায়ু পরিস্থিতিতে সে ধরনের সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে। উচ্চশব্দপূর্ণ স্থানের প্রবেশপথেই শ্রবণ সুরক্ষা সরঞ্জাম রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫.৭. তেজস্ক্রিয় দূষণ প্রতিরোধ সরঞ্জাম

১৫.৭.১. যেসব এলাকায় অনাবৃত (unsealed) তেজস্ক্রিয় উৎস প্রস্তুত বা ব্যবহার করা হয় সেখানে তেজস্ক্রিয় দূষণ ঝুঁকির উপযোগী রেসপিরেটর, ওভারঅল, মস্তক আবরণ, গ্লাভস, আটঁসাঁট বয়লার স্যুট, অভেদ্য পাদুকা ও অ্যাপ্রন পরিধান করতে হবে।

১৫.৮. পতন থেকে সুরক্ষা

১৫.৮.১. যেখানে অন্য কোন উপযুক্ত উপায়ে পতন থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না সেখানে স্বতন্ত্রভাবে নিরাপদ (secured) লাইফলাইনযুক্ত সেফটি হারনেস এবং যেখানে পানিতে পড়ার বিপদ থাকবে সেখানে লাইফ ভেস্ট ও লাইফ প্রিজারভার পরিধান করতে হবে।

১৫.৯. পোশাক

১৫.৯.১. পোশাক সরবরাহের সময় নিম্নোক্ত শর্তাবলী পূরণ করতে হবে:

(ক) প্রতিকূল আবহাওয়া পরিস্থিতিতে কাজ করার সময় পানিনিরোধক পোশাক ও মস্তক আবরণ;

(খ) চলন্ত যানবাহন থেকে নিয়মিত বিপদের সংস্পর্শের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে লক্ষযোগ্য পোশাক বা প্রতিবিম্ব সৃষ্টিকারী সরঞ্জাম বা অন্যরূপ সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান উপকরণ।

১৬. সম্ভাব্য ও জরুরি পরিস্থিতি প্রস্তুতি (contingency and emergency preparedness)

১৬.১. সাধারণ

১৬.১.১. বহিস্থ জরুরি সেবা এবং, যেখানে প্রযোজ্য সেখানে, অন্যান্য সংস্থার সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে, প্রত্যেক ধরনের জাহাজ, সকল জাহাজভাঙ্গার কাজ এবং সংশ্লিষ্ট বিপজ্জনক পদার্থ হ্যান্ডলিংয়ের জন্য জরুরি পরিস্থিতি পরিকল্পনা, প্রতিরোধ, প্রস্তুতি ও মোকাবিলা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে ও বহাল রাখতে হবে। এসব ব্যবস্থাকে দুর্ঘটনা ও জরুরি পরিস্থিতির সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণে এবং তার সাথে জড়িত পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি ঝুঁকিসমূহ প্রতিরোধে সক্ষম হতে হবে।

১৬.১.২. প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক দলিল এবং জাতীয় আইন ও প্রবিধান অনুসারে, এবং জাহাজভাঙ্গা স্থাপনার কর্মকান্ডের আকার ও প্রকৃতি বিবেচনায় নিয়ে জরুরি পরিস্থিতি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

১৬.১.৩. প্রতিটি জাহাজভাঙ্গা স্থাপনার জন্য স্থানীয়ভাবে জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং সব ধরনের জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য এটিকে একটি যথেষ্টভাবে সার্বিক পরিকল্পনা হতে হবে। পরিকল্পনাটির মধ্যে, ন্যূনতম পক্ষে, নিম্নোক্ত সুবিধাসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকতে তবে:

(ক) জরুরি নিষ্ক্রমণ পথ ও কার্যপ্রণালী;

(খ) যেসব শ্রমিককে নিরাপদ স্থানে সরে যাবার আগে অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে তাদের জন্য অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী;

(গ) কাজের সাইট থেকে, বিশেষ করে জাহাজের কাঠামো ও আশেপাশের এলাকা, স্থাপনা ভবন ও প্রাঙ্গন এবং প্রতিষ্ঠান থেকে নিরাপদ স্থানে লোকজন সরিয়ে নেয়া;

(ঘ) জরুরি পরিস্থিতিতে নিরাপদ স্থানে লোকজনকে সরিয়ে নেয়ার পর সকল শ্রমিকের কে কোথায় কি অবস্থায় আছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হবার কার্যপ্রণালী;

(ঙ) যেসব শ্রমিক উদ্ধার কাজ ও চিকিৎসার দায়িত্ব পালন করবে তাদেরকে এসব কাজের দায়িত্ব প্রদান;

(চ) অগ্নিকান্ড ও অন্যান্য জরুরি পরিস্থিতি রিপোর্ট করার উপায়;

(ছ) জরুরি পরিস্থিতি প্রতিরোধ, প্রস্তুতি ও মোকাবিলা কার্যপ্রণালীর নিয়মিত মহড়াসহ স্থাপনার সকল স্তরে সকল কর্মচারীকে প্রাসঙ্গিক তথ্য ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা।

১৬.১.৪. বিভ্রান্তি ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা এবং কে সিদ্ধান্ত-গ্রহণ কর্তৃত্বের অধিকারী সে ব্যাপারে শ্রমিকদের মধ্যে কোন সংশয় না থাকা নিশ্চিত করার জন্য 'চেইন অব কমান্ড' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা দলসমূহের কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নির্বাচিত করতে হবে। সমন্বয়কারী ব্যক্তির বা ব্যক্তিদের দায়িত্বের মধ্যে নিম্নোক্ত কাজগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে:

(ক) পরিস্থিতি মূল্যায়ন এবং জরুরি পরিস্থিতি কার্যপ্রণালী সক্রিয় করার মত জরুরি পরিস্থিতি বিরাজ করছে কিনা তা নির্ধারণ করা;

(খ) ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করা, যেমন অগ্নিকান্ড নিয়ন্ত্রণ, লিক ও তরলের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ, ইমারজেন্সি শাটডাউন এবং লোকজন ঝুঁকিগ্রস্ত হলে যেসব কাজ করা নিষিদ্ধ তা নিয়ন্ত্রণ করা;

(গ) জরুরি পরিস্থিতি এলাকায় সকল প্রয়াস নিবদ্ধ করা, লোকজনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়ার এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে রাখাসহ;

(ঘ) প্রয়োজনের সময় জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা সেবাসমূহকে, যেমন চিকিৎসা সহায়তা ও অগ্নি-নির্বাপণ কর্মীদেরকে, ডেকে আনা নিশ্চিত করা;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ও এলাকাবাসী ও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা সেবাসমূহকে তথ্য সরবরাহ করা এবং তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;

(চ) যখন প্রয়োজন তখন জাহাজভাঙ্গার কাজ বন্ধ করার নির্দেশ প্রদান করা।

১৬.১.৫. কাজেব সাইটে জরুরি পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে সকল লোকজনকে যাতে রক্ষা করা যায় সেজন্য প্রয়োজনীয় ও সর্বশেষ তথ্য এবং অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এলার্ম এমন হতে হবে যাতে তা সকলে দেখতে ও শুনতে পায়।

১৬.১.৬. জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা দলসমূহকে, অন্যান্য কাজের মধ্যে, নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে সক্ষম হতে হবে:

(ক) অগ্নি-নির্বাপণ;

(খ) প্রাথমিক চিকিৎসা;

(গ) স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস/রক্ত সঞ্চালন ফিরিয়ে আনা;

(ঘ) ইমারজেন্সী শাটডাউন কার্যপ্রণালী;

(ঙ) নিরাপদ স্থানে লোকজন সরিয়ে নেয়ার কার্যপ্রণালী;

(চ) রাসায়নিক তরল বিস্তার প্রতিরোধ কার্যপ্রণালী;

(ছ) সেল্ফ কনটেইনড ব্রিদিং অ্যাপারেটাস ও অন্যান্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (**পিপিই**)-এর ব্যবহার; এবং

(জ) **অনুসন্ধান ও উদ্ধার** কাজ।

১৬.১.৭. জাহাজভাঙ্গার সাইটে আনুষ্ঠানিক চিকিৎসা সুবিধার অবর্তমানে নিম্নোক্ত **ব্যবস্থাসমূহ বিবেচনা** করতে হবে:

(ক) যেখানে চোখ বা শরীর জখম করতে পারে এমন ক্ষয়কারী পদার্থের সংস্পর্শে **কোন** শ্রমিক আসতে পারে সেখানে তাৎক্ষণিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আইওয়াশ, শাওয়ার বা দ্রুত সিক্ত করা বা ধোয়ার জন্য উপযুক্ত সরঞ্জামের ব্যবস্থা করতে হবে;

(খ) জরুরি টেলিফোন নম্বর বা যোগাযোগের অন্যান্য তথ্য দৃষ্টিগোচরে আসে এমন স্থানে লাগাতে হবে।

১৬.১.৮. উপরে ১৬.১.৩ থেকে ১৬.১.৭ প্যারাগ্রাফসমূহে যাই থাকুক না কেন, Safety in the use of chemicals at work *(কর্মস্থলে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারে নিরাপত্তা)* শীর্ষক আইএলও আচরণবিধির ১৪তম অধ্যায়ের বিধানাবলীর ভিত্তিতে জাহাজভাঙ্গা স্থাপনাসমূহে রাসায়নিক পদার্থ হ্যান্ডলিং, গুদামজাতকরণ ও পরিবহন, বর্জ্য রাসায়নিক পদার্থ নিষ্কাশন ও শোধন, কোন কর্মকান্ডের দরুন রাসায়নিক পদার্থের নির্গমন, এবং রাসায়নিক পদার্থের জন্য যন্ত্রপাতি ও পাত্র (container) ভাঙ্গার জন্য জরুরি পরিস্থিতি

কার্যপ্রণালী, প্রাথমিক চিকিৎসা ও অগ্নি-নির্বাপণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেখানে কোন জাহাজভাঙ্গা স্থাপনায় বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ এমন উপায়ে ও এমন পরিমাণে গুদামজাত বা প্রক্রিয়াজাত করা হয় যে সেগুলো থেকে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা থাকে সেখানে Prevention of major industrial accidents (বড় ধরনের শিল্প-দুর্ঘটনা প্রতিরোধ) শীর্ষক আইএলও আচরণবিধির ৮ম ও ৯ম অধ্যায়ে বর্ণিত জরুরি পরিস্থিতি পরিকল্পনার বিধানাবলী প্রয়োগ করতে হবে।

১৬.২. প্রাথমিক চিকিৎসা

১৬.২.১. নিয়োগকর্তা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারীদের ব্যবস্থা করাসহ প্রাথমিক চিকিৎসার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করবেন। চিকিৎসার জন্য লোকজনের নিরাপদ পরিবহন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৬.২.২. প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানকারী কর্মচারীদের ব্যবস্থা কিভাবে করা হবে তা জাতীয় আইন বা প্রবিধান দ্বারা নির্দেশিত হতে হবে, এবং উপযুক্ত স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের সর্বাধিক প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনসমূহের সাথে আলোচনাক্রমে তা স্থির করতে হবে।

১৬.২.৩. প্রতি শিফটের পর্যাপ্তসংখ্যক শ্রমিককে মৌলিক প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। এই প্রশিক্ষণে বহিস্থ ক্ষতের চিকিৎসা ও স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস/রক্ত সঞ্চালন ফিরিয়ে আনা অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। যেসব এলাকার কাজে রাসায়নিক পদার্থ, ধূমোদগার বা ধোঁয়া দ্বারা জ্ঞান হারাবার, কীটপতঙ্গের কামড় খাবার বা অন্যান্য সুনির্দিষ্ট বিপদের ঝুঁকি রয়েছে সেখানে সে মোতাবেক যথোপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনাক্রমে প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

১৬.২.৪. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসার জ্ঞান ও দক্ষতা বর্তমান সময়ের জন্য অকার্যকর হয়ে যায়নি বা তারা এগুলো ভুলে যায়নি তা নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত বিরতিতে প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণের পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

১৬.২.৫. যেখানে কাজ করতে গিয়ে পানিতে ডোবার, শ্বাসরুদ্ধ হবার বা বৈদ্যুতিক শক খাবার ঝুঁকি রয়েছে সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানকারী কর্মচারীদেরকে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস/রক্ত সঞ্চালন ফিরিয়ে আনা এবং অন্যান্য জীবন রক্ষাকারী কৌশল ব্যবহারে ও উদ্ধার কার্যপ্রণালীতে পারদর্শী হতে হবে।

১৬.২.৬. স্ট্রেচারসহ, যেরূপ প্রয়োজন সেরূপ, উদ্ধার কাজ ও স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস/রক্ত সঞ্চালন ফিরিয়ে আনার যথোপযুক্ত যন্ত্রপাতি, যেরূপ যথাযথ সেরূপ, জাহাজভাঙ্গা স্থাপনায় বা জাহাজে অনায়াসলভ্য রাখতে হবে। সকল শ্রমিককে এসব যন্ত্রপাতির অবস্থান এবং মজুদ সংগ্রহ করার কার্যপ্রণালী সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

১৬.২.৭. বিচ্ছিন্ন স্থানসমূহসহ সকল কর্মস্থল, উত্তোলন যন্ত্র, নৌযান, যানবাহন ও ভাসমান যন্ত্রপাতিতে, যেরূপ যথাযথ সেরূপ, নির্দেশিত আইটেমসমূহসহ প্রাথমিক চিকিৎসা কিট অথবা প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স প্রদান করতে হবে এবং এসব সরঞ্জাম উপরোক্ত স্থানসমূহ থেকে, এবং মেইনটেন্যান্স ক্রুদের জন্য, তাৎক্ষণিক নাগালে থাকতে হবে, এবং এগুলোকে ধূলিকণা, আর্দ্রতা ইত্যাদি দ্বারা দূষিত হওয়া থেকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। এসব পাত্রকে [কিট ও বাক্স] সুস্পষ্ট পরিচিতিমূলক চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে এবং এগুলোতে প্রাথমিক চিকিৎসা উপকরণ ছাড়া অন্য কিছুই রাখা চলবে না।

১৬.২.৮. প্রাথমিক চিকিৎসা কিট ও বাক্স সহজ ও সুস্পষ্ট ব্যবহারবিধি সম্বলিত হতে হবে, কিট ও বাক্সগুলোকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের যোগ্যতাসম্পন্ন একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির দায়িত্বে রাখতে হবে এবং নিয়মিত পরিদর্শন করাতে হবে এবং যথাযথভাবে পূর্ণ করে রাখতে হবে।

১৬.২.৯. কোন শিফটে যেরূপ নির্দেশিত হয়েছে সেরূপ ন্যূনতমসংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করা হলে, ছোটখাটো জখমের চিকিৎসার জন্য এবং গুরুতর অসুস্থ বা জখম শ্রমিকদের বিশ্রামের স্থান হিসাবে তাৎক্ষণিকভাবে সহজগম্য স্থানে যোগ্যতাসম্পন্ন প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানকারী কর্মচারীদের বা একজন নার্সের তত্ত্বাবধানে অন্তত একটি যথাযথভাবে সজ্জিত প্রাথমিক চিকিৎসা কক্ষ বা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬.৩. উদ্ধার কাজ

১৬.৩.১. কেউ জখম বা অসুস্থ হলে, তার জন্য যদি চিকিৎসা প্রয়োজন হয় তখন যাতে তাকে দ্রুত নিরাপদে সরিয়ে নেয়া যায় তার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১৬.৩.২. জরুরি পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে উদ্ধার ব্যবস্থার সাথে যোগাযোগ করার জন্য কাজের সাইটে পরিবহন বা যোগাযোগের ব্যবস্থা রাখতে হবে। সময়ে সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে হবে।

১৬.৩.৩. জরুরি পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে কি কার্যপ্রণালী অনুসরণ করতে হবে সে ব্যাপারে সকল শ্রমিককে অবহিত করতে হবে। নিরাপদ স্থানে লোকজন সরিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে কাজের সাইট ও মিলিত হবার স্থান সম্পর্কেও তথ্য প্রদান করতে হবে।

১৬.৩.৪. কাজের সাইটগুলোতে একটি করে জায়গা রাখতে হবে যেখানে অসুস্থ বা জখম ব্যক্তিদেরকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা আরামে বিশ্রাম নিতে পারেন।

১৬.৩.৫. যে জায়গায় গেলে অ্যামবুলেন্স পাওয়া যাবে সে জায়গা পর্যন্ত [অসুস্থ বা জখম ব্যক্তিদের] পরিবহনের জন্য সার্বক্ষণিকভাবে যানবাহন পাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬.৩.৬. যেখানে যুক্তিসঙ্গত দূরত্বের মধ্যে পেশাদার সেবা পাওয়া যাবে না সেখানে, বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকায়, প্রয়োজনীয় ঔষধ তৈরি ও বিতরণ (dispensing) এবং স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

১৭. বিশেষ সুরক্ষা

১৭.১. চাকুরি ও সামাজিক বীমা

১৭.১.১. জাতীয় আইন ও প্রবিধানে যেরূপ নির্দেশিত হয়েছে সেরূপ অথবা জাতীয় পরিস্থিতি ও রেওয়াজ অনুসারে নিয়োগকর্তাগণ:

(ক) প্রত্যেক শ্রমিকের চাকুরির চুক্তিপত্র প্রাপ্তি এবং শ্রমিক ক্ষতিপূরণ ও সামাজিক সুরক্ষা স্কীমের আওতায় আসা নিশ্চিত করবেন;

(খ) সকল জাহাজভাঙ্গা শ্রমিকের জন্য চাকুরির মর্যাদা নির্বিশেষে আর্থিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করবেন, যেমন পেশাগত দুর্ঘটনা ও রোগব্যাধি হেতু জখম, অসুস্থতা, সাময়িক ও স্থায়ী পঙ্গুত্বের ক্ষেত্রে শ্রমিক ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে সুবিধা (benefits) এবং কাজ-সংশ্লিষ্ট মৃত্যুর ক্ষেত্রে মৃতের জীবিত পোষ্যদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন।

১৭.২. কাজের সময় (working hours)

১৭.২.১. প্রত্যেক পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) স্কীমে যুক্তিসঙ্গত কাজের সময়ের বিধান করতে হবে, যা জাতীয় আইন ও প্রবিধানে নির্দেশিত বা শ্রম পরিদর্শন বিভাগ দ্বারা অনুমোদিত অথবা, যেখানে প্রযোজ্য সেখানে, যৌথ চুক্তিতে অনুমোদিত কর্মঘন্টার সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে না। কাজের সময় নির্ধারণে Reduction of Hours of Work Recommendation, 1962 (No. 116) [কাজের সময় হ্রাসকরণ সুপারিশ, ১৯৬২ (নং ১১৬)] কে গাইড হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

১৭.২.২. কাজের সময় এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে বিশ্রামের জন্য পর্যাপ্ত সময়ের ব্যবস্থা থাকে, যার মধ্যে, জাতীয় আইন ও প্রবিধানে যেরূপ নির্দেশিত হয়েছে সেরূপ অথবা শ্রম পরিদর্শন বিভাগ কর্তৃক বা, যেখানে প্রযোজ্য সেখানে, যৌথ চুক্তিতে যেরূপ অনুমোদিত হয়েছে সেরূপ, নিম্নোক্ত বিরতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে:

(ক) কাজের সময়ের মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত বিরতি, বিশেষ করে মানসিক চাপযুক্ত, বিপজ্জনক বা একঘেয়ে কাজের ক্ষেত্রে, যাতে শ্রমিকরা তাদের মনোযোগ ও শারীরিক উপযুক্ততা ফিরে পেতে পারে;

(খ) খাবার গ্রহণের জন্য যথেষ্ট বিরতি;
(গ) দিবা বা নৈশকালীন বিশ্রাম;
(ঘ) সাপ্তাহিক বিশ্রাম।

১৭.৩. নৈশকালীন কাজ

১৭.৩.১. জাহাজভাঙ্গা কাজের বিপজ্জনক প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে নৈশকালীন কাজ নিরুৎসাহিত করতে হবে। তবে, যদি নৈশকালীন কাজের পরিকল্পনা করা হয় তাহলে তা আয়োজন করতে হবে Night Work Convention (No 171) and Recommendation (No. 178), ১৯৯০ [নৈশকালীন কাজ কনভেনশন (নং ১৭১) এবং সুপারিশ (নং ১৭৮), ১৯৯০] অনুসারে, যার বিধানসমূহ জাতীয় আইন ও প্রবিধান, যৌথ চুক্তি বা জাতীয় পরিস্থিতি ও রেওয়াজের উপযোগী অন্য যে কোন পন্থায় বাস্তবায়িত করা যেতে পারে।

১৭.৩.২. নৈশকালীন কাজের প্রকৃতি হেতু আবশ্যক বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ ক্রমবর্ধমানভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে। এসব ব্যবস্থার মধ্যে থাকবে :

(ক) নৈশকালীন কাজের সাথে জড়িত স্বাস্থ্য সমস্যা হ্রাস বা পরিহার করার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য মূল্যায়ন;
(খ) Night Work Recommendation,1990 (No. 178) [নৈশকালীন কাজ সুপারিশ, ১৯৯০ (নং ১৭৮)] অনুসারে, কাজের সময়, বেতন বা অনুরূপ সুবিধা ও যথোপযুক্ত সামাজিক সেবার আকারে ক্ষতিপূরণ প্রদান।

১৭.৩.৩. নৈশকালীন কাজের সময়ে পেশাগত বিপদের বিরুদ্ধে দিনের বেলার মতই সমান মাত্রার সুরক্ষা বহাল রাখার জন্য বিশেষ করে, শ্রমিকদের বিচ্ছিন্নতা (isolation), যতদূর সম্ভব, পরিহার করার জন্য নিয়োগকর্তাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৭.৩.৪. যেখানে শিফটের কাজ ও নৈশকালীন কাজ আবশ্যক সেখানে, শিফটের কাজের ঝুঁকি যাতে দিনের বেলার কাজের ঝুঁকিকে ছাড়িয়ে না যায় তা নিশ্চিত করার জন্য আলো এবং অন্যান্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৭.৪. শিশুশ্রম

১৭.৪.১. আঠার বছরের কম বয়সী সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে এবং যে কাজের প্রকৃতি বা পরিস্থিতির কারণে শিশুদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা নৈতিকতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সে কাজের ক্ষেত্রে Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No.182) [সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম কনভেনশন, ১৯৯৯ (নং ১৮২)] প্রযোজ্য হবে।

১৭.৫. মদ ও মাদক-সংশ্লিষ্ট সমস্যা

১৭.৫.১. যেহেতু মদ পান বা মাদক সেবন কর্মস্থলে নিরাপত্তার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে সেহেতু নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের সর্বাধিক প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনসমূহ এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনাক্রমে কর্মস্থলে মদ- ও মাদক-সংশ্লিষ্ট সমস্যা প্রতিরোধ, হ্রাস ও ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে জাতীয় নীতি এবং আইন ও প্রবিধান নিরূপণ করতে হবে। এ বিষয়ে *Management of alcohol- and drug-related issues in the workplace* (কর্মস্থলে মদ- ও মাদক-সংশ্লিষ্ট সমস্যা ব্যবস্থাপনা) শীর্ষক আইএলও আচরণবিধিতে প্রাসঙ্গিক নির্দেশনা রয়েছে।

১৭.৬. এইচআইভি/এইডস

১৭.৬.১. এইচআইভি/এইডস এবং এর প্রভাব নারী ও শিশুসহ ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীগুলোকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং এর ফলে বিরাজমান লিঙ্গ বৈষম্য আরও বাড়ে এবং শিশুশ্রম সমস্যা অধিকতর প্রকট হয়। এইচআইভি/এইডস মহামারীর বিস্তার রোধ, শ্রমিক ও তাদের পরিবারবর্গের উপর এর প্রভাব হ্রাস এবং এই রোগ মোকাবিলায় সামাজিক সুরক্ষা প্রদানে HIV/AIDS and the world of work (এইচআইভি/এইড্স ও কর্মজগত) শীর্ষক আইএলও আচরণবিধিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ব্যবহার করতে হবে।

১৮. কল্যাণ

১৮.১. সাধারণ বিধানাবলী

১৮.১.১. প্রতিটি জাহাজভাঙ্গা কাজের স্থানে বা জাহাজভাঙ্গা স্থাপনার ভবন ও প্রাঙ্গণে অথবা তা থেকে যুক্তিসঙ্গত দূরত্বে নিম্নোক্ত সুবিধাসমূহ প্রদান করতে, সেগুলো পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে:

(ক) স্যানিটারী ও গোসল-ধোয়ামোছার সুবিধা বা শাওয়ার;

(খ) পোশাক বদলানো, শুকানো ও রাখার ব্যবস্থা;

(গ) খাবার গ্রহণের ঘর এবং প্রতিকূল আবহাওয়া পরিস্থিতিতে কাজ বন্ধ থাকাকালীন সময়ের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র;

১৮.১.২ উপরোক্ত সুবিধাসমূহের আকার এবং নির্মাণ ও স্থাপন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্ধারিত শর্তাবলী অনুসারে হতে হবে।

১৮.২. খাবার পানি

১৮.২.১. প্রতিটি জাহাজভাঙ্গা স্থাপনায় অথবা তা থেকে যুক্তিসঙ্গত দূরত্বে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৮.২.২. উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত পন্থায় পরিবহন ট্যাংক, মজুদ ট্যাংক ও বিতরণ পাত্রের নকশা তৈরি, এগুলো ব্যবহার এবং যথোচিত সময় অন্তর অন্তর পরিস্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

১৮.২.৩. যে পানি পানের অযোগ্য তা শ্রমিকদের পানের জন্য নিষিদ্ধ করে বিজ্ঞপ্তির সাহায্যে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমনভাবে দেখাতে হবে।

১৮.৩. স্যানিটারী ও গোসল-ধোয়ামোছার সুবিধা

১৮.৩.১. নিয়োগকর্তা স্যানিটারী ও গোসল-ধোয়ামোছার সুবিধা প্রদান করবেন যাতে বিপদের সাথে সংস্পর্শের পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক পদার্থের বিস্তার রোধের প্রয়োজনীতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি পালনের মান পূরণে শ্রমিকরা সক্ষম হয়।

১৮.৩.২. স্যানিটারী ও গোসল-ধোয়ামোছার সুবিধা সহজগম্য হতে হবে, তবে এগুলো এমন স্থানে অবস্থিত হতে হবে যাতে এগুলো নিজেরাই কর্মস্থল থেকে সৃষ্ট দূষণের সংস্পর্শে না আসে। কি ধরনের সুবিধা প্রদান করতে হবে তা নির্ভর করবে বিপদের সাথে সংস্পর্শের প্রকৃতি ও মাত্রার উপর। যেখানে শ্রমিকরা বিষাক্ত, সংক্রামক বা অস্বস্তিকর পদার্থ, কিংবা তেল, গ্রীজ বা ধূলিকণা হেতু ত্বক দূষণের সংস্পর্শে আসবে সেখানে পর্যাপ্তসংখ্যক যথোপযুক্ত স্যানিটারী ও গোসল-ধোয়ামোছার সুবিধা বা শাওয়ার থাকতে হবে।

১৮.৪. পোশাক বদলানোর ঘর

১৮.৪.১. শ্রমিকদের জন্য সহজগম্য স্থানে পোশাক বদলানোর ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে:

(ক) যেখানে ভেজা কাপড় শুকানোর যথোপযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে এবং তা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না; এবং

(খ) পোশাক ঝুলিয়ে রাখার জন্য, যেখানে দূষণ এড়াতে প্রয়োজন সেখানে, স্বাভাবিক পোশাক ও কাজের পোশাক রাখার আলাদা আলাদা লকারসহ।

১৮.৪.২. উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্ধারিত শর্তাবলী অনুসারে, পোশাক বদলানোর ঘর ও লকার জীবাণুমুক্ত করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৮.৫. আশ্রয়কেন্দ্র এবং খাবার গ্রহণের স্থান

১৮.৫.১. প্রতিকূল আহাওয়া থেকে সুরক্ষা এবং গোসল-ধোয়ামোছা, খাবার গ্রহণ এবং কাপড় শুকানো ও তুলে রাখার জন্য কাজের সাইটে বা কাজের সাইট থেকে সহজগম্য স্থানে আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৮.৫.২. উপযুক্ত ক্ষেত্রে, জাহাজভাঙ্গা স্থাপনায় বা তার কাছাকাছি স্থানে খাদ্য ও পানীয় ফুটানো, গরম করা, রাখা বা তৈরি করার জন্য পর্যাপ্ত সুবিধা প্রদান করতে হবে।

১৮.৫.৩. স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক পদার্থ মুখ দিয়ে শরীরে প্রবেশের ঝুঁকি কমানোর উদ্দেশ্যে, যেসব কাজের এলাকায় স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক পদার্থের সংস্পর্শ

প্রতিরোধে কেবলমাত্র শ্রমিকের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) পরিধানের মাধ্যমে বিপদের সংস্পর্শ পর্যাপ্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেখানে এবং অন্য যেসব এলাকায় এরূপ পদার্থ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে নিয়োগকর্তাগণ খাওয়া, চিবানো, পানীয় গ্রহণ বা ধূমপান নিষিদ্ধ করবেন।

১৮.৫.৪. যেখানে কাজের এলাকায় খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন সেখানে কাজের এলাকা থেকে সহজগম্য দূষণমুক্ত এলাকায় এর জন্য উপযুক্ত সুবিধা প্রদান করতে হবে।

১৮.৬. বাসস্থান

১৮.৬.১. যেখানে শ্রমিকদের বাড়ি থেকে জাহাজভাঙ্গা স্থাপনা দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত, শ্রমিকদের বাড়ি ও স্থাপনার মধ্যে পরিবহন ব্যবস্থা নেই অথবা অন্য উপযোগী বাসস্থান নেই সেখানে শ্রমিকদের জন্য যথোপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৮.৬.২. যথোচিত হলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এরূপ বাসস্থানের যোগদানদাতা সংস্থা বা সংস্থাসমূহকে চিহ্নিত করবে এবং বাসস্থানের নির্মাণ উপকরণ, ন্যূনতম আকার, নকশা এবং রান্না, গোসল-ধোয়ামোছা, ভান্ডারকক্ষ, পানি সরবরাহ ও স্যানিটারী সুবিধাসহ বাসস্থানের ন্যূনতম মান নির্ধারণ করে দেবে।

গ্রন্থপঞ্জি

আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) সংক্রান্ত বিষয়সমূহের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত বহুসংখ্যক আন্তর্জাতিক শ্রম কনভেনশন এবং সেসব কনভেনশনের সাথে যুক্ত সুপারিশসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে। সম্মেলনে জাহাজভাঙ্গা কাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অনেক আচরণবিধি ও কারিগরি প্রকাশনা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের অধিকাংশ দিক সম্পর্কিত সংজ্ঞা, মূলনীতি, বাধ্যবাধকতা, কর্তব্য ও অধিকার এবং সেই সাথে কারিগরি নির্দেশনা, যেগুলোতে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ১৭৭টি সদস্য-রাষ্ট্রের[১] ত্রিপক্ষীয় প্রতিনিধিদের সর্বসম্মত মতামত প্রতিফলিত হয়েছে।

১. প্রাসঙ্গিক আইএলও কনভেনশন ও সুপারিশসমূহ

১.১. মৌলিক আইএলও কনভেনশন এবং সেগুলোর সাথে যুক্ত সুপারিশসমূহ

আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে কর্মক্ষেত্রের মৌলিক মূলনীতি ও অধিকার সংক্রান্ত আইএলও ঘোষণায় আটটি কনভেনশন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই আটটি কনভেনশনের আওতায় রয়েছে নিম্নোক্ত চারটি ক্ষেত্র:

সংঘবদ্ধ হবার স্বাধীনতা

- Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No.87) [সংঘবদ্ধ হবার স্বাধীনতা এবং সংগঠন করার অধিকার সুরক্ষা কনভেনশন, ১৯৪৮ (নং ৮৭)]

- Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) [সংগঠন করার অধিকার এবং যৌথ দরকষাকষি কনভেনশন, ১৯৪৯ (নং ৯৮)]

---

[১] অক্টোবর ২০০৩ এর-হিসাব অনুযায়ী

জবরদস্তিমূলক শ্রম নিরসন

- Forced Labour Convention, 1930 (No.29) [জবরদস্তিমূলক শ্রম কনভেনশন, ১৯৩০ (নং ২৯)]
- Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) [জবরদস্তিমূলক শ্রম বিলোপসাধন কনভেনশন, ১৯৫৭ (নং ১০৫)]

শিশুশ্রম বিলোপকরণ

- Minimum Age Convention (No. 138) and Recommendation (No. 146), 1973 [ন্যূনতম বয়স কনভেনশন (নং ১৩৮) এবং সুপারিশ (নং ১৪৬), ১৯৭৩]
- Worst Forms of Child Labour Convention (No. 182) and Recommendation (No. 190), 1999 [সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম কনভেনশন (নং ১৮২) এবং সুপারিশ (নং ১৯০১), ১৯৯৯]

বৈষম্য দূরীকরণ

- Discrimination (Employment and Occupation) Convention (No. 111) and Recommendation (No. 111), 1958) [বৈষম্য (চাকুরি ও পেশা) কনভেনশন (নং ১১১) এবং সুপারিশ (নং ১১১), ১৯৫৮]
- Equal Remuneration Convention (No.100) and Recommendation (No. 90), 1951 [সমান পারিশ্রমিক কনভেনশন (নং ১০০) এবং সুপারিশ (নং ৯০), ১৯৫১]

১.২. পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য এবং কাজের পরিস্থিতি সংক্রান্ত কনভেনশনসমূহ ও সুপারিশমালা

- Radiation Protection Convention (No.115) and Recommendation (No. 114), 1960 [বিকিরণ সুরক্ষা কনভেনশন (নং ১১৫) এবং সুপারিশ (নং১১৪), ১৯৬০]

- Reduction of Hours of Work Recommendation, 1962 (No. 116) [কাজের সময় হ্রাসকরণ সুপারিশ ১৯৬২ (নং১১৬)]
- Guarding of Machinery Convention (No.119)and Recommendation (No. 118), 1963 [কলকব্জা সুরক্ষা কনভেনশন (নং ১১৯) এবং সুপারিশ (নং ১১৮), ১৯৬৩]
- Employment Injury Benefits Convention (No.121) and Recommendation (No. 121), 1964 [চাকুরি জনিত জখমের জন্য সুবিধা কনভেনশন (নং ১২১) এবং সুপারিশ (নং ১২১), ১৯৬৪]
- Maximum Weight Convention (No.127) and Recommendation (No. 128), 1967 [সর্বোচ্চ ওজন কনভেনশন (নং ১২৭) এবং সুপারিশ (নং ১২৮), ১৯৬৭]
- Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135) [শ্রমিক প্রতিনিধি কনভেনশন, ১৯৭১ (নং ১৩৫)]
- Benzene Convention (No. 136) and Recommendation (No 144), 1971 [বেনজিন কনভেনশন (নং ১৩৬) এবং সুপারিশ (নং ১৪৪), ১৯৭১]
- Occupational Cancer Convention (No.139) and Recommendation (No.147), 1974 [পেশাগত ক্যানসার কনভেনশন (নং ১৩৯) এবং সুপারিশ (নং ১৪৭), ১৯৭৪]
- Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Convention (No.148) and Recommendation (No. 156), 1977 [কাজের পরিবেশ (বায়ুদূষণ, উচ্চশব্দ ও কম্পন) কনভেনশন (নং ১৪৮) এবং সুপারিশ (নং ১৫৬), ১৯৭৭]
- Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention (No. 152) and Recommendation (No. 160), 1979 [পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ডকের কাজ) কনভেনশন (নং ১৫২) এবং সুপারিশ (নং ১৬০), ১৯৭৯]

- Occupational Safety and Health Convention (No. 155) and Recommendation (No. 164), 1981 [পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কনভেনশন (নং ১৫৫) এবং সুপারিশ (নং ১৬৪), ১৯৮১]
- Protocol of 2002 (recording and notification of occupational accidents and diseases) to the Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) [পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কনভেনশন, ১৯৮১ (নং ১৫৫)-এর প্রোটোকল (পেশাগত দুর্ঘটনা ও রোগব্যাধি লিপিবদ্ধকরণ ও প্রজ্ঞাপন) ২০০২]
- Occupational Health Services Convention (No.161) and Recommendation (No. 171), 1985 [পেশাগত স্বাস্থ্যসেবা কনভেনশন (নং ১৬১) এবং সুপারিশ (নং ১৭১), ১৯৮৫]
- Asbestos Convention (No. 162) and Recommendation (No. 172), 1986 [অ্যাসবেস্টস কনভেনশন (নং ১৬২) এবং সুপারিশ (নং ১৭২), ১৯৮৬]
- Chemicals Convention (No. 170) and Recommendation (No. 177), 1990 [রাসায়নিক পদার্থ কনভেনশন (নং ১৭০) এবং সুপারিশ (নং ১৭৭), ১৯৯০]
- Night Work Convention (No. 171) and Recommendation (No. 178), 1990 [নৈশকালীন কাজ কনভেনশন (নং ১৭১) এবং সুপারিশ (নং ১৭৮), ১৯৯০]
- Prevention of Major Industrial Accidents Convention (No.174) and Recommendation (No. 181), 1993 [বড় ধরনের শিল্প-দুর্ঘটনা প্রতিরোধ কনভেনশন (নং ১৭৪) এবং সুপারিশ (নং ১৮১), ১৯৯৩]
- Maternity Protection Convention (No.183) and Recommendation (No. 191), 2000 [মাতৃত্ব সুরক্ষা কনভেনশন (নং ১৮৩) এবং সুপারিশ (নং ১৯১), ২০০০]
- List of Occupational Diseases Recommendation, 2002 (No. 194) [পেশাগত রোগব্যাধির তালিকা সংক্রান্ত সুপারিশ, ২০০২ (নং ১৯৪)]

২. জাহাজভাঙ্গা কাজের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ও প্রযোজ্য বিধানাবলী সম্বলিত নির্বাচিত আইএলও আচরণবিধিসমূহ

- *Safety and health in shipbuilding and ship repairing, 1974 (জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ মেরামত কাজে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য, ১৯৭৪)*
- *Protection of workers against noise and vibration in the working environment, 1977 (কাজের পরিবেশে উচ্চশব্দ ও কম্পন থেকে শ্রমিকদের সুরক্ষা, ১৯৭৭)*
- *Occupational safety and health in the iron and steel industry,1983 (লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য, ১৯৮৩)*
- *Safety in the use of asbestos, 1984 (অ্যাসবেস্টস ব্যবহারে নিরাপত্তা, ১৯৮৪)*
- *Safety, health and working conditions in the transfer of technology to developing countries, 1988 (উন্নয়নশীল দেশে প্রযুক্তি স্থানান্তরের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কাজের পরিবেশ, ১৯৮৮)*
- *Prevention of major industrial accidents,1991 (বড় ধরনের শিল্প-দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, ১৯৯১)*
- *Safety in the use of chemicals at work, 1993 (কর্মস্থলে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারে নিরাপত্তা, ১৯৯৩)*
- *Accident prevention on board ship at sea and in port* (2nd edition), *1996 [সমুদ্র ও বন্দরে থাকা জাহাজে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ* (২য় সংস্করণ), *১৯৯৬]*
- *Management of alcohol- and drug-related issues in the workplace, 1996 (কর্মস্থলে মদ- ও মাদক-সংশ্লিষ্ট সমস্যা ব্যবস্থাপনা, ১৯৯৬)*
- *Recording and notification of occupational accidents and diseases, 1996 (পেশাগত দুর্ঘটনা ও রোগব্যাধি লিপিবদ্ধকরণ ও প্রজ্ঞাপন, ১৯৯৬)*
- *Protection of workers' personal data, 1997 (শ্রমিকদের ব্যক্তিগত উপাত্তের সুরক্ষা, ১৯৯৭)*

- *Safety and health in dock work, 1977 (ডকের কাজে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য, ১৯৭৭)*
- *Ambient factors in the workplace, 2001(কর্মস্থলে পারিপার্শ্বিক উপাদান, ২০০১)*
- *Safety in the use of synthetic vitreous fibre insulation wools (glass wool,rock wool, slag wool), 2001 [কৃত্রিম কাচীয় আঁশ অপরিবাহী পশম (কাচের পশম, পাথুরে পশম, বর্জ্য পশম) ব্যবহারে নিরাপত্তা, ২০০১]*
- *HIV/AIDS and the world of work, 2001(এইচআইভি/এইড্‌স ও কর্মজগত, ২০০১)*
- *Safety and health in the non-ferrous metals industries, 2003 [লৌহ-বহির্ভূত ধাতু শিল্পে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য, ২০০৩]*

৩. প্রাসঙ্গিক প্রকাশনা

Det Norske Veritas. 2000. *Decommissioning Guidelines: The GUIDEC approach (বিযুক্তকরণ গাইডলাইনস: GUIDEC কৌশল)*, DNV Report No. 2000-3156 (Oslo).

– . 2000. *Third party environmental verification: Ship decommissioning (তৃতীয় পক্ষ দ্বারা পরিবেশ বিষয়ক যাচাই: জাহাজভাঙ্গার কাজ) (ENVER)*, DNV Report No. 2000-3157(Oslo).

– . 2001. *Technological and economic feasibility study of ship scrapping in Europe (ইউরোপে জাহাজভাঙ্গা কাজের প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা)*, DNV Report No.2000-3527 (Brussels, European Commission).

Environment Canada. 1998. *Cleanup standards for ocean disposal* of vessels *(মহাসমুদ্রে জাহাজ নিষ্কাশনের জন্য পরিচ্ছন্নকরণ মান)*, Environmental Protection Branch, Pacific and Yukon Region (Quebec).

– . *1998. Cleanup Guidelines for ocean disposal of vessels* (মহাসমুদ্রে জাহাজ নিষ্কাশনের জন্য পরিচ্ছন্নকরণ মান), Environmental Protection Branch, Pacific and Yukon Region (Quebec).

International Labour Office (ILO). 1990. *Inspection of labour conditions on board ship: Guidelines for procedure (জাহাজে শ্রম পরিস্থিতি পরিদর্শন: কার্যপ্রণালী সম্পর্কিত গাইডলাইনস)* (Geneva).

– . 1998. *Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up (কর্মস্থলে মৌলিক নীতি ও অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা ও তার অনুসরণী)*, adopted by the International Labour Conference at its 86th Session (Geneva).

– . *1998. Encyclopaedia of occupational health and safety,* 4th edition, four-volume print version and CD-ROM (Geneva). [পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক বিশ্বকোষ, ৪র্থ সংস্করণ, চার খন্ড মুদ্রিত সংস্করণ এবং সিডি-রম (জেনেভা)]

– . 1998. *Technical and ethical guidelines for workers' health suveillance,* Occupational Safety and Health series, No. 72 (Geneva). *[শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণের জন্য কারিগরি ও নৈতিক গাইডলাইনস,* পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সিরিজ, নং ৭২ (জেনেভা)]

– . 2001. *Guidelines on occupational safety and health management systems,* ILO-OSH 2001 (Geneva). [পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কিত গাইডলাইনস, আইএলও-ওএসএইচ ২০০১ (জেনেভা)]

International Maritime Organisation (IMO). 2003. IMO *Guidelines on ship recycling,* resolution A. 962 (23), IMO Assembly, adopted 5 December (agenda item 19) (London). [আন্তর্জাতিক সমুদ্র বিষয়ক সংস্থা (আইএমও)।

২০০৩। আইএমও-র জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ গাইডলাইনস, সিদ্ধান্ত এ। ৯৬২ (২৩), আইএমও এ্যাসেমব্লী, ৫ ডিসেম্বরে গৃহীত (এজেন্ডা আইটেম নং ১৯) (লন্ডন)]

International Chamber of Shipping (ICS). 2001. *Industry code of practice on ship recycling* (London). [আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচল চেম্বার (আইসিএস)। ২০০১। জাহাজ পুনঃপক্রিয়াজাতকরণ শিল্প আচরণবিধি (লন্ডন)]।

– . 2001. *Inventory of potentially hazardous materials on board* (London). *[জাহাজে থাকা সম্ভাব্য বিপজ্জনক বস্তুসমূহের ইনভেন্টরি* (লন্ডন)।]

The London Convention 1972 and Protocol 1996: *Specific Guidelines for assessment of vessels,* Scientific Group, Report LC/SG 24/11, Annex 6, 22nd Consultative Meeting of Contracting Parties to the London Convention 1972. (লন্ডন কনভেনশন ১৯৭২ এবং প্রোটোকল ১৯৯৬: *জাহাজ মূল্যায়নের সুনির্দিষ্ট গাইডলাইনস, বৈজ্ঞানিক গ্রুপ,* রিপোর্ট এলসি/এসজি ২৪/১১, সংযোজনী ৬, লন্ডন কনভেনশন ১৯৭২-এর চুক্তিকারী পক্ষসমূহের ২২তম পরামর্শ সভা।)

United Nations Conference on Environment and Development (UNCED). 1992. *Agenda* 21, Chapter 19 (Rio de Janeiro). [জাতিসংঘ পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলন (ইউএনসিইডি)। ১৯৯২। এজেন্ডা ২১, অধ্যায় ১৯ (রিও ডি জেনিরো)]

United Nations Environment Programme (UNEP)/United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Joint Environment Unit. 2002. *Guidelines for the development of a national environmental contingency plan* (Geneva). [জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি)/জাতিসংঘ মানবিক কার্যক্রম সমন্বয় দপ্তর (ওসিএইচএ), যুগ্ম পরিবেশ ইউনিট। ২০০২। জাতীয় পরিবেশ বিষয়ক সম্ভাব্য পরিকল্পনা প্রণয়ন গাইডলাইনস (জেনেভা)।]

- 2003. *Technical Guidelines for the environmentally sound management of the full and partial dismantling of ships,* Basel Convention Series/SBC No. 2003/2 (Geneva). [পূর্ণ ও আংশিক জাহাজ বিচ্ছিন্নকরণের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কারিগরি গাইডলাইনস, বাসেল কনভেনশন সিরিজ/এসবিসি নং ২০০৩/২ (জেনেভা)।]

United States Environmental Protection Agency (US EPA). 2000. *A Guide for ship scrappers: Tips for regulatory compliance,* Office of Enforcement and Compliance Assurance, EPA 315-B-00-001 (Geneva). [যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থা (ইউএসইপিএ)।২০০০। জাহাজভাঙ্গার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য গাইড: নিয়ন্ত্রণমূলক শর্তপালনের জন্য পরামর্শ, প্রয়োগ ও শর্তপালন নিশ্চিতকরণ দপ্তর, ইপিএ ৩১৫-বি-০০-০০১ (জেনেভা)]

World Health Organisation (WHO). 1999. *Hazard prevention and control in the working environment: Airborne dust,* Occupational and Environmental Health Series (Geneva). [বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউ এইচও)।১৯৯৯। কাজের পরিবেশে বিপদ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ: বায়ুবাহিত ধূলিকণা, পেশাগত ও পরিবেশগত স্বাস্থ্য সিরিজ (জেনেভা)।]

৪. ইন্টারনেটভুক্ত রাসায়নিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র

ILO InFocus Programme on Safety, Health and Environment (SafeWork) www.ilo.org/safework [আইএলও-র নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ (নিরাপদ কাজ) সংক্রান্ত ইনফোকাস কর্মসূচি www.ilo.org/safework]

ILO Internatonal Occupational Safety and Health Information Centre (CIS) www.ilo.org/cis [আইএলও-র আন্তর্জাতিক পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য তথ্যকেন্দ্র (সিআইএস) www.ilo.org/cis]

IPCS International Chemical Safety Cards www.who.int/ipcs and at CIS web site: www.ilo.org/public/english/protection/ safework/cis/ products/ icsc/ index.htm (আইপিসিএস প্রণীত আর্ন্তজাতিক রাসায়নিক নিরাপত্তা

কার্ড www.who.int/ipcs এবং সিআইএস-এর ওয়েবসাইট: www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/index.htm)

Inter-Organization Program for Sound Management of Chemicals (IOMC) www.who.int/iomc [আন্তঃসংস্থা রাসায়নিক পদার্থের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (আইওএমসি) www.who.int/iomc]

Intergovernmental Forum on Chemical Safety (IFCS) www.who.int/ifcs [আন্তঃসরকার রাসায়নিক নিরাপত্তা ফোরাম (আইএফসিএস) www.who.int/ifcs]

Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods (TDG) and on the Globally Harmonized System of the Classification and Labelling (GHS) www.unece.org/trans/danger [বিপজ্জনক পণ্য পরিবহন (টিডিজি) এবং বিশ্ব সমন্বিত শ্রেণীবিন্যাসকরণ ও লেবেলিং পদ্ধতি (জিএইচএস) সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি www.unece.org/trans/danger]

Organisation for Economic Co-operation and Development OECD www.oecd.org/ehs [অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা (ওইসিডি) www.oecd.org/ehs]

সংযোজনী ১

শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ (আইএলও-র Technical and ethical guidelines for workers' health survillance, 1998 [শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণের জন্য কারিগরি ও নৈতিক গাইডলাইনস, ১৯৮৮] থেকে অভিযোজিত)

১. সাধারণ মূলনীতিসমূহ

১.১. উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ সংক্রান্ত আইন ও প্রবিধানসমূহের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করবেন।

১.২. শ্রমিক এবং/অথবা তাদের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনাক্রমে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ পরিচালনা করতে হবে:

(ক) পেশাগত ও কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক ক্ষতি ও রোগব্যাধির প্রাথমিক প্রতিরোধের মূল উদ্দেশ্য নিয়ে;

(খ) নিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতিতে এবং একটি সংগঠিত কাঠামোর আওতায়, যেরূপ জাতীয় আইন ও প্রবিধানে নির্দেশিত হতে পারে সেরূপ এবং Occupational Health Services Convention, 1985 (No.161) and Recommendation, 1985 (No.171) [পেশাগত স্বাস্থ্যসেবা কনভেনশন, ১৯৮৫ (নং ১৬১) এবং সুপারিশ, ১৯৮৫ (নং ১৭১)], এবং আইএলও-র *Technical and ethical guidelines for workers' health surveillance,* Occupational Safety and Health Series No.72 (Geneva, 1998) [শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণের জন্য কারিগরি ও নৈতিক গাইডলাইনস, পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সিরিজ, নং ৭২ (জেনেভা)] অনুসারে।

২. আয়োজন

২.১. বিভিন্ন পর্যায়ে (জাতীয়, শিল্প, প্রতিষ্ঠান) শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ আয়োজনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে:

(ক) সকল কাজ-সংশ্লিষ্ট উপাদানের বিস্তারিত অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা এবং কর্মস্থলে যেসব বিপদ ও ঝুঁকি শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে সেগুলোর প্রকৃতি;

(খ) কাজের জন্য স্বাস্থ্য শর্তাবলী এবং কর্মজীবী জনসংখ্যার স্বাস্থ্যের অবস্থা;
(গ) প্রাসঙ্গিক আইন ও প্রবিধান এবং বিদ্যমান সম্পদ;
(ঘ) এরূপ নিরীক্ষণের কার্যাবলী ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে শ্রমিক ও নিয়োগকর্তাদের সচেতনতা;
(ঙ) নিরীক্ষণ কাজের পরিবেশ পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের বিকল্প নয়, এই বাস্তব সত্য।

২.২. চাহিদা ও বিদ্যমান সম্পদ অনুযায়ী, জাতীয়, শিল্প, প্রতিষ্ঠান এবং/অথবা অন্যান্য যথাযথ পর্যায়ে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ পরিচালনা করতে হবে। জাতীয় আইন ও প্রবিধানে যেরূপ নির্দেশিত হয়েছে সেরূপ, যোগ্যতাসম্পন্ন পেশাগত স্বাস্থ্য পেশাজীবী নিরীক্ষণ পরিচালনা বা তদারকি করবেন, এই শর্তে এই দায়িত্ব পালন করতে পারে:

(ক) বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত পেশাগত স্বাস্থ্যসেবা, যেমন একটি প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত বা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রতিষ্ঠিত;
(খ) পেশাগত স্বাস্থ্য পরামর্শক;
(গ) যে এলাকায় প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত সেখানে বিদ্যমান পেশাগত এবং/অথবা জনস্বাস্থ্য সেবা সুবিধা;
(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান;
(ঙ) শ্রমিক-পরিচালিত কেন্দ্র;
(চ) চুক্তিবদ্ধ পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত অন্যান্য সংস্থা;
(ছ) উপরোক্তগুলোর কয়েকটির সমষ্টি।

২.৩ একটি সার্বিক শ্রমিক স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ ব্যবস্থার দায়িত্বের মধ্যে নিম্নোক্ত কাজগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

(ক) ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বাস্থ্য মূল্যায়ন, পেশাগত জখম ও রোগব্যাধি লিপিবদ্ধকরণ ও প্রজ্ঞাপন, পর্যবেক্ষণ-ভিত্তিক ঘটনা প্রজ্ঞাপন (sentinel event notification), জরিপ, অনুসন্ধান এবং পরিদর্শন;
(খ) বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বৈশিষ্ট্য ও অভীষ্ট ব্যবহার অনুসারে তার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন;

(গ) নিম্নোক্তগুলোসহ পদক্ষেপ ও অনুসরণী (follow-up) নির্ধারণ:

(১) স্বাস্থ্যনীতি এবং পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কার্যক্রম সম্পর্কে নির্দেশনা;

(২) আগাম সতর্কীকরণ সামর্থ্য, যাতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, নিয়োগকর্তা, শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধি, পেশাগত স্বাস্থ্য পেশাজীবী এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান বা আশু পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সমস্যার ব্যাপারে সাবধান হতে পারে।

৩. মূল্যায়ন (assessment)

৩.১. শ্রমিকদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য মূল্যায়নের সর্বাধিক ব্যবহৃত পন্থা হিসাবে ডাক্তারি পরীক্ষা ও পরামর্শকে, তা স্ক্রীনিং কার্যক্রমের অংশ হিসাবে হোক কিংবা যেরূপ-প্রয়োজন-সেরূপ ভিত্তিতে হোক, নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ করতে হবে:

(ক) বিপদ ও ঝুঁকির প্রেক্ষাপটে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য মূল্যায়ন, যেসব শ্রমিকের স্বাস্থ্যগত অবস্থার কারণে সুনির্দিষ্ট সুরক্ষা চাহিদা রয়েছে তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগদানসহ;

(খ) এমন পর্যায়ে প্রি-ক্লিনিক্যাল ও ক্লিনিক্যাল অস্বাভাবিকতা চিহ্নিত করা যখন ব্যক্তির স্বাস্থ্যের জন্য চিকিৎসা উপকার বয়ে আনবে;

(গ) শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের অধিকতর অবনতি প্রতিরোধ;

(ঘ) কর্মস্থলে বিদ্যমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসমূহের কার্যকারিতা মূল্যায়ন;

(ঙ) নিরাপদ কর্ম-পদ্ধতি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা জোরদারকরণ;

(চ) ব্যক্তিগত ঝুঁকিগ্রস্ততা বিবেচনায় রেখে এবং কর্মস্থলের সাথে শ্রমিকদের খাপ খাইয়ে নেয়ার প্রতি যথোচিত মনোযোগ দিয়ে, প্রত্যেক ধরনের কাজের জন্য শারীরিক উপযুক্ততা মূল্যায়ন;

৩.২. যেখানে যথাযথ সেখানে, নিয়োগদান বা দায়িত্ব বণ্টনের পূর্বে বা অব্যবহিত পরে দায়িত্ব বণ্টন-পূর্ব ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে:

(ক) [যে পরীক্ষায়] ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য নিরীক্ষণে ভিত্তিরেখা (baseline) হিসাবে ব্যবহার করার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে হবে;

(খ) [যে পরীক্ষাকে] কাজের ধরন, পেশাগত শারীরিক উপযুক্ততা মানদন্ড (vocational fitness criteria) ও কর্মস্থলের বিপদের উপযোগী হতে হবে।

৩.৩. চাকুরিকালীন সময়ে, জাতীয় আইন ও প্রবিধানে যেরূপ নির্দেশিত হয়েছে সেরূপ সময় অন্তর অন্তর, ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে এবং তাকে প্রতিষ্ঠানের পেশাগত ঝুঁকিসমূহের উপযোগী হতে হবে। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে পুনরায় ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে:

(ক) স্বাস্থ্যগত কারণে দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর পুনরায় কাজে যোগদানের পর;

(খ) শ্রমিকের অনুরোধে, উদাহরণস্বরূপ, কাজ পাল্টানোর ক্ষেত্রে এবং, বিশেষ করে, স্বাস্থ্যগত কারণে কাজ পাল্টানোর ক্ষেত্রে।

৩.৪. যে ক্ষেত্রে লোকজন বিপদের সংস্পর্শে এসেছে এবং, এর ফলে, দীর্ঘ মেয়াদে তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে সে ক্ষেত্রে, আগেভাগে এসব রোগ নির্ণয় ও তার চিকিৎসা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে চাকুরি-পরবর্তী ডাক্তারি নিরীক্ষণের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.৫. জাতীয় আইন ও প্রবিধান দ্বারা জৈব পরীক্ষা (biological test) ও অন্যান্য ধরনের অনুসন্ধানের নির্দেশ দিতে হবে। এসব পরীক্ষা ও অনুসন্ধান সম্পন্ন করতে হবে শ্রমিকের অবহিত সম্মতি সাপেক্ষে এবং সর্বোচ্চ পেশাগত মান অনুসারে ও ন্যূনতম সম্ভাব্য ঝুঁকি সৃষ্টি করে। এসব পরীক্ষা ও অনুসন্ধান দ্বারা শ্রমিকদের জন্য অনাবশ্যক নতুন বিপদ সৃষ্টি করা চলবে না।

৩.৬. জেনেটিক স্ক্রীনিং নিষিদ্ধ করতে হবে অথবা তা, Protection of workers' personal data (শ্রমিকদের ব্যক্তিগত উপাত্তের সুরক্ষা) শীর্ষক আইএলও আচরণবিধি অনুসারে, জাতীয় আইন দ্বারা সুস্পষ্টভাবে অনুমোদিত ঘটনার (case) ক্ষেত্রে সীমিত রাখতে হবে।

৪. উপাত্তের ব্যবহার ও নথি

৪.১. শ্রমিকদের ব্যক্তিগত ডাক্তারি উপাত্ত:

(ক) Protection of workers' personal data(Geneva, 1997) [শ্রমিকদের ব্যক্তিগত উপাত্তের সুরক্ষা (জেনেভা, ১৯৯৭)] শীর্ষক আইএলও আচরণবিধি অনুসারে, ডাক্তারি গোপনীয়তা রক্ষা করে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে;

(খ) আইএলও-র Technical and ethical guidelines for workers' health surveillance (শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণের জন্য কারিগরি ও নৈতিক গাইডলাইনস) অনুসারে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য (শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণ) সুরক্ষিত রাখার জন্য ব্যবহার করতে হবে।

৪.২. শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণের ফলাফল ও নথি:

(ক) পেশাদার স্বাস্থ্যকর্মীরা সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের নিকট বা তাদের মনোনীত ব্যক্তিদের নিকট সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করবেন;

(খ) অবাঞ্ছিত বৈষম্যের জন্য ব্যবহার করা যাবে না, যার প্রতিকারের ব্যবস্থা জাতীয় আইন ও রেওয়াজে থাকতে হবে;

(গ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অনুরোধ জানালে তার নিকট অথবা নিয়োগকর্তা ও শ্রমিক উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে অন্য কোন পক্ষের নিকট প্রদান করতে হবে, যেখানে তা পেশাগত শারীরিক ক্ষতি ও রোগব্যাধি চিহ্নিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করতে পারে সেখানে, শ্রমিকদের নাম প্রকাশ না করার শর্তে, যথোপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিসংখ্যান তৈরি ও রোগতাত্ত্বিক গবেষণা পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে;

(ঘ) জাতীয় আইন ও প্রবিধানে নির্দেশিত সময়কালের জন্য এবং শর্তাবলী অনুসারে সংরক্ষণ করতে হবে, যেসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে সেগুলোর ক্ষেত্রে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণের নথি নিরাপদে রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার যথোপযুক্ত ব্যবস্থাসহ।

সংযোজনী ২

কাজের পরিবেশ নিরীক্ষণ

(Occupational Health Services Recommendation, 1985 (No. 171) [পেশাগত স্বাস্থ্যসেবা সুপারিশ, ১৯৮৫ (নং ১৭১)] মোতাবেক)

১. কাজের পরিবেশ নিরীক্ষণের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে:

(ক) যেসব বিপদ ও ঝুঁকি শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে সেগুলো চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করা;

(খ) যেসব পেশাগত স্বাস্থ্যবিধি পালন পরিস্থিতি এবং কর্ম-সংগঠনভুক্ত উপাদান শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি বিপদ ও ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে সেগুলো নিরূপণ করা;

(গ) সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) মূল্যায়ন করা;

(ঘ) যেখানে যথাযথ সেখানে, কার্যকর ও সাধারণভাবে স্বীকৃত পরিবীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে শ্রমিকদের বিপজ্জনক ঘটকের সংস্পর্শ মূল্যায়ন করা;

(ঙ) সংস্পর্শ নিরসন বা হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রণীত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মূল্যায়ন করা।

২. এ ধরনের নিরীক্ষণ পরিচালনা করতে হবে প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কারিগরি সেবার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং প্রতিষ্ঠান এবং/অথবা, যেখানে রয়েছে সেখানে, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কমিটিভুক্ত শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধিদের সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে।

৩. জাতীয় আইন ও রেওয়াজ অনুসারে, কাজের পরিবেশ নিরীক্ষণ থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং তা নিয়োগকর্তা, সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষণভুক্ত শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধি বা, যেখানে রয়েছে সেখানে, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কমিটিকে প্রদান করতে হবে।

৪. এসব উপাত্ত গোপনীয়তার ভিত্তিতে এবং কেবলমাত্র শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ এবং নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণে নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য ব্যবহার করতে হবে ।

৫. উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের এসব উপাত্ত জানার অধিকার থাকবে। শুধুমাত্র নিয়োগকর্তা এবং নিরীক্ষণভুক্ত শ্রমিক বা তাদের প্রতিনিধিদের বা, যেখানে রয়েছে সেখানে, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কমিটির সম্মতিক্রমে এসব উপাত্ত অন্যদেরকে জানানো যেতে পারে।

৬. কাজের পরিবেশ নিরীক্ষণের অংশ হিসাবে, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, কর্মস্থলের পরিবেশগত স্বাস্থ্য পরিস্থিতি এবং কাজের পরিস্থিতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে কাজের পরিবেশে থাকা এমন উপাদানসমূহ পরীক্ষা করার জন্য পেশাগত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্মচারীদের যেরূপ প্রয়োজন হতে পারে সেরূপ পরিদর্শনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৭. প্রত্যেক নিয়োগকর্তার নিয়োগাধীনে থাকা শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি তার যে দায়িত্ব রয়েছে তা ক্ষুণ্ন না করে, এবং পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে শ্রমিকদের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার প্রতি যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে, পেশাগত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্মচারীরা নিম্নোক্ত কাজসমূহের মধ্যে সেগুলো সম্পন্ন করবেন যেগুলো প্রতিষ্ঠানটির পেশাগত ঝুঁকির ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ও যথাযথ:

(ক) যখন প্রয়োজন তখন, শ্রমিকদের বিপদ ও ঝুঁকির সংস্পর্শ পরিবীক্ষণ করা ;

(খ) শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের উপর প্রযুক্তি ব্যবহারের সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করা;

(গ) পেশাগত বিপদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও পরামর্শ প্রদান করা;

(ঘ) কাজের সাথে শ্রমিকদের অধিকতর খাপ খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে, কাজ বিশ্লেষণে এবং কর্ম-সংগঠন ও কর্ম-পদ্ধতি যাচাই সমীক্ষায় অন্যদের সাথে কাজ করা;

(ঙ) পেশাগত দুর্ঘটনা ও পেশাগত রোগব্যাধি বিশ্লেষণে এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা;

(চ) নিয়োগকর্তা প্রদান করে থাকলে, শ্রমিকদের স্যানিটারী স্থাপনা এবং অন্যান্য সুবিধা যেমন খাবার পানি, ক্যান্টিন, বাসস্থান তদারকি করা।

৮. যেখানে যথাযথ সেখানে, নিয়োগকর্তা, শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধিদেরকে অবহিতকরণপূর্বক, পেশাগত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্মচারীদের:

(ক) সব কর্মস্থলে এবং শ্রমিকদের জন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত স্থাপনাসমূহে অবাধ প্রবেশাধিকার থাকবে;

(খ) যেসব প্রক্রিয়া, পারফরমেন্স মান, পণ্য, উপকরণ ও পদার্থ ব্যবহার করা হয়েছে বা হচ্ছে বা করা হবে বলে ভাবা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে তথ্য জানার অধিকার থাকবে। তবে তা এ শর্তে যে, তারা শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কহীন যেসব গোপন তথ্য জানবেন সে সম্পর্কে গোপনীয়তা রক্ষা করবেন;

(গ) বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বা হ্যান্ডলিংকৃত পণ্য, উপকরণ ও পদার্থসমূহের নমুনা সংগ্রহ করার সক্ষমতা থাকতে হবে।

৯. কাজের প্রক্রিয়ায় বা পরিস্থিতিতে যে ধরনের পরিবর্তন শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে সেগুলোতে সে ধরনের পরিবর্তন আনতে চাইলে সে ব্যাপারে পেশাগত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্মচারীদের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

সংযোজনী ৩

পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা (আইএলও-র Guidelines on occupational safety and health management systems, ILO -OSH 2001 [পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কিত গাইডলাইনস, আইএলও-ওএসএইচ ২০০১] থেকে অভিযোজিত)

১. সূচনা

১.১. বিপদ ও ঝুঁকি হ্রাস এবং উৎপাদনশীলতা উভয় ক্ষেত্রেই, প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের ইতিবাচক প্রভাব এখন আন্তর্জাতিকভাবে সরকার, নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের দ্বারা স্বীকৃত। জাহাজভাঙ্গা শিল্পে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য এবং উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে উন্নতি অর্জনের জন্য এ ধরনের পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে যে পারস্পরিক সুবিধা পাওয়া যায় তা উপেক্ষা করা সমীচীন নয়।

১.২. যদিও ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে জাহাজভাঙ্গা স্থাপনা-ভিত্তিক এবং এর কর্মকান্ডের আকার ও প্রকৃতির উপযোগী হতে হবে, আইএলও-ওএসএইচ ২০০১ নীতিমালার বহু উপাদানই সাধারণ (generic) এবং তাই এ ধরনের পদ্ধতি বাস্তবায়নে অন্যান্য শিল্পখাত থেকে সহায়তা নিতে হবে, যা পাওয়া কঠিন হবার কথা নয়। জাহাজভাঙ্গার কাজে জাতীয় ও স্থাপনা পর্যায়ে ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রণয়ন ও তার প্রয়োগ পরিচালিত হতে হবে আইএলও-র Guidelines on occupational safety and health management systems, ILO -OSH 2001 (পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কিত গাইডলাইনস, আইএলও-ওএসএইচ ২০০১) অনুসারে।

১.৩. উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ:

(ক) জাহাজভাঙ্গা স্থাপনার সার্বিক ব্যবস্থাপনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসমূহের বাস্তবায়ন ও সমন্বিতকরণ উৎসাহিত করবে;

(খ) জাতীয় পরিস্থিতি ও রেওয়াজ বিবেচনায় রেখে, আইএলও-র Guidelines on occupational safety and health management systems, ILO-OSH 2001

(পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কিত গাইডলাইনস, আইএলও-ওএসএইচ ২০০১)-এর ভিত্তিতে প্রণীত ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অথবা আইএলও-ওএসএইচ ২০০১-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অন্য কোন নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির স্বেচ্ছামূলক (voluntary) প্রয়োগ ও পদ্ধতিগত বাস্তবায়ন সম্পর্কিত জাতীয় গাইডলাইনসমূহ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করবে;

(গ) অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জাহাজভাঙ্গা স্থাপনার ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট (অভিযোজিত) নীতিমালা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করাকে উৎসাহিত করবে;

(ঘ) স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীসহ শ্রম পরিদর্শন বিভাগ, ওএসএইচ সেবা এবং ওএসএইচ নিয়ে কাজ করে এমন অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সেবা, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা ও কারিগরি নির্দেশনা প্রদান করবে;

(ঙ) ওএসএইচ নীতির অধীনে নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের আইনগত বাধ্যবাধকতাসমূহ পালনে সহায়তা করতে তাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করবে;

(চ) যখনই একটি প্রকল্পের কাজে দুই বা ততোধিক স্থাপনা নিয়োজিত হবে তখন নিয়োগকর্তাদের মধ্যে সহযোগিতা নিশ্চিত করবে;

(ছ) যতক্ষণ না শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিপদগ্রস্ত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত, নিয়োগকর্তার ব্যবসার ক্ষতি করতে পারে এমন গোপনীয় তথ্য সুরক্ষিত রাখার আবশ্যকতাকে স্বীকৃতি দেবে।

১.৪. ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে, নিয়োগকর্তাগণ:

(ক) তাদের স্থাপনার সার্বিক ব্যবস্থাপনা নীতির অংশ হিসাবে নিজ নিজ ওএসএইচ নীতি, কার্যক্রম এবং নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা লিখিত আকারে উপস্থাপন করবেন;

(খ) নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন দায়িত্ব, জবাবদিহিতা ও কর্তৃত্ব স্তর নির্ণয় করবেন এবং, যেরূপ যথাযথ সেরূপ, এগুলো তাদের শ্রমিক, দর্শনার্থী বা স্থাপনায় কর্মরত অন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবহিত করবেন;

(গ) ওএসএইচ নীতি বাস্তবায়নে শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধিদের পূর্ণ অংশগ্রহণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন;

(ঘ) সকলের জন্য প্রয়োজনীয় ওএসএইচ সামর্থ্য শর্তাবলী এবং সে অনুসারে ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ চাহিদা উভয়ই নিরূপণ করবেন;

(ঙ) বিপজ্জনক পারিপার্শ্বিক উপাদান থেকে নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখার জন্য শ্রমিকরা বোঝে এমন উপায়ে ও ভাষায় তাদের যথেষ্ট তথ্য পাওয়া নিশ্চিত করবেন;

(চ) যথাযথ নথিভুক্তকরণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবেন ও বহাল রাখবেন;

(ছ) কর্মস্থলে বিদ্যমান বিপদসমূহ চিহ্নিত করবেন এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি সুনির্দিষ্ট ঝুঁকিসমূহ নিরূপণ করবেন;

(জ) জরুরি পরিস্থিতি প্রতিরোধ, প্রস্তুতি ও মোকাবিলার আয়োজনসহ বিপদ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবেন;

(ঝ) ক্রয় ও লিজ স্পেসিফিকেশন-এর ক্ষেত্রে এবং সাইটে কর্মরত ঠিকাদারদের জন্য ওএসএইচ শর্তাবলী পালন নিশ্চিত করতে কার্যপ্রণালী প্রতিষ্ঠা করবেন;

(ঞ) কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক ক্ষতি ও রোগব্যাধি অনুসন্ধানের ফলাফল, ওএসএইচ শর্তপালন নিরীক্ষা (OSH compliance audit) এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃক সম্পন্নকৃত ওএসএইচ পর্যালোচনাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে, ওএসএইচ পারফরমেন্স পরিবীক্ষণ, পরিমাপ ও লিপিবদ্ধকরণ কার্যপ্রণালী প্রণয়ন, প্রতিষ্ঠা ও পর্যালোচনা করবেন;

(ট) প্রতিরোধমূলক ও সংশোধনমূলক পদক্ষেপ এবং অব্যাহত উন্নতির সুযোগ চিহ্নিত ও বাস্তবায়ন করবেন।

২. পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নীতি

২.১. নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাকে উচ্চ-অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যবস্থাপনা কাজ হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। নিয়োগকর্তা জাহাজভাঙ্গা স্থাপনার সার্বিক নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি ওএসএইচ নীতি প্রণয়ন করবেন, যা:

(ক) স্থাপনা-ভিত্তিক এবং এর আকার ও কর্মকান্ডের প্রকৃতির উপযোগী হবে;

(খ) ওএসএইচ-কে সার্বিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে এবং ওএসএইচ পারফরমেন্সকে স্থাপনার ব্যবসায়িক পারফরমেন্সের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে স্বীকার করবে।

২.২. ওএসএইচ নীতির মধ্যে, ন্যূনতম হিসাবে, নিম্নোক্ত প্রধান মূলনীতি ও উদ্দেশ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যেগুলোর প্রতি স্থাপনার ব্যবস্থাপনা অঙ্গীকারবদ্ধ:

(ক) ওএসএইচকে সার্বিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে এবং ওএসএইচ পারফরমেন্সকে প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক পারফরমেন্সের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে স্বীকৃতি দান করা;

(খ) কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক ক্ষতি, স্বাস্থ্যহানি, রোগব্যাধি ও অনিরাপদ ঘটনা প্রতিরোধ করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্যের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখা;

(গ) ওএসএইচ সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক জাতীয় আইন ও প্রবিধান, স্বেচ্ছামূলক কার্যক্রম, ওএসএইচ সংক্রান্ত যৌথ চুক্তি এবং অন্যান্য শর্ত যেগুলো প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করেছে বা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হতে পারে সেগুলো মেনে চলা;

(ঘ) ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সকল উপাদান নিয়ে শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করা এবং এগুলোতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য তাদেরকে উৎসাহদান নিশ্চিত করা; এবং

(ঙ) ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির পারফরমেন্সের অব্যাহত উন্নতি সাধন করা।

২.৩. নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নীতির ব্যাপ্তি ও সুনির্দিষ্ট প্রকৃতি কি হবে তা স্পষ্টতই নির্ভর করবে জাহাজভাঙ্গা স্থাপনার আকার ও কার্য-পরিধির ওপর, তবে এতে কতিপয় মূল উপাদান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এগুলো হচ্ছে:

(ক) কর্মচারী নিয়োগ ও তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

(খ) যেসব কর্মচারীকে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করা হবে তাদেরকে চিহ্নিত করা;

(গ) নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কাজের পরিবেশ নিশ্চিতকরণে যন্ত্রপাতি ও উপকরণ যোগান দেয়া;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সাথে, উদাহরণস্বরূপ আইন প্রণেতা, শ্রমিক সংগঠন, সরকারি সেবা যেমন পানি ও বিদ্যুত কর্তৃপক্ষ এবং পরিবেশ সংরক্ষণের দায়িত্ব পালনকারী সংগঠনসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;

(ঙ) নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কমিটি গঠন করা এবং এর কার্যাবলী নির্ধারণ করা;

(চ) আইন ও প্রবিধান অনুসারে বা অন্য কোনভাবে প্রতিষ্ঠানটি যেসব নিরাপত্তা শর্তাবলী গ্রহণ করবে সেগুলো প্রয়োগের কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করা;

(ছ) দুর্ঘটনা, বিপজ্জনক ঘটনা ও পেশাগত রোগব্যাধি রিপোর্ট করার কার্যপ্রণালী;

(জ) কবে এই নীতি পর্যালোচনা করা হবে এবং, যেরূপ প্রয়োজন সেরূপ, সংশোধন করা হবে তার তারিখসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এই নীতি অবহিত করার পন্থা;

(ঝ) জরুরি পরিস্থিতি কার্যপ্রণালী।

৩. শ্রমিকদের অংশগ্রহণ

৩.১. শ্রমিকদের অংশগ্রহণকে স্থাপনার ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির একটি অত্যাবশ্যক উপাদান হতে হবে। নিয়োগকর্তা নিশ্চিত করবেন যাতে জরুরি পরিস্থিতি ব্যবস্থাসমূহসহ, শ্রমিকদের কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল ওএসএইচ বিষয়ে শ্রমিক এবং তাদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করা, সেগুলো তাদেরকে অবহিত করা এবং সেগুলোর উপর তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৩.২. জাতীয় আইন ও রেওয়াজ অনুসারে, নিয়োগকর্তা, যেরূপ যথাযথ সেরূপ, একটি নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কমিটি প্রতিষ্ঠা ও তার কার্যকর দায়িত্ব পালন এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য প্রতিনিধিদের স্বীকৃতি নিশ্চিত করবেন। নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কমিটিতে শ্রমিক বা তাদের প্রতিনিধি, নিয়োগকর্তাদের প্রতিনিধি এবং বাস্তবে সম্ভব হলে একজন পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কমিটি নিয়মিত বৈঠক করবে এবং পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে।

৪. দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা

৪.১. স্থাপনায় শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার সার্বিক দায়িত্ব নিয়োগকর্তার উপর ন্যস্ত থাকবে এবং তিনি স্থাপনার ওএসএইচ কর্মকান্ড ও উদ্যোগে নেতৃত্ব প্রদান করবেন।

৪.২. নিয়োগকর্তা ও উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকগণ কর্মচারীদের মধ্যে ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও তার পারফরমেন্স এবং ওএসএইচ সংক্রান্ত কার্যাবলীর জন্য দায়িত্ব, জবাবদিহিতা ও কর্তৃত্ব বণ্টন করবেন। এসব কাজ তাদের সার্বিক দায়িত্বের অংশ হবে এবং এগুলোকে তদের ব্যবস্থাপনামূলক কর্তব্যের অংশ হিসাবে তাদের কর্তব্য তালিকায় (job description) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কর্মচারীদের কার্যকরভাবে তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত হওয়া এবং প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব ও সম্পদ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪.৩. নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য মান প্রণয়ন, তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিষ্ঠানের আকার ও কাঠামো নির্বিশেষে উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকদের নিয়োগ করতে হবে। তারা হবেন কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী (focal point) যাদের বরাবরে, পেশাগত দুর্ঘটনা ও রোগব্যাধি লিপিবদ্ধকরণ ও প্রজ্ঞাপনসহ, সমস্যাবলী সমাধানের জন্য পাঠাতে হবে।

৪.৪. ব্যবস্থাপক ও সুপারভাইজারগণ:

(ক) স্থাপনার নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নীতি বাস্তবায়ন করবেন, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে নিরাপদ যন্ত্রপাতি, কর্ম-পদ্ধতি ও কর্ম-সংগঠন নির্বাচন করা এবং উচ্চ মাত্রার দক্ষতা বজায় রাখা;

(খ) যেসব কর্মকান্ডের দায়িত্বে থাকবেন সেগুলোতে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি ঝুঁকি ও বিপদ যতদূর সম্ভব নিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনার প্রয়াস চালাবেন;

(গ) নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রবিধান, নীতি, কার্যপ্রণালী ও শর্তাবলী সম্পর্কে শ্রমিক ও ঠিকাদারদের পর্যাপ্ত তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করবেন এবং এই মর্মে নিজেরা সন্তুষ্ট হবেন যে এসব তথ্য বোধগম্য;

(ঘ) তাদের অধস্তনদেরকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে কাজের দায়িত্ব প্রদান করবেন। ব্যবস্থাপক ও সুপারভাইজারগণকে সন্তুষ্ট হতে হবে যে শ্রমিকরা নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য শর্তাবলী অনুধাবন করতে পারছে এবং পালন করছে;

(ঙ) এমনভাবে কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন, আয়োজন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন যাতে দুর্ঘটনার ঝুঁকি এবং যে পরিস্থিতির কারণে শ্রমিকরা জখম বা তাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে সে পরিস্থিতির সাথে তাদের সংস্পর্শ ন্যূনতম মাত্রায় থাকে।

৪.৫. শ্রমিকদের সাথে আলোচনাক্রমে, ব্যবস্থাপক ও সুপারভাইজারগণ নিরাপত্তা শর্তাবলী পালন পরিবীক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকদের জন্য অতিরিক্ত নির্দেশনা, প্রশিক্ষণ বা অধিকতর শিক্ষার চাহিদা নিরূপণ করবেন।

৪.৬. ঠিকাদার ও তাদের শ্রমিকরা পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য শর্তাবলী পালন করছে কিনা তা পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন সুপারভাইজারগণ। শর্ত না পালনের ক্ষেত্রে, সুপারভাইজরগণ সে মোতাবেক ঠিকাদার ও তাদের শ্রমিকদেরকে যথোপযুক্ত নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করবেন।

৪.৭. জাতীয় আইন ও প্রবিধানে অথবা স্থাপনার অভিযোজিত প্রবিধানে যেরূপ নির্দেশিত হয়েছে সেরূপ, শ্রমিকদের অধিকার এবং নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের ব্যাপারে তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়িত্ব সম্পর্কে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে সচেতন করতে হবে।

৪.৮. এ নির্দেশাবলীর উদ্দেশ্য পূরণের জন্য, জাহাজভাঙ্গার কাজে শ্রমিক নিয়োগকারী ঠিকাদারদেরকে নিয়োগকর্তা হিসাবে বিবেচনা করা হবে এবং সে মোতাবেক তাদের জন্য নিয়োগকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সংক্রান্ত বিধানসমূহ প্রযোজ্য হবে।

৪.৯. ঠিকাদার ও শ্রমিক সরবরাহকারী এজেন্টদেরকে:

(ক) যেখানে জাতীয় আইন বা প্রবিধানে নিয়ম করা হয়েছে সেখানে, নিবন্ধিত হতে হবে বা লাইসেন্স নিতে হবে অথবা, যেখানে রয়েছে সেখানে, স্বীকৃত স্বেচ্ছামূলক স্কীমে অংশগ্রহণ করতে হবে;

(খ) নিয়োগকারী পক্ষের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক নীতি ও কৌশলসমূহ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং সেসব নীতি ও কৌশল অনুসারে কাজ করতে হবে এবং সেগুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যবস্থা ও শর্তাবলী পালন করতে এবং তাতে সহযোগিতা করতে হবে।

৪.১০. ঠিকাদারদেরকে নিয়োগের শর্ত, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ, শ্রম পরিদর্শন এবং ওএসএইচ সংক্রান্ত জাতীয় আইন ও প্রবিধানসমূহ মেনে চলতে হবে।

৫. সামর্থ্য ও প্রশিক্ষণ

৫.১. নিয়োগকর্তা প্রয়োজনীয় ওএসএইচ সামর্থ্য শর্তাবলী নির্ধারণ করবেন, এবং যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবেন ও বহাল রাখবেন যাতে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বর্তমান বা ভবিষ্যৎ স্ব স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সকল ব্যক্তির উপযুক্ত হওয়া নিশ্চিত করা যায়।

৬. নথিভুক্তকরণ

৬.১. স্থাপনার কর্মকান্ডের আকার ও প্রকৃতি অনুসারে ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির নথিভুক্তকরণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে ও বহাল রাখতে হবে এবং তার মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সন্নিবেশিত করা যেতে পারে:

(ক) প্রতিষ্ঠানের ওএসএইচ নীতি ও উদ্দেশ্যসমূহ;

(খ) ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপক, সুপারভাইজার, শ্রমিক ও ঠিকাদারদের জন্য নির্ধারিত প্রধান ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা দায়িত্বসমূহ;

(গ) কর্মস্থলে থাকা সকল বিপজ্জনক পদার্থের তালিকাসহ, স্থাপনার কর্মকান্ডের ফলে উদ্ভূত গুরুত্বপূর্ণ ওএসএইচ সংশ্লিষ্ট বিপদ/ঝুঁকিসমূহ এবং সেগুলো প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাসমূহ; এবং

(ঘ) ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির অধীনে ব্যবহৃত শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাবলী, কার্যপ্রণালী, নির্দেশনা বা অন্যান্য অভ্যন্তরীণ দলিলসমূহ।

৬.২. স্থানীয়ভাবে এবং প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুযায়ী ওএসএইচ নথি প্রবর্তন, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ করতে হবে । এগুলো চিহ্নিত ও খুঁজে বের করা সম্ভব হতে হবে এবং এগুলো কত সময়কাল সংরক্ষণ করতে হবে তা নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।

৬.৩. ওএসএইচ নথিভুক্তকরণ ব্যবস্থা সকল শ্রমিক, শ্রমিক প্রতিনিধি, অথবা অন্য কোন পক্ষ যাদের এর বিষয়বস্তুতে স্বার্থ রয়েছে বা যাদের উপর এর বিষয়বস্তু প্রভাব ফেলতে পারে তাদের কাছে লভ্য হতে হবে।

৬.৪. ওএসএইচ নথিসমূহের মধ্যে থাকতে পারে:

(ক) ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের ফলে উদ্ভূত নথি;

(খ) কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক ক্ষতি, স্বাস্থ্যহানি, রোগব্যাধি ও অনিরাপদ ঘটনা, এবং এ সংক্রান্ত ব্যয় সম্পর্কিত নথি;

(গ) জাতীয় ওএসএইচ আইন বা প্রবিধান বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট নথি;

(ঘ) শ্রমিকদের বিপদের সংস্পর্শ, কাজের পরিবেশ ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ সংক্রান্ত নথি; এবং

(ঙ) সক্রিয় ও প্রতিক্রিয়ামূলক উভয় ধরনের পরিবীক্ষণের ফলাফল।

৭. যোগাযোগ ও তথ্য

৭.১. নিম্নোক্ত কাজসমূহের জন্য ব্যবস্থা ও কার্যপ্রণালী প্রতিষ্ঠা করতে ও বহাল রাখতে হবে:

(ক) যথাযথভাবে ওএসএইচ সংক্রান্ত আভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ যোগাযোগ গ্রহণ, নথিভুক্তকরণ এবং তার জবাব প্রদান;

(খ) ব্যবস্থাপনা কাঠামোয় প্রতিষ্ঠানের প্রাসঙ্গিক স্তর (level) ও পদসমূহের (functions) মধ্যে বাধ্যতামূলক বা অন্যান্য ওএসএইচ তথ্যের অভ্যন্তরীণ আদান-প্রদান নিশ্চিত করা; এবং

(গ) ওএসএইচ বিষয়ে শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধিদের উদ্বেগ, ধারণা এবং জ্ঞান ও পরামর্শ (input) গ্রহণ, বিবেচনা ও এগুলোর ব্যাপারে করণীয় সম্পাদন নিশ্চিত করা।

৭.২. জাহাজভাঙ্গা কাজের পরিচালনার সাথে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক উদ্বেগসমূহের পূর্ণ সমন্বয় নিশ্চিত করার জন্য, কাজের রীতি বিষয়ক গাইডলাইনে বা কর্মসম্পাদন সহায়িকায় (operations manual) গুণগত মান, উৎপাদনশীলতা, পরিবেশ ও অন্যান্য দিক সম্পর্কিত বিধানাবলীর পাশাপাশি নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রবিধানসমূহ সন্নিবেশিত করতে হবে ।

৮. প্রাথমিক পর্যালোচনা (initial review)

৮.১. যেরূপ উপযুক্ত সেরূপ, প্রাথমিক পর্যালোচনার মাধ্যমে স্থাপনায় বিদ্যমান ওএসএইচ ব্যবস্থাসমূহ মূল্যায়ন করতে হবে। যে ক্ষেত্রে কোন আনুষ্ঠানিক ওএসএইচ ব্যবস্থা বিদ্যমান নেই সে ক্ষেত্রে, কিংবা স্থাপনাটি নতুন প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকলে, প্রাথমিক পর্যালোচনাকে ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। পর্যালোচানায় সমুদ্রতটবর্তী (shore) ও জাহাজ-পার্শ্বস্থ (ship-side) উভয় ধরনের জাহাজভাঙ্গা কর্মকান্ডই অন্তর্ভুক্ত হবে। পর্যালোচনা সম্পন্ন করার আগে

পদ্ধতিগতভাবে তিনটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে:

(ক) এখন আমরা কোথায় আছি?
(গ) আমরা কোথায় পৌঁছাতে চাই?
(ঘ) আমরা কিভাবে সেখানে যাব?

৮.২. ভাঙ্গার জন্য জাহাজ এসে পৌঁছানোর আগে, বা বিকল্প হিসাবে জাহাজ এসে পৌঁছানোর পর, জাহাজভাঙ্গা স্থাপনাকে একজন উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা ইনভেন্টরি জরিপের আকারে প্রাথমিক পর্যালোচনা সম্পন্ন করাতে হবে। ইনভেন্টরি বা প্রাথমিক পর্যালোচনায়:

(ক) বিদ্যমান বা প্রস্তাবিত কাজের পরিবেশ ও কর্ম-সংগঠন থেকে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি উদ্ভূত ভৌত, রাসায়নিক, জৈব ও অন্যান্য বিপদসমূহ চিহ্নিত, সেগুলোর পরিমাণ নির্ধারণ, অবস্থান নির্ণয় বা সেগুলো আগাম অনুমান করতে এবং ঝুঁকিসমূহ নিরূপণ করতে হবে; এবং
(খ) বিপজ্জনক বস্তু (বর্জ্য) ও অন্যান্য বস্তুর ইনভেন্টরি তৈরি করতে হবে।

৮.৩. যেরূপ যথাযথ সেরূপ, অতিরিক্ত পর্যালোচনায়:
(ক) বর্তমানে প্রযোজ্য জাতীয় আইন ও প্রবিধান, জাতীয় গাইডলাইনসমূহ, অভিযোজিত (tailored) গাইডলাইনসমূহ, স্বেচ্ছামূলক স্কীম এবং অন্যান্য শর্তাবলী যা প্রতিষ্ঠানটি গ্রহণ করেছে তা চিহ্নিত করতে হবে;
(খ) বিপদ দূরীকরণ বা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিকল্পিত বা বিদ্যমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসমূহ পর্যাপ্ত কিনা তা নির্ধারণ করতে হবে;
(গ) বিদ্যমান অন্যান্য উপাত্ত, বিশেষ করে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ (সংযোজনী ১ দেখুন) এবং কাজের পরিবেশ নিরীক্ষণ (সংযোজনী ২ দেখুন) থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করতে হবে।

৮.৪. নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি যেসব বিপদ ও ঝুঁকি জাহাজভাঙ্গার কাজে প্রভাব ফেলতে পারে বা জাহাজভাঙ্গার কাজ থেকে উদ্ভূত হতে পারে সেগুলো পদ্ধতিগতভাবে চিহ্নিত, মূল্যায়ন ও লিপিবদ্ধ করার জন্য জাহাজভাঙ্গা প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকর্তা কার্যপ্রণালী প্রতিষ্ঠা করবেন এবং বহাল রাখবেন।

৯. পদ্ধতির পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন (system planning, development and implementation)

৯.১. প্রাথমিক পর্যালোচনার ফলাফল, বিপদ চিহ্নিতকরণ ও ঝুঁকি নিরূপণ এবং বিদ্যমান অন্যান্য উপাত্ত, যেমন শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ (সংযোজনী ১ দেখুন), কাজের পরিবেশ নিরীক্ষণ (সংযোজনী ২ দেখুন) এবং সক্রিয় ও প্রতিক্রিয়ামূলক পরিবীক্ষণের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নিয়োগকর্তা:

(ক) এসব ঝুঁকি যতদূর সম্ভব নিম্ন মাত্রায় নামিয়ে আনার জন্য ওএসএইচ উদ্দেশ্যাবলী নির্ধারণ করবেন;

(খ) প্রতিরোধের যথাযথ ক্রমানুসারে, ঝুঁকি-ভিত্তিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রণয়ন ও বাস্ত বায়ন করবেন; এবং

(গ) প্রতিটি জাহাজ ভাঙ্গা শুরু করার আগে, প্রতিটি জাহাজের জন্য একটি "নিরাপদ জাহাজভাঙ্গা পরিকল্পনা" প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করবেন।

এসব কর্মকান্ডের মধ্যে সাইট পরিদর্শন ও পরিকল্পনা এবং কর্ম-সংগঠন সংক্রান্ত মূলনীতিসমূহের নিয়মিত প্রয়োগ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৯.২. পরিকল্পনা প্রয়ণন ব্যবস্থাকে (planning arrangements) কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের উন্নততর সুরক্ষা প্রদানে অবদান রাখতে হবে এবং এর মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে:

(ক) সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠানের ওএসএইচ উদ্দেশ্যাবলী নিরূপণ, এগুলোর অগ্রাধিকার নির্ণয় এবং, যেখানে যথাযথ সেখানে, পরিমাণ নির্ধারণ;

(খ) প্রতিটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য, কাকে কখন কি করতে হবে তা এবং সম্ভাব্য (predicted) ফলাফল নির্দেশ করে নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও সুস্পষ্ট পারফরমেন্স মানদন্ডসহ পরিকল্পনা প্রণয়ন ;

(গ) উদ্দেশ্য অর্জনের ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্য পরিমাপ মানদন্ড (সূচক) নির্বাচন; এবং

(ঘ) যেরূপ যথাযথ সেরূপ, মানব সম্পদ ও আর্থিক সম্পদসহ পর্যাপ্ত সম্পদ ও কারিগরি সহায়তার যোগান।

৯.৩ সম্পদ বণ্টনে, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নোক্ত সম্পদ ও বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে:

(ক) আইনগত মান এবং গৃহীত অন্যান্য মান মোতাবেক প্রয়োজনীয় স্থাপনা, হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি;

(খ) দুর্ঘটনার ঝুঁকি ও স্বাস্থ্যগত বিপদ মোকাবিলা করা এবং এগুলোর প্রভাব নিরসনের জন্য একটি সংগঠিত অবকাঠামো;

(গ) মান ও রীতি পর্যালোচনা ও নিরীক্ষা করার জন্য ব্যবস্থাপনা;

(ঘ) কারিগরি ও আইনগত অগ্রগতির ফলে উদ্ভূত ভবিষ্যৎ চাহিদাসমূহ নিরূপণ।

১০. পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য-এর উদ্দেশ্য

১০.১. ওএসএইচ নীতির সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে এবং প্রাথমিক পর্যালোচনা, পরবর্তী পর্যালোচনাসমূহ ও বিদ্যমান অন্যান্য উপাত্তের ভিত্তিতে, পরিমাপযোগ্য ওএসএইচ উদ্দেশ্যাবলী নির্ধারণ করতে হবে, যেগুলো হবে:

(ক) স্থাপনা-ভিত্তিক এবং এর কর্মকান্ডের আকার ও প্রকৃতির উপযোগী;

(খ) প্রাসঙ্গিক ও প্রযোজ্য জাতীয় আইন ও প্রবিধান, এবং ওএসএইচ-এর প্রেক্ষাপটে স্থাপনার কারিগরি ও ব্যবসায়িক বাধ্যবাধকতাসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ;

(গ) সর্বোত্তম ওএসএইচ পারফরমেন্স অর্জনের লক্ষ্যে শ্রমিকদের ওএসএইচ সুরক্ষার অব্যাহত উন্নতির প্রতি মনোযোগী;

(ঘ) বাস্তবধর্মী ও অর্জনযোগ্য;

(ঙ) ওএসএইচ সেবাপ্রদানকারীদের নিকট গ্রহণযোগ্য;

(চ) একটি সুবিধাজনক সময়কালের (timescale) জন্য নির্ধারিত;

(ছ) নথিভুক্তকৃত এবং প্রতিষ্ঠানের সকল প্রাসঙ্গিক পদ (functions) ও স্তরে (levels) প্রেরিত; এবং

(জ) সময়ে সময়ে মূল্যায়িত এবং প্রয়োজনে হালনাগাদকৃত।

১১. বিপদ চিহ্নিতকরণ ও ঝুঁকি নিরূপণ এবং প্রতিরোধমূলক ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা

১১.১. প্রতিটি স্থায়ী বা অস্থায়ী কর্মস্থলে বিভিন্ন অপারেশন, হাতিয়ার, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি ও পদার্থ ব্যবহারের ফলে বিপজ্জনক পারিপার্শ্বিক উপাদান থেকে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি সৃষ্ট বিপদ ও ঝুঁকিসমূহ নিয়োগকর্তাগণ সময়ে সময়ে চিহ্নিত ও নিরূপণ করার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবেন।

১১.২. যে কাজের ঝুঁকি নিরূপণ করা হয়েছে যখনই সে কাজে কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটবে অথবা যখন সন্দেহ করার কারণ ঘটবে যে [সম্পন্নকৃত] ঝুঁকি নিরূপণ আর কার্যকর নয় তখনই ঝুঁকি নিরূপণ পর্যালোচনা করতে হবে। পর্যালোচনাকে জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যা দ্বারা প্রাথমিক ঝুঁকি নিরূপণে আবশ্যক হিসাবে চিহ্নিত নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপের প্রকৃত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

১১.৩. যেসব কাজের প্রকৃতির কারণেই শ্রমিকরা বিপজ্জনক রাসায়নিক, ভৌত বা জৈব উপাদান, মনো-সামাজিক উপাদান ও জলবায়ু পরিস্থিতির সংস্পর্শে আসবে সেসব কাজের ক্ষেত্রে, জাতীয় আইন ও প্রবিধান মোতাবেক, যথোপযুক্ত প্রতিরোধমূলক ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে হবে যাতে সেসব বিপদ ও ঝুঁকি প্রতিরোধ করা, অথবা সেগুলোকে যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তবসম্মত নিম্নতম মাত্রায় নামিয়ে আনা যায়।

১১.৪. কাজের পরিবেশে থাকা পেশাগত বিপদ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং সেগুলো থেকে সুরক্ষার জন্য নিয়োগকর্তাকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১.৫. শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি বিপদ ও ঝুঁকি চিহ্নিত ও নিরূপণ করতে হবে চলমান ভিত্তিতে। প্রতিরোধমূলক ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাসমূহ নিম্নোক্ত অগ্রাধিকারক্রম অনুসারে বাস্তবায়িত করতে হবে:

(ক) বিপদ/ঝুঁকি দূর করা;

(খ) প্রকৌশলগত নিয়ন্ত্রণ বা সাংগঠনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বিপদ/ঝুঁকি উৎসে নিয়ন্ত্রণ করা;

(গ) নিরাপদ কর্ম-ব্যবস্থা প্রণয়নের মাধমে বিপদ/ঝুঁকি ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা, যার মধ্যে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত; এবং

(ঘ) যেখানে সমষ্টিগত ব্যবস্থা দ্বারা অবশিষ্ট বিপদ/ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না সেখানে, নিয়োগকর্তা বিনামূল্যে, যথোপযুক্ত পোশাকসহ, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) সরবরাহ করবেন এবং এগুলোর ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১১.৬. ওএসএইচ-এর উপর অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের (যেমন কর্মচারী বিন্যাসে পরিবর্তন বা নতুন প্রক্রিয়া চালু করার কারণে পরিবর্তন, চলমান কার্যপ্রণালীতে পরিবর্তন, সাংগঠনিক কাঠামোতে বা নতুন ব্যবসা ক্রয়ের ফলে পরিবর্তন) প্রভাব এবং বহিস্থ পরিবর্তনের (যেমন জাতীয় আইন ও প্রবিধানে সংশোধনীর কারণে পরিবর্তন, ব্যবসা একীভূত করার কারণে পরিবর্তন এবং ওএসএইচ জ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন জনিত পরিবর্তন) প্রভাব মূল্যায়ন করতে হবে এবং পরিবর্তন চালু করার আগে যথোপযুক্ত প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১১.৭. কর্মস্থলে প্রতিটি নতুন কর্ম-পদ্ধতি, উপকরণ, প্রক্রিয়া বা কলকব্জা চালু করা বা এসবের কোনটি সংশোধন করার আগে বিপদ চিহ্নিতকরণ ও ঝুঁকি নিরূপণ সম্পন্ন করতে হবে ।

১১.৮. নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য কার্যপ্রণালী প্রবর্তন করতে ও বহাল রাখতে হবে:

(ক) প্রতিষ্ঠানের জন্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য শর্তাবলী চিহ্নিত করা, মূল্যায়ন করা এবং সেগুলো ক্রয় ও লিজ স্পেসিফিকেশনে সন্নিবেশিত করা;

(খ) প্রতিষ্ঠানের জন্য মালামাল ও সেবা ক্রয় (procure) করার আগেই প্রাসঙ্গিক জাতীয় আইন ও প্রবিধানসমূহ এবং প্রতিষ্ঠানের এ সংক্রান্ত ওএসএইচ শর্তাবলী চিহ্নিত করা;

(গ) শর্তাবলী প্রয়োগ করার আগে শর্তাবলী পালন নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

১১.৯. ঠিকাদার ও তাদের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে স্থাপনার নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য শর্তাবলীর, কিংবা অন্ততপক্ষে তার সমতুল্য বিকল্পের, প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে ও বহাল রাখতে হবে।

১২. পারফরমেন্স পরিবীক্ষণ ও পরিমাপ

১২.১. পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনা ও মানের বিপরীতে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য পারফরমেন্স পরিবীক্ষণ করতে হবে এবং জাহাজভাঙ্গা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নীতি বাস্তবায়নে এবং কত কার্যকরভাবে তারা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করছে তা নিরূপণে কি করছে তাদেরকে তা পরিমাপ করতে হবে। পরিবীক্ষণ নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য উদ্দেশ্যাবলীর প্রতি কর্তৃপক্ষের অঙ্গীকার জোরদার করবে এবং ইতিবাচক নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংস্কৃতি উন্নয়নে ও উৎসাহিতকরণে সাহায্য করবে ।

১২.২. পরিবীক্ষণের মাধ্যমে পাওয়া যাবে:

(ক) ওএসএইচ পারফরমেন্স সম্পর্কিত ফিডব্যাক;

(খ) বিপদ ও ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে প্রতিষ্ঠিত দৈনন্দিন (day-to-day) ব্যবস্থাসমূহ বিদ্যমান আছে কিনা এবং কার্যকরভাবে কাজ করছে কিনা তা জানার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য;

(গ) বিপদ চিহ্নিতকরণ ও ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নতি সাধনের ব্যাপারে সিদ্ধান্তের ভিত্তি।

১২.৩. একটি আগাম ব্যবস্থা গ্রহণমূলক (proactive) পদ্ধতির জন্য যেসব উপাদান আবশ্যক সেগুলো সক্রিয় পরিবীক্ষণে থাকতে হবে এবং তাতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

(ক) সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, নির্ধারিত পারফরমেন্স মানদন্ড ব্যবহার এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

(খ) কর্ম-ব্যবস্থা, ভবন ও প্রাঙ্গণ এবং যন্ত্রপাতির পদ্ধতিগত পরিদর্শন;

(গ) কাজের পরিবেশ নিরীক্ষণ (সংযোজনী ২ দেখুন), কর্ম-সংগঠনসহ;

(ঘ) প্রতিরোধমূলক ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাসমূহের কার্যকারিতা মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক পর্যায়েই স্বাস্থ্যের ক্ষতির চিহ্ন ও লক্ষণ চিহ্নিত করার জন্য, যেখানে যথাযথ সেখানে, যথোচিত ডাক্তারি পরিবীক্ষণ বা ফলো-আপের মাধ্যমে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ (সংযোজনী ১ দেখুন);

(ঙ) প্রযোজ্য জাতীয় আইন ও প্রবিধান, যৌথ চুক্তি এবং ওএসএইচ সম্পর্কিত অন্যান্য যেসব অঙ্গীকার প্রতিষ্ঠানটি গ্রহণ করেছে সেগুলো মানা।

১২.৪. প্রতিক্রিয়ামূলক পরিবীক্ষণের মধ্যে নিম্নোক্তগুলো চিহ্নিতকরণ, রিপোর্টকরণ এবং সেগুলোর অনুসন্ধান অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে:

(ক) কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক ক্ষতি, স্বাস্থ্যহানি (অসুস্থতা জনিত মোট অনুপস্থিতি সংক্রান্ত নথি পরিবীক্ষণসহ), রোগব্যাধি ও অনিরাপদ ঘটনা;

(খ) অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি, যেমন সম্পত্তির ক্ষতি;

(গ) অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য পারফরমেন্স, ও ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ব্যর্থতা; এবং

(ঘ) শ্রমিক পুনর্বাসন ও স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার কার্যক্রম।

১৩. কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক ক্ষতি, স্বাস্থ্যহানি, রোগব্যাধি ও অনিরাপদ ঘটনা অনুসন্ধান এবং নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য পারফরমেন্সের উপর তার প্রভাব

১৩.১. ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির যে কোন ব্যর্থতা চিহ্নিত করার জন্য জাহাজভাঙ্গা স্থাপনাসমূহ সকল কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক ক্ষতি, স্বাস্থ্যহানি, রোগব্যাধি ও অনিরাপদ ঘটনার উৎপত্তি ও অন্তর্নিহিত কারণসমূহ অনুসন্ধান ও নথিভুক্ত করবে।

১৩.২. এ ধরনের অনুসন্ধান পরিচালিত হতে হবে চিহ্নিত উপযুক্ত (অভ্যন্তরীণ বা বহিস্থ) ব্যক্তিদের দ্বারা এবং শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধিদের যথোপযুক্ত অংশগ্রহণ সহকারে। সকল অনুসন্ধানের সমাপ্তি ঘটবে ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কিত প্রতিবেদন পেশের মাধ্যমে।

১৩.৩. সকল অনুসন্ধানের ফলাফল সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে/শ্রমিকদেরকে এবং যে কোন যথাযথ সুপারিশ প্রণয়নের জন্য, যেখানে আছে সেখানে, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কমিটিকে জানাতে হবে।

১৩.৪. নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কমিটির পক্ষ থেকে প্রাপ্ত যে কোন সুপারিশসহ অনুসন্ধানের ফলাফল নিম্নোক্তদেরকে অবহিত করতে হবে :

(ক) যেসব সংশোধনমূলক পদক্ষেপ ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনায় অন্তর্ভুক্ত এবং অব্যাহত উন্নতিমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য বিবেচিত হয়েছে সেসব পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গ; এবং

(খ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, যদি জাতীয় আইন ও প্রবিধানে সেরূপ বিধান করা হয়ে থাকে।

১৩.৫. অনুসন্ধানের ফলে যেসব সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে সেগুলো বাস্তবায়িত করতে হবে, এবং পরবর্তী সময়ে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে যে এই অনুসন্ধানের আবশ্যকতা সৃষ্টিকারী কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক ক্ষতি, স্বাস্থ্যহানি, রোগব্যাধি ও অনিরাপদ ঘটনার পুনরাবৃত্তি এড়ানো সম্ভব হচ্ছে।

১৩.৬. গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রেখে, পরিদর্শন বিভাগ ও সামাজিক বীমা প্রতিষ্ঠানের মত বহিস্থ অনুসন্ধান সংস্থাসমূহ প্রণীত প্রতিবেদনসমূহের ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ অনুসন্ধানের মত একইভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪. নিরীক্ষা

১৪.১. ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও এর উপাদানসমূহ বিদ্যমান আছে কিনা এবং সেগুলো শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এবং অনিরাপদ ঘটনা রোধে পর্যাপ্ত ও কার্যকর কিনা তা নির্ধারণে সাময়িক নিরীক্ষা পরিচালনা করার জন্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৪.২. নিরীক্ষায়, যেরূপ যথাযথ সেরূপ, স্থাপনার ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সবগুলো বা কয়েকটি উপাদান মূল্যায়ন করতে হবে। এর উপসংহারে স্থির করতে হবে বাস্তবায়িত ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সবগুলো বা সে কয়টি উপাদান:

(ক) স্থাপনার ওএসএইচ নীতি ও উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নে কার্যকর কিনা;

(খ) শ্রমিকদের পূর্ণ অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে কার্যকর কিনা;

(গ) ওএসএইচ পারফরমেন্স মূল্যায়ন ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষাসমূহের ফলাফলের প্রতি সাড়া দেয় কিনা;

(ঘ) স্থাপনাকে প্রাসঙ্গিক জাতীয় আইন ও প্রবিধানসমূহ মানতে সাহায্য করে কিনা; এবং

(ঙ) অব্যাহত উন্নতি ও সর্বোত্তম ওএসএইচ চর্চার লক্ষ্যসমূহ পূরণ করে কিনা।

১৪.৩. নিরীক্ষক নির্বাচন এবং, ফলাফল বিশ্লেষণসহ, কর্মস্থল নিরীক্ষার সকল পর্যায় সম্পর্কে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ সাপেক্ষে, যেরূপ যথাযথ সেরূপ, তাদের সাথে আলোচনা করতে হবে।

১৫. ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা

১৫.১. ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনায়:

(ক) ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সার্বিক কৌশলটি পরিকল্পিত পারফরমেন্স উদ্দেশ্যাবলী পূরণ করে কিনা তা নিরূপণের জন্য কৌশলটি মূল্যায়ন করতে হবে;

(খ) প্রতিষ্ঠান এবং, এর শ্রমিক ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষসমূহসহ, এর স্টেকহোল্ডারদের সামগ্রিক চাহিদাসমূহ পূরণে ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সক্ষমতা মূল্যায়ন করতে হবে;

(গ) সময়োচিতভাবে প্রতিটি ঘাটতি পূরণের জন্য, ব্যবস্থাপনা কাঠামোর অন্যান্য দিক এবং প্রতিষ্ঠানের পারফরমেন্স পরিমাপের অভিযোজনসহ, কি পদক্ষেপ প্রয়োজন তা চিহ্নিত করতে হবে।

১৫.২. ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনার ফলাফল লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে নিম্নোক্তদেরকে জানাতে হবে:

(ক) ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রাসঙ্গিক উপাদান/ উপাদানসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, যাতে তারা যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন; এবং

(খ) নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কমিটি, শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধিবৃন্দ।

১৬. প্রতিরোধমূলক ও সংশোধনমূলক পদক্ষেপ

১৬.১. ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির পারফরমেন্স পরিবীক্ষণ ও পরিমাপ, ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নিরীক্ষা এবং ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনার ফলে যেসব প্রতিরোধমূলক ও সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক হিসাবে চিহ্নিত হবে তার জন্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে ও বহাল রাখতে হবে।

১৬.২. যখন ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মূল্যায়ন বা অন্যান্য সূত্র থেকে দেখা যাবে যে, বিপদ ও ঝুঁকির জন্য [বিদ্যমান] প্রতিরোধমূলক ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাসমূহ অপর্যাপ্ত বা এগুলোর অপর্যাপ্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে, তখন প্রতিরোধমূলক ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাসমূহের স্বীকৃত ক্রম অনুসারে ব্যবস্থাসমূহের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং সেগুলো, যেরূপ যথোপযুক্ত সেরূপ ও সময়োচিত ভাবে, সমাপ্ত ও নথিভুক্ত করতে হবে।

১৭. অব্যাহত উন্নতি

১৭.১. ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রাসঙ্গিক উপাদানসমূহের এবং সামগ্রিকভাবে পদ্ধতিটির অব্যাহত উন্নতির জন্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে ও বহাল রাখতে হবে। নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য পারফরমেন্সের উন্নতি সাধনকল্পে স্থাপনার নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য প্রক্রিয়াসমূহ এবং পারফরমেন্স অন্যদের সাথে তুলনা করতে হবে।

সংযোজনী ৪

জাহাজে থাকা সম্ভাব্য বিপজ্জনক উপকরণের আইএমও ইনভেন্টরি

এ ইনভেন্টরির মডেল জাহাজের গ্রীন পাসপোর্টের অংশ এবং এটি থেকে জাহাজ, জাহাজের যন্ত্রপাতি ও সিস্টেমসমূহ নির্মাণে ব্যবহৃত সম্ভাব্য বিপজ্জনক উপকরণ হিসাবে পরিচিত উপকরণসমূহ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। এর সাথে সম্পূরক তথ্য হিসাবে, যেরূপ যথাযথ সেরূপ, এই দলিলে অন্তর্ভুক্ত কতিপয় নির্দিষ্ট শ্রেণীর সম্ভাব্য বিপজ্জনক মালামাল সম্পর্কিত তথ্য, বিশেষ করে সেগুলোর যথাযথ অপসারণ ও হ্যান্ডলিং সম্পর্কিত কারিগরি তথ্য, সংযোজন করা যেতে পারে।

অংশ ১ - জাহাজের কাঠামো ও যন্ত্রপাতিতে যুক্ত থাকা সম্ভাব্য বিপজ্জনক উপকরণসমূহ

১ক. অ্যাসবেস্টস

(দ্রষ্টব্য: সকল অ্যাসবেস্টসযুক্ত উপকরণে বা অনুমিত অ্যাসবেস্টসযুক্ত উপকরণে সুস্পষ্টভাবে এগুলোর নাম সম্বলিত লেবেল লাগাতে হবে।)

অ্যাসবেস্টসযুক্ত উপকরণের ধরন (বোর্ড, পাইপ ল্যাগিং, কনটেইনড)	অবস্থান	আনুমানিক পরিমাণ/ আয়তন
	ইঞ্জিন রুম/মেশিনারী রুম	
	স্টীম সাপ্লাই পাইপিং ও হ্যাঙ্গার (সাধারণ)	
	স্টীম এগজস্ট পাইপিং ও হ্যাঙ্গার (সাধারণ)	
	রিলিফ ও সেফটি ভাল্ব (সাধারণ)	
	বিবিধ পাইপের বাইরের আবরণ ও হ্যাঙ্গার (সাধারণ)	
	পানির পাইপ ও হ্যাঙ্গার	
	এইচপি (HP) টারবাইন ইনসুলেশন (সাধারণ)	

অ্যাসবেস্টসযুক্ত উপকরণের ধরন (বোর্ড, পাইপ ল্যাগিং, কনটেইনড)	অবস্থান	আনুমানিক পরিমাণ/ আয়তন
	বয়লার ড্রাম ও কেসিং (সাধারণ)	
	হিটার, ট্যাংক, ইত্যাদি (সাধারণ)	
	অন্যান্য (সাধারণ)	
	সুনির্দিষ্ট কলকব্জার অবস্থান, যেমন পাম্প রুম, বয়লার রুম	
	থাকার জায়গা (accommodation)	
	স্যানিটারী এন্ড কমিশারি স্পেস (সাধারণ)	
	অভ্যন্তরীণ ডেকসমূহ-তলার উপকরণসহ (সাধারণ)	
	স্টীম পাইপ, এগজস্ট পাইপ (সাধারণ)	
	রেফ্রিজারেশন পাইপ (সাধারণ)	
	এয়ারকন্ডিশনিং ডাক্ট (সাধারণ)	
	ক্যাবল ট্রানজিট (সাধারণ)	
	বহিস্থ বাল্কহেড (সাধারণ)	
	অভ্যন্তরীণ বাল্কহেড (সাধারণ)	
	বহিস্থ ডেকহেড (সাধারণ)	
	অভ্যন্তরীণ ডেকহেড (সাধারণ)	
	কলকব্জার স্থান সংলগ্ন ডেকসমূহ (সাধারণ)	
	অন্যান্য (সাধারণ)	
	থাকার জায়গার নির্দিষ্ট অবস্থানসমূহ	

অ্যাসবেস্টসযুক্ত উপকরণের ধরন (বোর্ড, পাইপ ল্যাগিং, কনটেইনড)	অবস্থান	আনুমানিক পরিমাণ/ আয়তন
	ডেক	
	স্টীম সাপ্লাই পাইপিং (সাধারণ)	
	এগজস্ট পাইপিং (সাধারণ)	
	ট্যাংক ক্লিনিং পাইপিং (সাধারণ)	
	স্ট্রিপিং পাম্প (সাধারণ)	
	অন্যান্য (সাধারণ)	
	ডেকের নির্দিষ্ট অবস্থানসমূহ	
	কলকব্জা	
	ব্রেক লাইনিংস	

সাবধান !! অ্যাসবেস্টসমুক্ত উপকরণের তলায় অ্যাসবেস্টসযুক্ত উপকরণ (ACM) থাকতে পারে।

১ খ. রং (জাহাজের কাঠামোতে)- অ্যাডিটিভ

অ্যাডিটিভ (সীসা, টিন, ক্যাডমিয়াম, অরগানোটিন (টিবিটি), আরসেনিক, দস্তা, ক্রোমিয়াম, স্ট্রোনটিয়াম, অন্যান্য)	অবস্থান

১ গ. প্লাস্টিক উপকরণ

ধরন	অবস্থান	আনুমানিক পরিমাণ/আয়তন

১ ঘ. প্রতি কেজিতে ৫০ মি.গ্রা. বা ততোধিক পিসিবি, পিসিটি, পিবিবিযুক্ত উপকরণ

ধরন	অবস্থান	আনুমানিক পরিমাণ/আয়তন

১ ঙ. জাহাজের যন্ত্রপাতি বা কলকব্জাতে আবদ্ধ (sealed) গ্যাস

ধরন	অবস্থান	আনুমানিক পরিমাণ/আয়তন
রেফ্রিজারেন্ট (আর১২/ আর২২)		
হ্যালন		
কার্বন ডাই অক্সাইড		
অ্যাসিটিলিন		
প্রোপেইন		
বিউটেন		
অক্সিজেন		
অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)		

১ চ. জাহাজের যন্ত্রপাতি বা কলকব্জাতে থাকা রাসায়নিক পদার্থ

ধরন	অবস্থান	আনুমানিক পরিমাণ/আয়তন
এন্টি-সীজ কম্পাউন্ড		
ইঞ্জিন অ্যাডিটিভ		
এন্টিফ্রিজ ফ্লুইড		
কেরোসিন		
সাদা স্পিরিট		
বয়লার/ওয়াটার ট্রিটমেন্ট		
ডি-আইওনাইজার রিজেনারেটিং		
ইভাপোরেটর ডোজিং ও ডিস্কেলিং এসিড		
রং/রাস্ট স্ট্যাবিলাইজার		
দ্রাবক/থিনার		
কেমিক্যাল রেফ্রিজারেন্ট		
ব্যাটারি ইলেকট্রোলাইট		
হোটেল সার্ভিস ক্লিনার		
অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)		

১ ছ. জাহাজের কলকব্জা, যন্ত্রপাতি বা ফিটিংস-এর সাথে থাকা অন্যান্য আবশ্যক পদার্থ ও বস্তু

ধরন	অবস্থান	আনুমানিক পরিমাণ/আয়তন
লুব্রিকেটিং অয়েল		
হাইড্রলিক অয়েল		
লেড এসিড ব্যাটারি		
অ্যালকোহল		
মিথাইলযুক্ত স্পিরিট		

ধরন	অবস্থান	আনুমানিক পরিমাণ/আয়তন
ইপোক্সি রেজিন		
পারদ		
তেজস্ক্রিয় পদার্থ		
অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)		

প্রথম অংশ পূরণকারীর নাম ও পদবী		তারিখ	

অংশ ২ - জাহাজ ও তার কলকব্জা চালানোর ফলে সৃষ্ট বর্জ্য

২ক. ড্রাই ট্যাংকে থাকা অবশিষ্টাংশ

অবশিষ্টাংশের বিবরণ	অবস্থান	আনুমানিক পরিমাণ/আয়তন

২ খ. বৃহদায়তন বর্জ্য (অ-তৈলাক্ত)

ধরন	অবস্থান	আনুমানিক পরিমাণ/আয়তন
ব্যালাস্টে থাকা পানি		
অশোধিত বর্জ্য		
শোধিত বর্জ্য		
আবর্জনা (প্লাস্টিকসহ)		
ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অপ্রয়োজনীয়		
বস্তুসমূহ (debris)		
জাহাজের রান্নাঘরের বর্জ্য		
অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)		

২ গ. তৈলাক্ত বর্জ্য/ তৈলাক্ত অবশিষ্টাংশ

ধরন	অবস্থান	আনুমানিক পরিমাণ/আয়তন
বহনকৃত মালামালের অবশিষ্টাংশ		
ট্যাংক স্কেল		
বাংকার জ্বালানি তেল		
ডিজেল অয়েল		
গ্যাস অয়েল		
লুব্রেকেটিং অয়েল		
গ্রীজ		
হাইড্রলিক অয়েল		
বর্জ্য তেল (গাঁদ)		

ধরন	অবস্থান	আনুমানিক পরিমাণ/আয়তন
তৈলাক্ত পানি		
তৈলাক্ত/দূষিত গাঁদ		
তৈলাক্ত/দূষিত ন্যাকড়া		
অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)		

দ্বিতীয় অংশ পূরণকারীর নাম ও পদবী		তারিখ	

অংশ ৩ - ভান্ডার

৩ ক. ভান্ডারে থাকা গ্যাস

ধরন	অবস্থান	আনুমানিক পরিমাণ/আয়তন
রেফ্রিজারেন্ট (আর ১২/ আর২২)		
হ্যালন		
কার্বন ডাই অক্সাইড		
অ্যাসিটিলিন		
প্রোপেইন		
বিউটেন		
অক্সিজেন		
অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)		

৩ খ. স্টোরে থাকা রাসায়নিক পদার্থ

ধরন	অবস্থান	আনুমানিক পরিমাণ/আয়তন
এন্টি-সীজ কম্পাউন্ড		
ইঞ্জিন অ্যাডিটিভ		
এন্টিফ্রিজ ফ্লুইড		
কেরোসিন		
সাদা স্পিরিট		
বয়লার/ওয়াটার ট্রিটমেন্ট		
ডি-আইওনাইজার রিজেনারেটিং		
ইভাপোরেটর ডোজিং ও ডিস্কেলিং এসিড		
রং/রাস্ট স্ট্যাবিলাইজার		
দ্রাবক/থিনার		
কেমিক্যাল রেফ্রিজারেন্ট		
ব্যাটারি ইলেকট্রোলাইট		
হোটেল সার্ভিস ক্লিনার		
অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)		

৩ গ. স্টোরে থাকা অন্যান্য না-খোলা (packaged) আইটেম

ধরন	অবস্থান	আনুমানিক পরিমাণ/আয়তন
লুব্রিকেটিং অয়েল		
হাইড্রলিক অয়েল		
লেড এসিড ব্যাটারি		
ঔষধ		
কীটনাশক স্প্রে		

ধরন	অবস্থান	আনুমানিক পরিমাণ/আয়তন
অ্যালকোহল		
মিথাইলযুক্ত স্পিরিট		
ইপোক্সি রেজিন		
রং		
অগ্নিনির্বাপণ পোশাক, সরঞ্জাম (যেমন কম্বল)		
অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)		

তৃতীয় অংশ পূরণকারীর নাম ও পদবী		তারিখ	

সংযোজনী ৫

ঝুঁকি নিরূপণ পদ্ধতির মডেলের উদাহরণ

ঝুঁকি নিরূপণ করার বহু উপায় রয়েছে। কিভাবে ঝুঁকি নিরূপণ ও লিপিবদ্ধ করতে হবে তার কোন নির্ধারিত নিয়ম নেই। নিচে কেবল একটি পদ্ধতি বর্ণনা করা হল যা সরল এবং ব্যবহার করা সহজ।

ধাপ ১ - প্রথম ধাপে রয়েছে প্রাথমিক বিপদ চিহ্নিতকরণ। এটা জাহাজের এবং জাহাজভাঙ্গা স্থাপনার সকল স্থানে সম্পন্ন করতে হবে। চিহ্নিত বিপদসমূহ কাজের পরিবেশ অথবা যেসব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে সে মোতাবেক তালিকাভুক্ত করতে হবে এবং প্রতিটি ঝুঁকি নিরূপণের নথি সংরক্ষণ করতে হবে।

ধাপ ২ - যারা জাহাজভাঙ্গা কাজের স্থান/প্রক্রিয়ার দায়িত্বে থাকবেন তাদেরকে চিহ্নিত বিপদসমূহের একটি তালিকা প্রদান করতে হবে।

ধাপ ৩ - তৃতীয় ধাপে রয়েছে বিপদের ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণ (সংযুক্ত মডেল ফরমে বর্ণিত স্কেল ও ফর্মূলার সাহায্যে)। স্থাপনার সর্বত্র ব্যবহারের জন্য একটি অভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

ধাপ ৪ - ঝুঁকি প্রতিরোধ বা হ্রাস করার পদ্ধতি/পদক্ষেপ নির্ধারণ করতে হবে, লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং অতঃপর বাস্তবায়ন করতে হবে।

ধাপ ৫ - চূড়ান্ত পর্যালোচনা পর্যায়ের কাজ হল, প্রয়োজন অনুসারে বিপদের পুনর্মূল্যায়ন অথবা যদি প্রক্রিয়া, ব্যবহৃত কৌশল/পদ্ধতি, সংগঠন বা অন্য কোন উপাদানে ঝুঁকি নিরূপণে প্রভাব ফেলার মত কোন পরিবর্তন ঘটে থাকে তবে বিপদের পুনর্মূল্যায়ন।

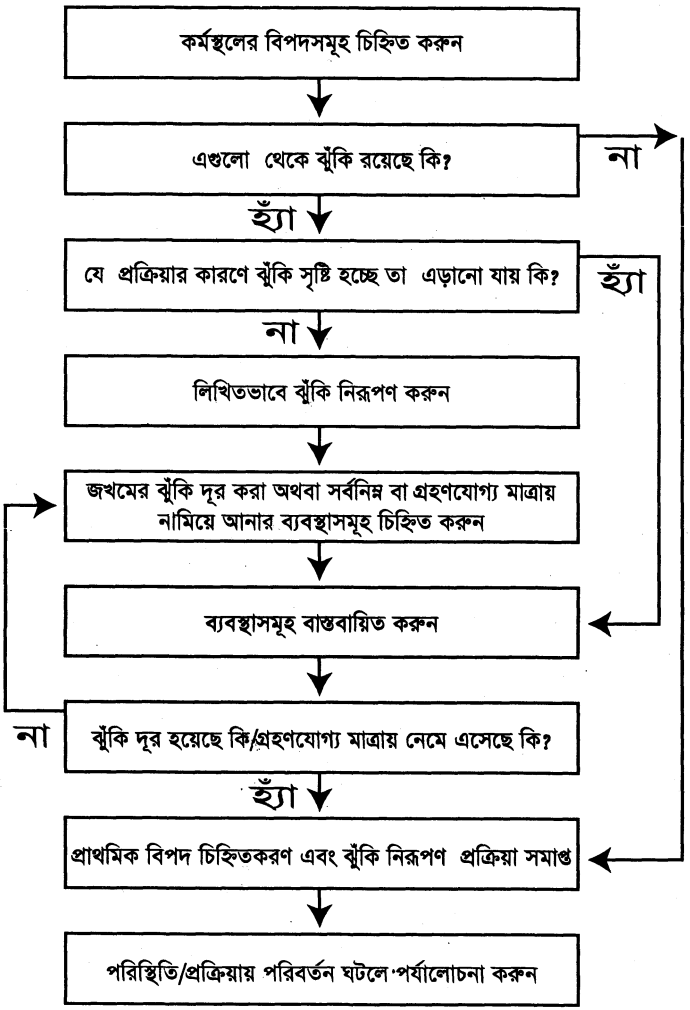
কর্মস্থলের বিপদসমূহ চিহ্নিত করুন
এগুলো থেকে ঝুঁকি রয়েছে কি?
না
হ্যাঁ
যে প্রক্রিয়ার কারণে ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে তা এড়ানো যায় কি?
হ্যাঁ
না
লিখিতভাবে ঝুঁকি নিরূপণ করুন
জখমের ঝুঁকি দূর করা অথবা সর্বনিম্ন বা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নামিয়ে আনার ব্যবস্থাসমূহ চিহ্নিত করুন
ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়িত করুন
না
ঝুঁকি দূর হয়েছে কি/গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নেমে এসেছে কি?
হ্যাঁ
প্রাথমিক বিপদ চিহ্নিতকরণ এবং ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়া সমাপ্ত
পরিস্থিতি/প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন ঘটলে পর্যালোচনা করুন

ঝুঁকি নিরূপণ ফরমের মডেলের উদাহরণ

অবস্থান : এম.ভি. আয়রন ব্রেকার **সূত্র নং:** ০০১ **ঝুঁকি নিরূপণ তারিখ:** ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ **ঝুঁকি নিরূপণকারীর নাম:** এস. এ. লিংকস
যে প্রক্রিয়া/কাজ মূল্যায়ন করা হয়েছে : পোড়ানো/কাটা/ঘষা
চিহ্নিত বিপদ/ঝুঁকি (যা থেকে জখম বা ক্ষতি হতে পারে): সংযুক্ত রিপোর্ট অনুসারে কাটাছেঁড়া, ঘর্ষণজনিত জখম, ত্বকে ছিদ্র, ক্ষত, পুড়ে যাওয়া, বৈদ্যুতিক শক, ধূলিকণা, ধূমোদগার, বিস্ফোরণ ইত্যাদি।
ঝুঁকির মাত্রা :* ~~নিম্ন~~ **মধ্যম** ~~উচ্চ~~
প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হচ্ছে কি? হ্যাঁ ~~না~~
পূর্ব-সতর্কতামূলক/প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ লিপিবদ্ধ করুন : শিডিউল অনুসারে হাতিয়ার রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, নথিভুক্তকৃত প্রক্রিয়ার কার্যপ্রণালী, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই), ঝুঁকি নিরূপণ, শ্রমিকদের উপর বাধানিষেধ, সরেজমিনে চলমান কাজ পরীক্ষা। আরো দেখুন ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ডব্লিউ ই ১২৩৪৫ ২০০১।
কোন পূর্ব-সতর্কতামূলক/প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হয়ে থাকলে কি প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ প্রস্তাব করা হয়েছে?
যে তারিখের মধ্যে পূর্ব-সতর্কতামূলক/প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ বাস্তবায়িত করা হবে: প্রযোজ্য নয়।
ঝুঁকি নিরূপণকারীর/কারীদের নাম ও স্বাক্ষর: **তারিখ:** ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ নিরাপত্তা কর্মকর্তা ইউনিয়ন প্রতিনিধি **ঝুঁকি নিরূপণকারীর/কারীদের মন্তব্য:** ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা করার পরামর্শ। (উপসংহার অপর পৃষ্ঠায়)

নিচে প্রদত্ত মানদন্ড অনুসারে ঝুঁকি হিসাব করুন:

বিপদ (ফলাফল)	**সম্ভাবনা**
১. নগণ্য	১. সম্ভাবনা নেই
২. সামান্য	২. সম্ভব
৩. মাঝারি	৩. খুবই সম্ভাবনা রয়েছে
৪. মারাত্মক	৪. সম্ভাবনা রয়েছে
৫. খুব মারাত্মক	৫. খুব বেশী সম্ভাবনা রয়েছে

ঝুঁকি হিসাব করার জন্য **বিপদকে সম্ভাবনা** দিয়ে গুণ করুন।

১-৭ **নিম্ন** ৮-১৪ **মধ্যম*** ১৫-২৫ **উচ্চ**

ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়ার মডেলের উদাহরণ

যে অপারেশন/ কাজের ঝুঁকি নিরূপণ করা হয়েছে	তীরে ভেড়ানো অবস্থায় জাহাজের অংশ কাটা এবং সেখান থেকে সৈকতে/ ভাঙ্গার স্থানে নিয়ে যাওয়া।
চিহ্নিত বিপদ / ঝুঁকি -কাজের ইভেন্ট / অপারেশনের ধারাবাহিকতা অনুসারে	**ওয়ার্কিং প্লাটফরম স্থাপন:** উত্তোলন কাজের মাচা/মই। (৩x২=৬) **কাটার কাজ:** গ্যাসমুক্তকরণ, কাটার যন্ত্রপাতি/ হাতিয়ার ব্যবহার, গ্যাস সিলিন্ডার, লোকজন সরিয়ে নেয়া, কাঠামো ভেঙ্গে পড়া। (২x২=৪) **লিফটিং/উত্তোলন/টানার গিয়ার:** লিফটিং/পুলিং ওয়্যার আটকানো ও লাগ সংযুক্ত করা, ওয়েল্ডিং, হলিং ওয়্যার ছিঁড়ে যাওয়া। (২x২=৪) **হলিং:** তার ছিঁড়ে যাওয়া, হলিং মেশিনারীর বিপর্যয়। (২x২=৪) **লিফটিং/হলিং ওয়্যার বিচ্ছিন্নকরণ:** ওয়্যার ও লাগ অপসারণ, সৈকতে কাঠামো স্থির করা (২x২=৪)
ঝুঁকি নিরূপণ নম্বর (আলাদা আলাদা নম্বরের সমষ্টি)	৬+৪+৪+৪+৪=২২- উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন কাজ।
সম্ভাব্য নিরাপত্তা ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা	**ওয়ার্কিং প্লাটফরম স্থাপন: শুধুমাত্র নিরাপদ মই ও প্লাটফরম মাচা ব্যবহার করুন, মই ব্যবহারের আগে তা নিরাপদ করে নিন, হেলমেট ও নিরাপদ জুতা/অন্যান্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ও পোশাক পরিধান করুন।** **কাটার কাজ:** গ্যাসমুক্ত সার্টিফিকেট যে বৈধ তা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হোন, কাটার যন্ত্রপাতি যে ত্রুটিমুক্ত পরীক্ষা করে নিশ্চিত হোন, গ্যাস সিলিন্ডারের সেফটি ভাল্ব পরীক্ষা করে দেখুন, শ্রমিকদের ব্যবহারের কাঠামো সরিয়ে নিন, চূড়ান্ত কাটার কাজের আগে নিশ্চিত হয়ে নিন যে, যে কাঠামো কাটা হবে তা স্থির অবস্থায় আছে, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ও পোশাক ব্যবহার করুন। **লিফটিং/গিয়ার হলিং:** লাগ ওয়েল্ডিংয়ের জন্য নিরাপদ প্রবেশ নিশ্চিত করুন। ওয়েল্ডিং যন্ত্রপাতিতে ত্রুটি আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখুন। **হলিং:** কাঠামোর চারদিকের এলাকা খালি করুন এবং তার টানার সময় আশপাশের জায়গা খালি করুন, উইঞ্চ অপারেটরের সাথে অবাধ যোগাযোগ রক্ষা করুন। **লিফটিং/ হলিং ওয়্যার বিচ্ছিন্নকরণ:** ওয়্যার শিথিল করুন, নিরাপদ প্রবেশের জন্য প্লাটফরম/মই স্থাপন করুন, জ্বলন্ত গিয়ার পরীক্ষা করুন, লাগ ও গিয়ার নামানো নিয়ন্ত্রণ করুন। *(উপসংহার পরের পৃষ্ঠায়)*

যে তারিখে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হবে	উচ্চঝুঁকিসম্পন্ন প্রক্রিয়া: শুরু করার আগে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।
ঝুঁকি নিরূপণকারীর নাম	এ. এন. আদার - নিরাপত্তা কর্মকর্তা এ. জে. জেনারেল- ইউনিয়ন প্রতিনিধি

হিসাবের মানদন্ড:

সম্ভাব্য জখম	**সম্ভাবনা**
১. নগণ্য	১. সম্ভাবনা নেই
২. সামান্য	২. সম্ভব
৩. মাঝারি	৩. বেশ সম্ভব
৪. বেশি	৪. সম্ভাবনা রয়েছে
৫. খুব বেশি	৫. বেশি সম্ভাবনা রয়েছে

ঝুঁকি = সম্ভাব্য জখম X সম্ভাবনা ।

১-৭ নিম্ন ৮-১৪ মধ্যম ১৫+ উচ্চ

নির্ঘণ্ট

দ্রষ্টব্য: প্যারাগ্রাফ নম্বর দিয়ে অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে। শিরোনামের সাথে "(প)" থাকলে বুঝতে হবে পরিভাষায় তার ভুক্তি আছে। সংশয় এড়াতে ভূমিকা, গ্রন্থপঞ্জি ও সংযোজনীসমূহের রেফারেন্সগুলোকে ক্রস-রেফারেন্স দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে।

অব্যাহত উন্নতি (ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি) (প) দেখুন সংযোজনী ৩ (১৭)
অগ্নি-নির্বাপণ ৮.৩, ৮.৮.১, ৮.৮.৮- ৮.৮.১৩
অনিরাপদ ঘটনা, কাজ সংশ্লিষ্ট (প)
অনুসন্ধান **দেখুন সংযোজনী ৩ (১৩)**
লিপিবদ্ধকরণ ৫.১, ৫.৩, সংযোজনী ৩ (১৩)
রিপোর্টকরণ ৫.১ - ৫.২ **সংযোজনী ৩ (১৩)**
আরো দেখুন দুর্ঘটনা; বিপদ; শারীরিক ক্ষতি
অবস্থান (জাহাজভাঙ্গা স্থাপনার) ২.৩.৪
অকুপেশনাল এক্সপোজার টু এয়ারবোর্ন সাবসটেন্সেস হামর্ফুল টু হেলথ (আইএলও) ৯.২.৩
অকুপেশনাল হেলথ সার্ভিসেস কনভেনশন (নং ১৬১) ৩.৯.৩, ৬.১, সংযোজনী ১ (১.২) (খ)
অকুপেশনাল হেলথ সার্ভিসেস রিকমেন্ডেশন (নং ১৭১) ৩.৯.৩, ৬.১, সংযোজনী ১ (১.২) (খ) সংযোজনী ২
অকুপেশনাল সেফটি এন্ড হেলথ কনভেনশন (নং ১৫৫) ৩.১.১, ৩.৯.৩, ৫.১.১
অকুপেশনাল সেফটি এন্ড হেলথ
অকুপেশনাল সেফটি এন্ড হেলথ (ডক ওয়ার্ক) কনভেনশন (নং ১৫২) ১৩.৭.১০
অকুপেশনাল সেফটি এন্ড হেলথ রিকমেন্ডেশন (নং ১৬৪) ৩.৯.৩.
অধিকার
ঠিকাদার ৩.৮
শ্রমিক ৩.৬
আরো দেখুন আইন ও পরিবীক্ষণ
অসুস্থতা জনিত সুবিধা (sickness benefits) ১৭.১
অ্যামবিয়েন্ট ফ্যাক্টরস ইন দ্যা ওয়ার্ক প্লেস (আইএলও) ৯.১.১, ১০.১
অ্যাসবেস্টস ২.৩.২, ২.৪.১ (ক), ৭.২.৪.৪, ৯.২.৩, ৯.৪.১(ক), ৯.৪.৩, সারণি ১, সংযোজনী ৪ (১ক)
অ্যাসবেস্টস কনভেনশন (নং ১৬২) ৯.২.৩
অ্যাসবেস্টস রিকমেন্ডেশন (নং ১৭২) ৯.২.৩

আবহাওয়া পরিস্থিতি ১০.৫
আবদ্ধ স্থান ৮.৯, সারণি ১
আগুন সারণি ১
প্রতিরোধ ৮.৮.১- ৮.৮.৭
আরো দেখুন হট ওয়ার্ক
আলোকরশ্মি বিকিরণ ১০.৪, সারণি ১
আইএলও (আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা)
অ্যামবিয়েন্ট ফ্যাক্টরস ইন দ্য
ওয়ার্কপ্লেস ৯.১.১,১০.১
কনভেনশনস এন্ড
রিকমেন্ডেশনস
দেখুন কনভেনশনস;
ডাস্ট কন্ট্রোল ইন দ্য ওয়ার্কিং
এনভায়রনমেন্ট
(সিলিকসিস) ৯.২.৩
গাইডলাইনস অন অকুপেশনাল
সেফটি এন্ড হেলথ
ম্যানেজমেন্ট
সিস্টেমস ৩.১.৪ (ট), ৪.১.১,
৭.১.৩, সংযোজনী ৩
এইচআইভি/এইডস এন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড অব
ওয়ার্ক ১৭.৬
ম্যানেজমেন্ট অব অ্যালকোহল-এন্ড
ড্রাগ-রিলেটেড ইস্যুজ ইন দ্য
ওয়ার্কপ্লেস ১৭.৫.১
অকুপেশনাল এক্সপোজার টু
এয়ারবোর্ন সাবসটেনসেস
হার্মফুল টু হেলথ ৯.২.৩
প্রিভেনশন অব মেজর ইন্ডাস্ট্রিয়াল
অ্যাকসিডেন্টস ১৬.১.৮
প্রোটেকশন অব ওয়ার্কাস
পারসোনাল ডাটা দেখুন সংযোজনী ১
(৩.৬.৪.১) (ক)
রেকর্ডিং এন্ড নোটিফিকেশন অব
অকুপেশনাল অ্যাকসিডেন্টস এন্ড
ডিজিসেস ৫.১.১
সেফটি ইন দ্য ইউজ অব
অ্যাসবেস্টস ৯.২.৩, ৯.৪.৩
সেফটি ইন দ্য ইউজ অব কেমিক্যালস
অ্যাট ওয়ার্ক ৯.১.১, ৯.১.৬ (ক),
৯.৩.১.১, ৯.৩.১.২(ক), ৯.৪.২,
৯.৫.২, ১৬.১.৮
সেফটি ইন দ্য ইউজ অব
সিনথেটিক ভিট্রিয়াস ফাইবার
ইনসুলেশন উলস (গ্লাস উল, রক
উল, স্ল্যাগ উল) ৯.২.৩
টেকনিক্যাল এন্ড এথিক্যাল
গাইডলাইনস ফর ওয়ার্কাস
হেলথ সার্ভিল্যান্স ৬.৫,
সংযোজনী ১
আরো দেখুন গ্রন্থপঞ্জি, ভূমিকা
আইএমও (ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম
অর্গানাইজেশন/আন্তর্জাতিক সমুদ্র বিষয়ক
সংস্থা) ৩.২.২ (ক),
৭.২.১.৩ (খ), ৭.২.২.১ (ক), ৮.৯.২
সংযোজনী ৪
আইন ও প্রবিধান ৩.২
কভারেজ ২.৩.৩
প্রয়োগ ২.৩.৪
আরো দেখুন অধিকার
আলো ১০.৬, সারণি ১
আশ্রয়কেন্দ্র (শ্রমিকদের জন্য) ১৮.৫.১
আর্দ্র অবস্থা ১০.৫.১
ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম

অর্গানাইজেশন দেখুন আইএমও
ইনভেন্টরি (বিপজ্জনক
পদার্থ) ২.৩.৫.১ (ক),
৭.২.১.৪(ক), ৭.২.২.১ (খ-গ)
৭.২.২.৩, ৯.১.৪, সংযোজনী ৩(৮.২),
সংযোজনী ৪
আরো দেখুন গ্রীন পাসপোর্ট
ইউনিয়ন দেখুন শ্রমিক
প্রতিনিধির
ইয়ার্ড (স্থাপনার) ৮.৪
উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (প),
দায়িত্ব ও কর্তব্য ৩.১
আরো দেখুন পেশাগত নিরাপত্তা
ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা
পদ্ধতি
উপযুক্ত ব্যক্তি (প) ৪.৩.১,
৫.৩.৫ (খ) ৭.২.১.১
আরো দেখুন প্রশিক্ষণ ও
শিক্ষাগত যোগ্যতা
উচ্চতাপ জনিত চাপ ১০.৫. সারণি ১
উত্তোলন সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি
১৩.৭, ১৩.৮, সারণি ১
উচ্চশব্দ ১০.২, ১৫.৬, সারণি ১
উদ্দেশ্য
ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা
পদ্ধতির দেখুন সংযোজনী ৩ (১০)
এ নির্দেশাবলীর ১.১
উদ্ধার কাজ ১৬.৩, সারণি ১
আরো দেখুন জরুরি পরিস্থিতি
প্রস্তুতি
একোয়ার্ড ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি
সিনড্রোম (এইডস) ১৭.৬
এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি বেনিফিটস
কনভেনশন (নং ১২১) ৫.১.১,
৫.১.৪ (ক)
এইচআইভি (হিউম্যান
ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি
ভাইরাস) ১৭.৬
এইচআইভি/এইডস এন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড অব
ওয়ার্ক (আইএলও) ১৭.৬
ওএসএইচ দেখুন পেশাগত নিরাপত্তা
ও স্বাস্থ্য
ওএসএইচ ব্যবস্থানা
পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ
দেখুন সংযোজনী ৩ (৩)
অধিকার ৩.৬
বিশেষ সুরক্ষা ১৭
প্রশিক্ষণ ও
যোগ্যতা ৩.৬.৫, ১৪.৩
কল্যাণ ১৮
আরো দেখুন মনো-সামাজিক বিপদ
ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট (এয়ার
পলিউশন, নয়েজ এন্ড ভাইব্রেশন)
কনভেনশন
(নং ১৪৮) ৩.৯.৩.
ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট (এয়ার
পলিউশন, নয়েজ এন্ড
ভাইব্রেশন) রিকমেনডেশন
(নং ১৫৬) ৩.৯.৩
ওয়ার্স্ট ফর্মস অব চাইল্ড লেবার
কনভেনশন (নং ১৮২) ১৭.৪.১
কনভেনশন (আইএলও)
অ্যাসবেস্টস (নং ১৬২) ৯.২.৩
কেমিক্যালস (নং ১৭০) ৩.৯.৩

এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি বেনিফিটস
(নং ১২১) ৫.১.১, ৫.১.৪ (ক)
গার্ডিং অব মেশিনারী
(নং ১১৯) ১৩.১.১.
নাইট ওয়ার্ক (নং ১৭১) ১৭.৩.১
অকুপেশনাল হেলথ সার্ভিসেস
(নং ১৬১) ৩.৯.৩, ৬.১, সংযোজনী
১ (১.২) (খ)
অকুপেশনাল সেফটি এন্ড
হেলথ (নং. ১৫৫) ৩১১,
৩.৯.৩.৫.১১
অকুপেশনাল সেফটি এন্ড
হেলথ (ডক ওয়ার্ক) (নং
১৫২) ১৩.৭.১০
ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট (এয়ার
পলিউশন, নয়েজ
এন্ড ভাইব্রেশন) (নং ১৪৮) ৩.৯.৩
ওয়াস্ট ফর্মস অব চাইল্ড লেবার
(নং ১৮২) ১৭.৪.১.
আরো দেখুন গ্রন্থপঞ্জি
কাজের সময় ১৭.২, সারণি ১
কলকব্জা দেখুন হাতিয়ার, কলকব্জা ও
যন্ত্রপাতি
কম্পন ১০.৩, সারণি ১
কল্যাণ (শ্রমিক) ১৮
আরো দেখুন মনো-সামাজিক বিপদ
কাজ-সংশ্লিষ্ট মৃত্যু ১৭.১.১ (খ)
আরো দেখুন বিপদ
কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক ক্ষতি,
রোগব্যাধি ইত্যাদি (প)
ক্ষতিপূরণ ১৭.১
অনুসন্ধান
দেখুন সংযোজনী ৩(১৩)
প্রজ্ঞাপন ৫.১.৫.৪
লিপিবদ্ধকরণ ৫.১.৫.৩,
সংযোজনী ৩ (১৩)
রিপোর্টকরণ ৫.১-৫.২
সংযোজনী ৩ (১৩)
আরো দেখুন দুর্ঘটনা, বিপদ
কম্পন ১০.৩, সারণি ১
শ্রবণ সুরক্ষা সরঞ্জাম ১৫.৬
কাজের পরিবেশ,
নিরীক্ষণ (প), ৩.৪.৫ (খ)(৪),
৪.৩.১ (ঙ), ৬.৩ (খ), ৬.৬, ৭.১.৫
কাজের সময় ১৭.২ সারণি ১
কেমিক্যাল কনভেনশন
(নং ১৭০) ৩.৯.৩
কেমিক্যাল রিকমেন্ডেশন
(নং ১৭৭) ৩.৯.৩
ক্রেন দেখুন উত্তোলন যন্ত্র ও সরঞ্জাম
ক্ষমতা, দায়িত্ব ও
কর্তব্য ৩.১
আরো দেখুন পেশাগত নিরাপত্তা
ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
ক্ষতিপূরণ, কাজ-সংশ্লিষ্ট
দুর্ঘটনা ১৭.১
খাওয়া ১৮.৫.২-১৮.৫.৪
খাদ্য ১৮.৫.২- ১৮.৫.৪
গগলস ১৫.৩
গ্যাস সিলিন্ডার ৮.১০.৪, ১৩.৫,
সংযোজনী ৪ (৩ ক)
গ্যাস দেখুন সংযোজনী ৪ (১৬),
বিপদ (পদার্থ)
গ্লাভস ১৫.৪.১-১৫.৪.২

গ্রীন পাসপোর্ট (প) ২.৩.৫.১, ৭.২.১.৩ (খ)
আরো দেখুন ইনভেন্টরি
গাইডলাইনস অন অকুপেশনাল সেফটি এন্ড হেলথ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস,
আইএলও-ওএসএইচ ২০০১ (প) ৩.১.৪ (ট) ৪.১.১, ৭.১.৩, সংযোজনী ৩
গোসল-ধোয়ামোছার সুবিধা ১৮.৩
চাকুরি বীমা ১৭.১
চোখের সুরক্ষা ১৫.৩
জরুরি পরিস্থিতি প্রস্তুতি ৪.৬, ১৬, সারণি ১
প্রাথমিক চিকিৎসা ১৬.২, সারণি ১
উদ্ধার কাজ ১৬.৩, সারণি ১
আরো দেখুন দুর্ঘটনা
জরুরি নিষ্ক্রমণ পথ ৮.৩
জাতীয় নীতি ৩.১
জাহাজভাঙ্গার প্ল্যান (প) ৭.২.২.৩, ৭.২.২.৪, ৭.২.৩.৪
জেনারেল অ্যারেঞ্জমেন্ট প্ল্যান
দেখুন জিএ (জেনারেল অ্যারেঞ্জমেন্ট) প্ল্যান
জেনারেটর ১৩.৬
জুতা ১৫.৪.৩-১৫.৪.৪
জোন বিভাজন (জাহাজভাঙ্গা কাজের এলাকা) ৭.২.৪.২-৭.২.৪.৬, চিত্র ৪জৈব বিপদ ২.৪.২ (ঙ), ১১, সারণি ১ঝুঁকি (প) ঝুঁকি নিরূপণ (প), ৪.৪, ৭.৩
চিত্র ৫-৬, সংযোজনী ২, সংযোজনী ৩ (১১)
মডেল দেখুন সংযোজনী ৫
মোকাবিলা ৭.৫
পর্যালোচনা ৭.৪
টেকসই উন্নয়ন
জাহাজভাঙ্গা কাজের অবদান ২.২
টেকনিক্যাল এন্ড এথিকাল গাইডলাইনস ফর হেলথ
সার্ভিল্যান্স (আইএলও) ৬.৫, সংযোজনী ১
ট্রেড ইউনিয়ন
দেখুন শ্রমিকদের প্রতিনিধি
ঠিকাদার (প)
সহযোগিতা ৩.৯.২
যোগ্যতা ১৪.৪
দায়িত্ব ও অধিকার ৩.৮, সংযোজনী ৩ (৪.৮-৪.১০)
ডাটা শীট ৯.৫
ডাস্ট কন্ট্রোল ইন দ্য ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট (সিলিকোসিস) (আইএলও) ৯.২.৩
ডাক্তারি পরীক্ষা ৩.৬.২
সংযোজনী ১ (৩)
তথ্য, যোগাযোগ (ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি) দেখুন সংযোজনী ৩ (৭)
তালিকা দেখুন ইনভেন্টরি
তেজস্ক্রিয় দূষণ ১৫.৭

দুর্ঘটনা, কাজ-সংশ্লিষ্ট
ক্ষতিপূরণ ১৭.১
প্রস্তুতি ৪.৬
আরো দেখুন জরুরি পরিস্থিতি
প্রস্তুতি; বিপদ;
অনিরাপদ ঘটনা; শারীরিক ক্ষতি
দক্ষতা দেখুন প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাগত
যোগ্যতা
গোসল-ধোয়ামোছার সুবিধা ১৮.৩
চিহ্ন ৮.১০
দায়িত্ব ৩.৪
আরো দেখুন পেশাগত নিরাপত্তা ও
স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
আরো দেখুন ব্যবস্থাপক
ধূলিকণা দেখুন বিপদ (পদার্থ)
ধূমোদগার দেখুন বিপদ (পদার্থ)
নিরীক্ষা (ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা
পদ্ধতি) (প)
দেখুন সংযোজনী ৩ (১৪)
নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য
কমিটি (প)
দেখুন সংযোজনী ৩ (৩.২)
নকশাকারী, দায়িত্ব ৩.৭.
নথিভুক্তকরণ (ওএইচএস
ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি)
দেখুন সংযোজনী ৩(৬)
নিয়োগকর্তা (প)
সহযোগিতা ৩.৯
নিষ্ক্রমণ পথ (কর্মস্থল) ৮.২-৮.৩
নির্বাচিত এশীয় দেশসমূহ ও তুরস্কের
জন্য জাহাজভাঙ্গার কাজে নিরাপত্তা ও
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের আঞ্চলিক
ত্রিপক্ষীয় বৈঠক
দেখুন ভূমিকা
নৈশকালীন কাজ ১৭.৩, সারণি ১
নাইট ওয়ার্ক কনভেনশন
(নং ১৭১) ১৭.৩.১
নাইট ওয়ার্ক রিকমেন্ডেশন
(নং ১৭৮) ১৭.৩.১, ১৭.৩.২ (খ)
নীতি
জাতীয় ৩.১
ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা
পদ্ধতি ৪.২, সংযোজনী ৩ (২)
নথি ৫.১, ৫.৩, সংযোজনী ৩ (১৩)
৯.৩.৪
চিকিৎসা দেখুন সংযোজনী ১ (৪)
নিরাপদ পরিকল্পনা ও শিডিউল
দেখুন পরিকল্পনা প্রণয়ন
নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য দেখুন
পেশাগত নিরাপত্তা ও
স্বাস্থ্য
নিরপত্তা ও স্বাস্থ্য কমিটি (প)
দেখুন সংযোজনী ৩ (৩.২)
নমুনা (বিপজ্জনক
পদার্থ) ৯.৩.২
নিরীক্ষণ
স্বাস্থ্য দেখুন স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ
কাজের পরিবেশ (প),
৩.৪.৫ (খ) (৪), ৪.৩.১ (ঙ),
৬.৩.(খ), ৬.৬, ৭.১.৫
আরো দেখুন পরিবীক্ষণ
পরিবহন সুবিধা ১৩,

সারণি ১
পরিবীক্ষণ ৯.৩
পঙ্গুত্ব ভাতা (ডিজ্যাবিলিটি বেনিফিট)
১৭.১ পড়ন্ত বস্তু ৮.৭, সারণি ১
পানীয় (মদ্য জাতীয়) ১৭.৫,
সারণি ১ পানীয় (মদ্য জাতীয় নয়)
১৮.২,
১৮.৫.২-১৮.৫.৪
পোশাক বদলানোর ঘর ১৮.৪
পোশাক, সুরক্ষা ১৫.১, ১৫.৯
মুখমন্ডল ও চোখের সুরক্ষা ১৫.৩
হাত ও পায়ের সুরক্ষা ১৫.৪.
মাথার সুরক্ষা ১৫.২.
তেজস্ক্রিয় দূষণের
বিরুদ্ধে ১৫.৭
আরো দেখুন ব্যক্তিগত
সুরক্ষা সরঞ্জাম
প্রবেশ, অননুমোদিত ৮.১১
প্রবেশের উপায়
(কর্মস্থল) ৮.২
প্রাণী (বিপদ) সারণি ১
প্রয়োগ (এ নির্দেশাবলীর) ১.২
প্রাথমিক চিকিৎসা ১৬.২, সারণি ১
আরো দেখুন জরুরি পরিস্থিতি
প্রস্তুতি
প্রস্তুতি পর্যায় ৭.১.১,
৭.২.২, চিত্র ১-৩
প্রাথমিক পর্যালোচনা (ওএসএইচ
ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি) ৪.৩,
সংযোজনী ৩(৮)
পরিদর্শন ৩.৩.
আরো দেখুন পরিবীক্ষণ,
প্রস্তুতকারক,
দায়িত্ব ৩.৭
পরিবীক্ষণ ৩.৩
বিপজ্জনক পদার্থ ৯.৩
ওএসএইচ পারফরমেন্স ৩.৩.২ (গ),
সংযোজনী ৩ (১২)
আরো দেখুন পর্যালোচনা,
নিরীক্ষণ পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য
(ওএসএইচ)ব্যবস্থাপনা
পদ্ধতি (প), ৪, সংযোজনী ৩
নিরীক্ষা দেখুন সংযোজনী ৩ (১৪)
যোগাযোগ ও
তথ্য
দেখুন সংযোজনী ৩ (৭)
অব্যাহত উন্নতি
দেখুন সংযোজনী ৩ (১৭)
নথিভুক্তকরণ দেখুন সংযোজনী
৩ (৬)
জরুরি পরিস্থিতি প্রস্তুতি ৪.৬,
১৬, সারণি ১
বিপদ চিহ্নিতকরণ এবং ঝুঁকি
নিরূপণ, প্রতিরোধমূলক ও
সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা ৪.৪,
সংযোজনী ৩ (১৬)
আরো দেখুন প্রতিটি প্রাথমিক
পর্যালোচনার শিরোনাম ৪.৩,
সংযোজনী ৩ (৮)
শারীরিক ক্ষতি,
রোগব্যাধি ইত্যাদির অনুসন্ধান
দেখুন সংযোজনী ৩ (১৩)
ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা
দেখুন সংযোজনী ৩ (১৫)

উদ্দেশ্য দেখুন সংযোজনী ৩ (১০)
পাফরমেন্স পরিবীক্ষণ ও
পরিমাপ ৩.৩.২.(গ),
সংযোজনী ৩ (১২)
পরিকল্পনা প্রণয়ন ও
বাস্তবায়ন ৪.৫
সংযোজনী ৩ (৯)
আরো দেখুন পরিকল্পনা
নীতি ৪.২, সংযোজনী ৩ (২)
দায়িত্ব ও
জবাবদিহিতা
দেখুন সংযোজনী ৩ (৪)
প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য
যোগ্যতা ১৪, সারণি ১
সংযোজনী ৩ (৫)
শ্রমিকদের অংশগ্রহণ
দেখুন সংযোজনী ৩ (৩)
পিসিবি (পলিক্লোরিনেটেড
বাইফিনাইল) ২.৩.২, ২.৪.১ (ক),
৭.২.৪.৪, ৯.৪.১ (খ), সারণি ১
সংযোজনী ৪ (১ ঘ)
পরিকল্পনা ২.৩.৫.১ (গ), ৭, চিত্র ১-৩
বিখন্ডিতকরণ পর্যায় ৭.১.১,
৭.২.৩, চিত্র ১-৩
জেনারেল অ্যারেঞ্জমেন্ট (জিএ)
প্ল্যান ৭.২.২.৩, ৭.২.২.৪, ৭.২.৩.৪
বিপদ চিহ্নিতকরণ ৭.৩,
সংযোজনী ২
বস্তু (স্ক্র্যাপ) প্রবাহ
ব্যবস্থাপনা পর্যায় ৭.১.১,
৭.২.৪, চিত্র ১-৩
পরিকল্পনা মডেল ৭.১-৭.২,
চিত্র ১-৩ সংযোজনী ৫
ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা
পদ্ধতি ৪.৫, সংযোজনী ৩ (৯)
প্রস্তুতি পর্যায় ৭.১.১
৭.২.২, চিত্র ১-৩
পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল
দেখুন পিসিবি
দেখুন ব্যক্তিগত সুরক্ষা
সরঞ্জাম - পিপিই
প্রস্তুতি পর্যায় (পরিচালনা বিষয়ক
পরিকল্পনা প্রণয়ন) ৭.১.১, ৭.২.২,
চিত্র ১-৩
প্রিভেনশন অব মেজর ইন্ডাস্ট্রিয়াল
অ্যাকসিডেন্টস (আইএলও) ১৬.১.৮
প্রতিরোধমূলক ও সুরক্ষামূলক
ব্যবস্থা ৪.৪, ৭.৫, ৮,
সংযোজনী ৩ (১১) (১৬)
প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ পথ
৮.২-৮.৩
বিপজ্জনক পরিবেশ ও
আবদ্ধ স্থান ৮.৯
মানুষ বা বস্তুর
পতন ৮.৭, ১৫.৮
অগ্নি-নির্বাপণ ৮.৩, ৮.৮.১, ৮.৮.
৮- ৮.৮.১৩
অগ্নি-প্রতিরোধ ৮.৮.১- ৮.৮.৭
হাউসকিপিং ৮.৫
মই ও মাচা ৮.২.২,
৮.২.৪, ৮.৬
রাস্তা, মালখালাসের ঘাট,
ইয়ার্ড ৮.৪
চিত্র, বিজ্ঞপ্তি ও রং

সংকেত ৮.১০
অননুমোদিত প্রবেশ ৮.১১
আরো দেখুন বিপদ প্রটেকশন অব
ওয়ার্কার্সেস পারসোনাল
ডাটা (আইএলও)
দেখুন সংযোজনী ১ (৩.৬.৪.১) (ক)
প্রতিক্রিয়ামূলক পরিবীক্ষণ (প)
দেখুন সংযোজনী ৩ (১২.৪)
আরো দেখুন পরিবীক্ষণ
পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ ৭.২.৪.১
পর্যালোচনা (ওএসএইচ ব্যবস্থাপনা)
৪.৩, সংযোজনী ৩ (৮)
ব্যবস্থাপনা
দেখুন সংযোজনী ৩ (১৫)
পদার্থ, বিপজ্জনক
দেখুন বিপদ (পদার্থ)
প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতা ১৪,
সারণি ১, সংযোজনী ৩ (৫)
ঠিকাদার ও অন্যান্য তৃতীয়
প ১৪.৪
অগ্নি-নির্বাপণ ৮.৮.১১
ব্যবস্থাপক ও
সুপারভাইজার ১৪.২
শ্রমিক ৩.৬.৫, ১৪.৩
আরো দেখুন উপযুক্ত ব্যক্তি
পরিবহন সুবিধা ১৩.৯, সারণি ১
পানি, খাবার ১৮.২
বাসস্থান (শ্রমিক) ১৮.৬,
সারণি ১
ব্রিদিং ইকুইপমেন্ট ১৫.৫
ব্যক্তিগত চিকিৎসা উপাত্ত দেখুন
সংযোজনী ১ (৪)
বিখন্ডিতকরণ পর্যায়
(পরিচালনা-পরিকল্পনা প্রণয়ন) ৭.১.১,
৭.২.৩, চিত্র ১-৩
বিদ্যুৎ ১০.৭, সারণি ১
বিদ্যুৎচালিত হাতিয়ার ১৩.৩, সারণি ১
বিদ্যুৎ জেনারেটর ১৩.৬
সরবরাহকারী, প্রস্তুতকারক ও
নকশাকারী ৩.৭
বিস্ফোরণ সারণি ১
বিপজ্জনক আঁশ ৯.২.৩
আরো দেখুন অ্যাসবেস্টস
বিপদ (প), ২.৩.১, ২.৪ সারণি ১
জৈব ২.৪.২ (প), ১১ সারণি ১
কাজের পরিবেশ ও দক্ষতা উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট

এবং মনো-সামাজিক ২.৪.২ (চ), ১২,
সারণি ১
চিহ্নিতকরণ ৪.৪, ৭.৩,
সংযোজনী ২, সংযোজনী ৩(১১),
সংযোজনী ৫
প্রতিরোধ দেখুন প্রতিরোধমূলক
ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা
জোন (জাহাজভাঙ্গার
এলাকা) ৭.২.৪.২- ৭.২.৪.৬,
চিত্র ৪
আরো দেখুন দুর্ঘটনা; রোগব্যাধি,
স্বাস্থ্যহানি, অনিরাপদ ঘটনা, শারীরিক
ক্ষতি
বেষ্টিত করা ৮.৭
ভৌত বিপদ ২.৪, ১০, সারণি ১
বিদ্যুৎ ১০.৭, সারণি ১
স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ দেখুন স্বাস্থ্য

নিরীক্ষণ
উচ্চতাপ জনিত চাপ ১০.৫, সারণি ১
আলো ১০.৬, সারণি ১
উচ্চশব্দ ১০.২, ১৫.৬, সারণি ১
আলোকরশ্মি বিকিরণ ১০.৪, সারণি ১
কম্পন ১০.৩, সারণি ১
আর্দ্র অবস্থা ১০.৫.১
বিপদ, পদার্থ ২.৩.২, ২.৪.৯,
সারণি ১
ঝুঁকি নিরূপণ (প), ৯.২
কেমিক্যাল সেফটি
ডাটা শীট ৯.৫
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ৯.৪
স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ দেখুন স্বাস্থ্য
নিরীক্ষণ
তালিকা ও
ইনভেন্টরি ২.৩.৫.১ (ক),
৭.২.১.৪ (ক), ৭.২.২.১ (খ-গ),
৭.২.২.৩, ৯.১.৪, সংযোজনী ৩
(৮.২), সংযোজনী ৪
আরো দেখুন গ্রীন পাসপোর্ট
বাসস্থান (শ্রমিক) ১৮.৬, সারণি ১
ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা (ওএসএইচ
পদ্ধতি) দেখুন সংযোজনী ৩(১৫)
প্রশিক্ষণ ও
যোগ্যতা ১৪.২
আরো দেখুন নিয়োগকর্তা
বস্তু প্রবাহ
ব্যবস্থাপনা পর্যায়
(পরিচালনা-পরিকল্পনা প্রণয়ন) ৭.১.১,
৭.২.৪, চিত্র ১-৩
বিজ্ঞপ্তি (চিহ্ন) ৮.১০
ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম
(পিপিই) ১৫.১
পতন থেকে সুরক্ষা ১৫.৮
শ্রবণ সুরক্ষা ১৫.৬.
রেসপিরেটরি ইকুইপমেন্ট/শ্বাস-প্রশ্বাসের
যন্ত্র
আরো দেখুন পোশাক, সুরক্ষা
বিদ্যুৎ জেনারেটর ১৩.৬
বিকিরণ, দৃষ্টি ১০.৪. সারণি ১
বস্তু (স্ক্র্যাপ)
প্রবাহ ব্যবস্থাপনা পর্যায়
(পরিচালনা-পরিকল্পনা
প্রণয়ন) ৭.১.১, ৭.২.৪,
চিত্র ১-৩
আরো দেখুন বর্জ্য বস্তু
পাদুকা ১৫.৪.৩-১৫.৪.৪
প্রজ্ঞাপন (কাজ-সংশিষ্ট শারীরিক ক্ষতি,
রোগব্যাধি, ইত্যাদি) ৫.১,
৫.৪-৫.৫
পেশাগত স্বাস্থ্যসেবা (প), ৬
পেশাগত শারীরিক ক্ষতি, রোগব্যাধি
ইত্যাদি দেখুন জখম, রোগব্যাধি, ইত্যাদি
ফ্লেম কাটিং ১৩.৪
বিপজ্জনক পরিবেশ ৮.৯,
(সারণি ১)
বর্জ্য পদার্থ ২.৩.২
ইনভেন্টরি দেখুন সংযোজনী ৪ (২)
আরো দেখুন বিপদ (পদার্থ);
ভৌত ঝুঁকি
দেখুন ঝুঁকি (ভৌত)
ভান্ডার, ইনভেন্টরি
মই ৮.২.২, ৮.২.৪, ৮.৬, সারণি ১

মদ ১৭.৫, সারণি ১
পরিকল্পনা মডেল (জাহাজভাঙ্গা)
৭.১-৭.২ চিত্র ১-৩, সংযোজনী ৫
মনো-সামাজিক বিপদ ২.৪.২(চ),
১২, সারণি ১
আরো দেখুন কল্যাণ
মাচা ৮.৬, সারণি ১
মাদক অপব্যবহার ১৭.৫, সারণি ১
মুখমন্ডলের সুরক্ষা ১৫.৩
মানুষের পতন ৮.৭, ১৫.৮, সারণি ১
মাথার সুরক্ষা ১৫.২
ম্যানেজমেন্ট অব এ্যালকোহল এন্ড
ড্রাগ-রিলেটেড ইস্যুজ ইন দ্য
ওয়ার্কপ্লেস (আইএলও) ১৭.৫.১
মেডিক্যাল রেকর্ড/চিকিৎসা নথি দেখুন
সংযোজনী ১ (৪)
যোগাযোগ (ওএসএইচ
ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি)
দেখুন সংযোজনী ৩ (৭)
যন্ত্রপাতি দেখুন হাতিয়ার, কলকব্জা
ও যন্ত্রপাতি
যোগ্যতা দেখুন প্রশিক্ষণ ও
যোগ্যতা
যানবাহন ১৩.৯, সারণি ১
রাসায়নিক পদার্থ দেখুন বিপদ
(পদার্থ)
রং ২.৩.২, ৯.৪.১ (ঙ)
সংযোজনী ৪ (১খ)
রং সংকেত ৮.১০
রোগব্যাধি, কাজ-সংশ্লিষ্ট (প)
অনুসন্ধান
দেখুন সংযোজনী ৩ (১৩)
প্রজ্ঞাপন ৫.১, ৫.৫
লিপিবদ্ধকরণ ৫.১, ৫.৩
সংযোজনী ৩ (১৩)
রিপোর্টকরণ ৫.১-৫.২,
সংযোজনী ৩ (১৩)
আরো দেখুন বিপদ
রিকমেন্ডেশনস (আইএলও)
অ্যাসবেস্টস (নং ১৭২) ৯.২.৩
কেমিক্যালস (নং ১৭৭) ৩.৯.৩
গার্ডিং অব মেশিনারী
(নং ১১৮) ১৩.১.১
লিস্ট অব অকুপেশনাল ডিজিজেস
(নং ১৯৪) ৫.১.১, ৫.১.৪ (খ)
নাইট ওয়ার্ক (নং ১৭৮) ১৭.৩.১,
১৭.৩.২ (খ)
অকুপেশনাল হেলথ সার্ভিসেস
(নং ১৭১) ৩.৯.৩, ৬.১
সংযোজনী ১ (১.২) (খ), সংযোজনী ২
অকুপেশনাল সেফটি এন্ড
হেলথ (নং ১৬৪) ৩.৯.৩
রিডাকশন অব আওয়ার্স অব ওয়ার্ক
(নং ১১৬) ১৭.২.১
ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট (এয়ার
পলিউশন, নয়েজ এন্ড
ভাইব্রেশন) (নং ১৫৬) ৩.৯.৩
আরো দেখুন গ্রন্থপঞ্জি রেকর্ড এন্ড
নোটিফিকেশন অবরিডাকশন অব
আওয়ার্স অব ওয়ার্ক
রিকমেন্ডেশন
(নং ১১৬) ১৭.২.১
রিপোর্টকরণ (কাজ-সংশ্লিষ্ট শারীরিক
ক্ষতি,

রোগব্যাধি, ইত্যাদি) ৫.১- ৫.২,
সংযোজনী ৩ (১৩)
রেসপিরেটরি ইকুইপমেন্ট/শ্বাসপ্রশ্বাসের
যন্ত্র
১৫.৫
রাস্তা ৮.৪
রজ্জু ১৩.৮, সারণি ১
লিস্ট অব অকুপেশনাল ডিজিজেস
রিকমেন্ডেশন
(নং ১৯৪) ৫.১.১, ৫.১.৪ (খ)
শিশুশ্রম ১৭.৪
শক্ত হ্যাট ১৫.২
শ্রবণ সুরক্ষা ১৫.৬
শিল্প বৈশিষ্ট্য
দেখুন জাহাজভাঙ্গার কাজ
শ্রম পরিদর্শন বিভাগ (প)
৩.৩. শ্রম আইন দেখুন আইন ও
প্রবিধান শ্রমিক প্রতিনিধি (প),
৩.৬.৩, ৩.৯.১ (ক)
শ্রমিক সরবরাহকারী এজেন্ট (প),
৩.১.৩ (ক),
সংযোজনী ৩ (৪.৯)
শিডিউল
(জাহাজভাঙ্গার) ৭.২.১.৫-
৭.২.১.৭, ৭.২.৩, চিত্র ২-৩
আরো দেখুন পরিকল্পনা মডেল
শ্রমিক (প),
বাসস্থান ১৮.৬, সারণি ১
সহযোগিতা ৩.৯
সাধারণ কর্তব্য ৩.৫
স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ দেখুন স্বাস্থ্য
নিরীক্ষণ সক্রিয় পরিবীক্ষণ (প)
দেখুন সংযোজনী ৩ (১২.৩)
আরো দেখুন পরিবীক্ষণ
সম্ভাব্য পরিস্থিতি প্রস্তুতি
দেখুন জরুরি পরিস্থিতি প্রস্তুতি
সহযোগিতা (সামাজিক
অংশীদার) ৩.৯
সিলিন্ডার (গ্যাস) ৮.১০.৪,১৩.৫,
সংযোজনী ৪ (৩ক)
স্থাপনা থেকে নিরাপদ স্থানে
লোকজন সরিয়ে নেয়া (evacuation
plan) ১৬.৩,
স্থাপনা (জাহাজভাঙ্গার
সাইট) (প)
জোন ৭.২.৪.২-৭.২.৪.৬, চিত্র ৪
স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ (প), ৯.৬
সংযোজনী ১, সংযোজনী ৩ (১২.৩)
(ঘ)
ডাক্তারি পরীক্ষা ৩.৬.২,
সংযোজনী ১ (৩)
উচ্চশব্দ ১০.২.৫-১০.২.৭
আলোকরশ্মি বিকিরণ ১০.৪.২
কম্পন ১০.৩.৩.
স্বাস্থ্যবিধি পালন ১৮.৩
স্বাস্থ্যহানি, কাজ-সংশ্লিষ্ট (প)
অনুসন্ধান
দেখুন সংযোজনী ৩ (১৩)
লিপিবদ্ধকরণ ৫.১-৫.৩,
সংযোজনী ৩ (১৩)
রিপোর্টকরণ ৫.১-৫.২,
সংযোজনী ৩ (১৩)
আরো দেখুন রোগব্যাধি, বিপদ
সামাজিক বীমা ১৭.১

সুরক্ষা পোশাক দেখুন পোশাক, সুরক্ষা
সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা দেখুন প্রতিরোধমূলক ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা
সেফটি ডাটা শীট ৯.৫ঃ
সেফটি নেট/হারনেস ৮.৭.৩, ১৫.৮
সেফটি ইন দ্য ইউজ অব অ্যাসবেস্টস (আইএলও) ৯.২.৩, ৯.৪.৩)
সেফটি ইন দ্য ইউজ অব কেমিক্যালস অ্যাট ওয়ার্ক (আইএলও) ৯.১.১, ৯.১.৬ (ক), ৯.৩.১.১, ৯.৩.১.২ (ক), ৯.৪.২, ৯.৫.২, ১৬.১.৮
সেফটি ইন দা ইউজ অব সিনথেটিক ভিটরিয়াস ফাইবার ইনসুলেশন উলস গ্লাস উল,রক উল, স্ল্যাগ উল) (আইএলও) ৯.২.৩
স্যানিটারী সুবিধা ১৮.৩, সারণি ১
সাইট (জাহাজভাঙ্গা কাজের) দেখুন স্থাপনা সামাজিক সুরক্ষা ২.৩.৩, ১৭.১,
সারণি ১
দেখুন সংযোজনী ৪ (৩)
সুপারভাইজার (প), প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতা ১৪.২
সরবরাহকারী সহযোগিতা ৩.৯.১. (গ)
শ্রমিক ৩.১.৩ (ক), সংযোজনী ৩ (৪.৯)
দায়িত্ব ৩.৭
স্থাপনায় অননুমোদিত প্রবেশ প্রতিরোধ ১১.৮
স্থাপনার দর্শনার্থী ৮.১১
হাতিয়ার, কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি ১৩
ফ্লেম কাটিং ও অন্যান্য হট ওয়ার্ক ১৩.৪
গ্যাস সিলিন্ডার ৮.১০.৪, ১৩.৫, সংযোজনী ৪ (৩ক)
সাধারণ বিপদ ২.৪.২ (ঘ)
সারণি ১
হস্ত-ব্যবহৃত হাতিয়ার ১৩.২ সারণি ১
উত্তোলন ১৩.৭, ১৩.৮, সারণি ১
হাতের সুরক্ষা ১৫.৪.১-১৫.৪.২
হেলমেট ১৫.২
হট ওয়ার্ক ১৩.৪
আরো দেখুন আগুন হাউসকিপিং ৮.৫
হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (এইচআইভি) ১৭.৬

সুরক্ষা পোশাক দেখুন পোশাক, সুরক্ষা
সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা দেখুন প্রতিরোধমূলক ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা
সেফটি ডাটা শীট ৯.৫ঃ
সেফটি নেট/হারনেস ৮.৭.৩, ১৫.৮
সেফটি ইন দ্য ইউজ অব অ্যাসবেস্টস (আইএলও) ৯.২.৩, ৯.৪.৩)
সেফটি ইন দ্য ইউজ অব কেমিক্যালস অ্যাট ওয়ার্ক (আইএলও) ৯.১.১, ৯.১.৬ (ক), ৯.৩.১.১, ৯.৩.১.২ (ক), ৯.৪.২, ৯.৫.২, ১৬.১.৮
সেফটি ইন দ্য ইউজ অব সিনথেটিক ভিটরিয়াস ফাইবার ইনসুলেশন উলস গ্লাস উল,রক উল, স্ল্যাগ উল) (আইএলও) ৯.২.৩
স্যানিটারী সুবিধা ১৮.৩, সারণি ১
সাইট (জাহাজভাঙ্গা কাজের) দেখুন স্থাপনা সামাজিক সুরক্ষা ২.৩.৩, ১৭.১,
সারণি ১
দেখুন সংযোজনী ৪ (৩)
সুপারভাইজার (প), প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতা ১৪.২
সরবরাহকারী
সহযোগিতা ৩.৯.১. (গ)
শ্রমিক ৩.১.৩ (ক),
সংযোজনী ৩ (৪.৯)
দায়িত্ব ৩.৭
স্থাপনায় অননুমোদিত প্রবেশ প্রতিরোধ ১১.৮
স্থাপনার দর্শনার্থী ৮.১১
হাতিয়ার, কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি ১৩
ফ্লেম কাটিং ও অন্যান্য
হট ওয়ার্ক ১৩.৪
গ্যাস সিলিন্ডার ৮.১০.৪, ১৩.৫,
সংযোজনী ৪ (৩ক)
সাধারণ বিপদ ২.৪.২ (ঘ)
সারণি ১
হস্ত-ব্যবহৃত হাতিয়ার ১৩.২ সারণি ১
উত্তোলন ১৩.৭, ১৩.৮, সারণি ১
হাতের সুরক্ষা ১৫.৪.১-১৫.৪.২
হেলমেট ১৫.২
হট ওয়ার্ক ১৩.৪
আরো দেখুন আগুন হাউসকিপিং ৮.৫
হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (এইচআইভি) ১৭.৬

জাহাজভাঙ্গার কাজে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য

এশীয় দেশসমূহ ও তুরস্কের জন্য নির্দেশাবলী (গাইডলাইনস)

জাহাজভাঙ্গা অর্থাৎ ভেঙ্গে টুকরা করা বা বর্জ্য হিসাবে নিষ্কাশনের উদ্দেশ্যে নৌযানের কাঠামো বিচ্ছিন্নিকরণের কাজ পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক পেশাগুলোর অন্যতম, যার সাথে জড়িত রয়েছে পরিবেশ, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বহুসংখ্যক বিষয়। এ নির্দেশাবলী (গাইডলাইনস) আইএলও-র 'ডিসেন্ট ওয়ার্ক এজেন্ডা'র কাঠামোর আওতায় প্রণীত এ জাতীয় প্রথম নির্দেশাবলী (গাইডলাইনস), যার উদ্দেশ্য জাহাজভাঙ্গা শিল্পে নিরাপদ কাজ নিশ্চিত করার জন্য মডেল প্রদান করা। নির্দেশাবলীতে (গাইডলাইনস) জাহাজভাঙ্গাকে একটি মূলত অনানুষ্ঠানিক কাজ থেকে একটি আনুষ্ঠানিক কাজে রূপান্তরিত করার বিষয়ে সুপারিশ ও সন্নিবেশিত হয়েছে।

নির্দেশাবলীতে (গাইডলাইনস) জাহাজভাঙ্গা শিল্প পরিচালনাকারীদের জন্য প্রদত্ত হয়েছে বিশদ পরামর্শ, রয়েছে জাহাজভাঙ্গা কাজের নিরাপদ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন মডেল। কাজ-সংশ্লিষ্ট জখম ও রোগব্যাধি, স্বাস্থ্যহানি, এবং অনিরাপদ ঘটনা থেকে শ্রমিকদেরকে সুরক্ষিত রাখার জন্য এতে নিয়োগকর্তা, শ্রমিক ও ঠিকাদার এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের জন্য সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে। জাহাজভাঙ্গা শিল্পে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য এবং কাজের পরিবেশ বিষয়ে পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ জাতীয় নীতি ও কাঠামো নির্ধারণের কাজ যারা করবেন নির্দেশাবলীতে (গাইডলাইনস) সন্নিবেশিত মূলনীতিসমূহ তাদের জন্যও সহায়ক হবে।

সেইফ এন্ড এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলী শিপ রিসাইক্লিং প্রজেক্ট (বিজিডি/০৩/০০৫) কর্তৃক বাংলায় অনুবাদকৃত এবং প্রকাশিত।

ISBN 92-2-816558-8